নারীধর্ম্ম

পত্নীমূলং গৃহং পুংসাং যদিচ্ছন্দোঽনুবর্ত্তিনী।
গৃহাশ্রমসমং নাস্তি যদি ভার্য্যা বশানুগা॥

দক্ষসংহিতা। ৪র্থ অধ্যায়।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরি-প্রণীত

পঞ্চম সংস্করণ

(সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত)

১৩৩৫

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র

আমির উপহার
আমার
শ্রী
করকমলে
উপহার দিলাম
শ্রী
তারিখ
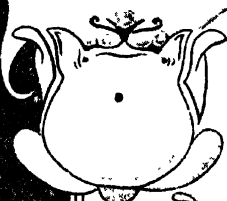
উৎসর্গ পত্র

স্বদেশহিতৈষী, ধর্ম্মপরায়ণ, বিদ্যোৎসাহী,

বদান্যবর ও মহিমান্বিত

নাড়াজোলাধিপতি

শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন

বাহাদুরের

করকমলে অর্পিত হইল।

বিজ্ঞাপন।

আজকাল বঙ্গের প্রায় প্রতিগৃহই অশান্তির লীলাস্থল—প্রায় প্রত্যেক বঙ্গবাসীর হৃদয়ে অশান্তি-অনল প্রজ্বলিত। প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আমরাই আমাদের সর্ব্বনাশের হেতু। কর্ত্তব্যপথ-বিচ্যুত আমরাই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছি; আমরাই আবার সেই অনলে দগ্ধ হইতেছি। প্রত্যেক পরিবারের প্রায় প্রত্যেক নরনারীই কর্ত্তব্যচ্যুত। কিন্তু আবার অধিকাংশ সাংসারিক কার্য্যের ভার নারীগণের উপর ন্যস্ত থাকায়, পারিবারিক অশান্তির হেতু অনেকটা তাঁহারা। সুতরাং জ্ঞানশিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগকে প্রকৃতপথে আনিতে না পারিলে, অনল নির্ব্বাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই; বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া সংসার ভস্মসাৎ করিবে। অতএব সদুপদেশদানে নারীগণকে কর্ত্তব্যপথে আনিতে পারিলেই মঙ্গল। এই সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া আমি নারীধর্ম্ম নামক পুস্তকখানি লিখিলাম। ইহাতে দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা ও তাহার কারণ, প্রাচীনকালের আর্য্যনারীজাতির সহিত আধুনিক নারীগণের পার্থক্য এবং নারীজাতির কর্ত্তব্য শাস্ত্রীয় প্রমাণাদিসহ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষভাগে আদর্শনারীচরিত্রের দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটী গল্প দেওয়া হইল। উদ্দেশ্য সফল হইলে, শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

পুলশিটা
সন ১৩১৪ সাল, ১লা কার্ত্তিক

গ্রন্থকার

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

নারীধর্ম্ম দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল। এবার পুস্তকখানি আমূল সংশোধিত ও স্থানে স্থানে পরিবর্দ্ধিত এবং পুস্তকের পরিশিষ্টে সতীরত্ন-শীর্ষক আর একটী গল্প সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পুস্তকের মূল্যও ... বর্দ্ধিত করা হইল।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, গোপালনগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্‌পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বামাচরণ কাব্যতীর্থ এবং দেউলিয়া দীনবন্ধু চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধরণীধর কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয় পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন। এজন্য উঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

পুলশিটা
সন ১৩১৯ সাল
১লা শ্রাবণ।

গ্রন্থকার

তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

নারীধর্ম্ম তৃতীয়বার মুদ্রিত হইল। পুস্তকের শেষ ভাগে আরও কয়েকটী বিষয় সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহার আকার পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

পুলশিটা
সন ১৩২৯ সাল
২০শে বৈশাখ।

গ্রন্থকার।

মঙ্গলাচরণ।

পুণ্যময়ী কর্ম্মভূমি ভারতমাতার,
লভিয়াছি ক্রোড়ে স্থান প্রসাদে যাঁহার ;
শিরে ল'য়ে ভক্তিভাবে যাঁর পদরেণু,
তাপিত তনয় হয় সুশীতলতনু ;
বাক্য সুধা পিয়ে যাঁর শ্রবণ জুড়ায়,
রসনা অমিয় ক্ষরে হেন মনে লয় ;
পাদুখানি হৃদে রাখি পূজি যাঁরে ধ্যানে,
রিপুভয় যায় দূরে যাঁর দরশনে ;
তনয়ে তাপিত হেরি করুণ-হৃদয়,
নিভৃতে নয়ননীরে যাঁর সিক্ত হয় ;
বারিধি অসীম শুনি আছে তার পার,
সীমাহীন কিন্তু যাঁব দয়াপারাবার ;
ক্ষীরসম স্বাদু যাঁর স্নিগ্ধ সম্ভাষণ,
রোগাতুর দেহে করে অমিয় সিঞ্চন ;
দেবী মূর্ত্তি তিনি, তাঁর মরুতে দুর্লভ
রহে যেন পদে মতি ; অমূল্য বিভব
নিত্য যেন পূজিবারে পাই সে চরণে,
বেদনা অন্তরে পাই যার অদর্শনে ;
দয়াময়ি ! দয়া করি রেখো মা সন্তানে,
নতশিরে নমি শত তব শ্রীচরণে।

সূচীপত্র।

মুখবন্ধ।

'স্ত্রীভির্ভর্ত্তৃবচঃ কার্য্যমেষধর্ম্মঃ পরঃ স্ত্রিয়াঃ'।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা। ১ম অধ্যায়।

ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ পাঠে জানা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে ধর্ম্মের উপর সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। ধর্ম্ম রক্ষা করিলে সকলই রক্ষিত হয়, এই জন্য ধর্ম্মরক্ষার্থ নানাবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল (১)। সাত্ত্বিক আচারবান্ ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রপাঠের একমাত্র অধিকারী ছিলেন। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালন করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিতেন, এবং নারীগণ পুরুষদিগের কর্ত্তব্যপালনে সহায়তা করিতেন ও অন্যান্য সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। এইরূপে শাস্ত্রোপদেষ্টা ব্রাহ্মণ ও সদাচার কর্ত্তব্যপরায়ণা নারীগণের উপর ধর্ম্মের অস্তিত্ব নির্ভর করিত। স্বামিসেবা নারীগণের একমাত্র ধর্ম্ম ছিল। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ স্বামীর আদেশমত সমস্ত গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া সাধ্বী স্ত্রী তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হইতেন।

এক সময়ে সত্যভামা দ্রৌপদীকে, (২) তিনি কিরূপে স্বামীর অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, জিজ্ঞাস করিলে দ্রৌপদী বলিয়াছিলেন যে. তিনি প্রত্যহ সর্ব্বাগ্রে জাগরিত

---

(১) বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণং॥

মনুসংহিতা।

(২) মহাভারত বনপর্ব্ব।

হইয়া গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। গৃহ ও গৃহোপকরণসমূহ স্বহস্তে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতেন এবং রন্ধন করিয়া যথা-সময়ে সকলকে ভোজন প্রদান করিতেন। তিনি ধান্যরক্ষাবিষয়ে বিশেষ যত্নবতী ছিলেন, দুষ্টানারীর সহবাসে কদাচ থাকিতেন না এবং কখন কাহারও প্রতি কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করিতেন না। তিনি আলস্য কাহাকে বলে জানিতেন না এবং শ্বশ্রূর উপদেশমত যাবতীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। স্বীয় স্বামীকে নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ প্রভু জ্ঞান করিয়া তিনি তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন এবং স্বয়ং অন্নপানাদি প্রদানপূর্ব্বক কুন্তিদেবীর তুষ্টিসাধন করিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে সমস্ত আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিতে হইত। পাণ্ডবগণ তাঁহার উপর সমুদয় পোষ্য-বর্গের ভার অর্পণ করিয়া ধর্ম্মকার্য্যসম্পাদনে নিযুক্ত থাকিতেন এবং তিনি ভোগলালসা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি সেই ভার বহন করিতেন। এমন কি তাঁহাকে কোষাগারেরও তত্ত্বাবধান করিতে হইত। এইরূপে তিনি পাণ্ডবগণের অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মন্বাদিঋষিপ্রণীত শাস্ত্রে এবং পুরাণাদিতে স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। তাহাদিগকে স্বাতন্ত্র্য (১) প্রদান না করিয়া সর্ব্বদা গৃহকার্য্যে

(১) বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি॥
বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥

মনুসংহিতা। ৫ম অধ্যায়।

নিযুক্ত রাখাই কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকদিগের চিত্তবৃত্তিসংযমক্ষমতা অত্যন্ত কম। আলস্যপরায়ণা নারীগণের শূন্য মনে, শূন্য ঘরে ভূতের বাসার ন্যায় হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি পাপপ্রবৃত্তি সকল বলবতী হইয়া ঘোর চাঞ্চল্য উপস্থিত করে। এইরূপে তাঁহারা মানসিক অপবিত্রতানিবন্ধন আচারভ্রষ্টা হইয়া কর্ত্তব্যকার্য্যে ক্রুটী প্রদর্শন করিয়া থাকেন; এবং নারীগণের কলুষিত আচার-ব্যবহারদর্শনে স্বীয় স্বীয় স্বামীর হৃদয়ে অশান্তি জন্মে। দুর্ব্বল-চিত্ত পুরুষগণও মানসিক অশান্তি হেতু কর্ত্তব্যকার্য্যে নানারূপে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। অবশেষে পরিজনবর্গ কর্ত্তব্যহীন হইয়া পড়িলে ধর্ম্ম বিচলিত হন এবং গৃহ শ্রীহীন হইয়া পড়ে।

কোন এক সময়ে লক্ষ্মী ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন যে, যে গৃহ হইতে ধর্ম্ম চলিয়া যান, তথায় তিনি বাস করেন না। সেখানে নানারূপ কুলক্ষণ প্রকাশ পায়। ধর্ম্মকথাশ্রবণে অনাসক্তি ও তৎপ্রতি উপহাসপ্রদর্শন, ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধগণের অবমাননা এবং পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের প্রভুত্ব দৃষ্ট হয়। পুত্র, পিতার ও পত্নী, পতির আদেশপালনে বিমুখ হয়। নারীগণ সন্তানের প্রতি সেরূপ যত্ন প্রকাশ করেন না। তথায় পিতামাতা ও অতিথির পদে পদে অবমাননা হয়। অপবিত্র অন্নভোজনে প্রবৃত্তি দেখা যায়। ধান্য চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ও দুগ্ধ অনাবৃত থাকিয়া কাক প্রভৃতির উচ্ছিষ্ট হয়। সেখানে উচ্ছিষ্টহস্তে ঘৃতসংস্পর্শ হয়। গৃহিণীগণ ভোজনপাত্র প্রভৃতি গৃহোপকরণ সকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ থাকিলেও গ্রাহ্য করেন না। ভগ্ন প্রাচীর বা ভগ্ন গৃহের

সংস্কার হয় না। গৃহপালিত পশুগণ সময়ে আহার ও জল পায় না। সূর্য্য উদিত হইলেও কেহ শয্যা পরিত্যাগ করে না। গৃহে প্রতিদিন কলহ হয়। শ্বশুরের সম্মুখেই কুলবধূগণ ভৃত্যগণের অবমাননা করেন এবং স্বামীর সহিত কলহে প্রবৃত্ত হন (১)।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের নানাদিকে নানারূপে অবনতির লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়াছে। কি গৃহে, কি বাহিরে, কি ক্ষুদ্র পল্লীতে, কি বিশাল সাম্রাজ্যাভ্যন্তরে, সকল স্থলেই অশান্তির অনল প্রজ্বলিত। ইহার মূল কারণ ধর্ম্মলোপ। ধর্ম্ম শাস্ত্রবিদ্বেষী হিন্দুসন্তানগণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। সমাজের শীর্ষস্থানীয় ধর্ম্মোপদেষ্টা ব্রাহ্মণগণের সদাচারানুষ্ঠানে এবং শাস্ত্রচর্চ্চায় আর সেরূপ প্রবৃত্তি নাই। (২)। অন্যান্য জাতির উপর শাস্ত্রশাসনের হ্রাস হওয়ায়, তাহারা নানাপ্রকারে অনাচার অনুষ্ঠান করিতে সঙ্কুচিত হয় না। আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণগণের প্রতি অন্য জাতির আর সেরূপ শ্রদ্ধা নাই। কোন জাতির মধ্যে ধর্ম্মভাব বা ধর্ম্মসংরক্ষণপ্রবৃত্তি আর সেরূপ দেখা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে নারীগণও সদাচার ভুলিয়া অনাচার অনুষ্ঠানে রত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে দুর্লক্ষণসমূহ স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ব্বে স্বামীকে ক্রুদ্ধসর্পসদৃশ মনে করিয়া তাঁহার আদেশপালনে স্ত্রী সতত নিরতা থাকিতেন; এক্ষণে আচারহীন

(১) মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।

(২) অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্ন দোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥
ইতি মনুসংহিতা।

দুর্ব্বলচিত্ত স্বামী ক্রুদ্ধা সর্পিণীসদৃশা স্ত্রীর আদেশপালনে সর্ব্বদা ব্যস্ত। পূর্ব্বে নারীগণের কর্ত্তব্যচিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তার অবসর থাকিত না; এক্ষণে স্বীয় স্বীয় স্বামীর দ্বারা অধিকাংশ গৃহকার্য্য, এমন কি সন্তানপালন ও রন্ধন পর্য্যন্ত করাইয়া লন; সুতরাং তাঁহারা যথেষ্ট অবসর পান, এবং উক্ত সময় কেহ নাটক নভেলপাঠে, কেহ বৃথাভ্রমণে, কেহ পরচর্চ্চায়, কেহ কলহে, কেহ নিদ্রায়, কেহ ক্রীড়ায়, কেহ নৃত্যগীতে এবং কেহ বা আপন শয্যাদি রচনা ও কেশবিন্যাসে ক্ষেপণ করেন। তাঁহাদের কর্ত্তৃক গৃহকার্য্য অতি অল্পই হয়; কিন্তু একদিনও বিনা কলহে অতিবাহিত হয় না। দুই একটী গৃহকার্য্য করিতে গিয়াও কার্য্য করিবার ছলে অধিকাংশ সময় তাঁহারা আপন আপন কুচিন্তায় ক্ষেপণ করেন অথবা কলহ দ্বারা কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন। সাধারণতঃ সন্তানপালন, রন্ধন বা বেশভূষা লইয়া কলহ ঘটে। গৃহের অধিকাংশ কার্য্য সরলপ্রকৃতি, মঙ্গলেচ্ছু ও কর্ত্তব্যপরায়ণা শ্বশ্রূ প্রভৃতি বা অন্য কোন নিঃসম্পর্কীয়া স্ত্রীলোক দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রাচীনাগণ যেরূপ পরিশ্রম করেন, বয়ঃস্থা বধূগণ সেরূপ পরিশ্রম করিতে চান না। তাঁহাদের যে কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, তাহা নহে; কর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে না। আপাতমধুর হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি-চিন্তা হৃদয়ে বলবতী হইয়া কর্ত্তব্যসম্পাদনে বাধা দেয়। যে দুই একটী কার্য্য করেন, তাহাতেই তাঁহারা অনেক করিয়াছি বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, তাঁহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মে নাই। কেবল

একবারে কোন কাজ না করিলে ভাল দেখাইবে না এই ভাবিয়া অনিচ্ছার সহিত দুই একখানা করেন। অনেক স্থলে কর্ত্তব্যজ্ঞান-শূন্য পুরুষগণের প্রশ্রয় পাইয়াও স্ত্রীগণ এরূপ দুষ্টপ্রকৃতি হইয়া উঠেন। পূর্ব্বে রন্ধন ও সকলকে স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া দ্রৌপদী প্রভৃতি রাজবধূগণ গৌরবান্বিতা ও ধন্যা হইতেন, আজ-কাল কুলবধূগণ পাচকবৃত্তি বলিয়া ঐ সকল কার্য্যের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন। দাসীর কার্য্য মনে করিয়া ধান্যস্পর্শ করিতে লজ্জিতা হন। কমলা যাহার প্রতি বিরূপ হন, কমলাবিলাস-সামগ্রীসকলের প্রতি তাহার ক্রমশঃ এইরূপে অনাদর জন্মিয়া থাকে। কোন কোন স্ত্রীলোক বৎসরের অধিকাংশকাল পিত্রা-লয়ে অতিবাহিত করেন; কেহ বা ২।৪ মাস স্বামিগৃহে বাস করিয়া ২।৪ বৎসর পিতৃগৃহে কাটান। সেখানে মনোবৃত্তিসমূহ স্বাধীনভাবে পরিপুষ্ট হয়। আলস্যপরায়ণতা, অসংযতভাবে দুর্ব্বাক্যকথন ও গর্হিতকার্য্যকরণ তাঁহাদের প্রকৃতিগত ও সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় প্রত্যেক মঙ্গলেচ্ছু গৃহী, প্রথম হইতেই নারীগণের হৃদয়ে দুষ্টা স্ত্রীর সহবাসে বা অন্য কোনরূপে কুপ্রবৃত্তিসমূহ বিকাশ না পায়, সে বিষয়ে সতর্ক না হইলে, এইরূপ ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বে বধূগণ স্বহস্তে শ্বশ্রূর পরিচর্য্যা না করিতে পাইলে, কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইল মনে করিয়া অশান্তি অনুভব করিতেন; এক্ষণে সাংসারিক কার্য্যের অনুরোধে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইলে বা স্নানাহারের কোন অনিয়ম ঘটিলে, অনেকে শ্বশ্রূর উপর ক্রুদ্ধা হন; কিন্তু কর্ত্তব্যকার্য্যে

তাঁহাদের ঔদাসীন্যনিবন্ধন শ্বশ্রূকে যদি স্নানাহারবিষয়ে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে তজ্জন্য মনে অশান্তি অনুভব করা দূরে থাকুক, অনেক সময় তাঁহারা হর্ষ প্রকাশ করেন। অনেক কাণ্ডজ্ঞানহীন স্ত্রৈণ স্বামীও আপন আপন স্ত্রীর কোনরূপ অসুবিধা না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে মাতাকে আদেশ করেন; এবং কোনরূপ ত্রুটি হইলে মাতার প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না। বধূ কোন বিষয়ে শ্বশ্রূর উপদেশ গ্রহণ করিতে চান না; বরং মঙ্গলেচ্ছু শ্বশ্রূ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন বিষয়ে উপদেশ দিলে, তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। অনেক স্থলে তিনি দুর্ব্বলচিত্ত স্ত্রৈণ স্বামীর প্রশ্রয় পাইয়া, পরমারাধ্যা দেবীস্বরূপা শ্বশ্রূকে সামান্যা দাসী অপেক্ষাও হীন মনে করেন। পূর্ব্বে ভর্ত্তাকে মিষ্ট ব্যবহারে সন্তুষ্ট করিয়া পত্নী কৃতকৃত্যা হইতেন; এক্ষণে দুর্বাক্যপ্রয়োগদ্বারা তাঁহার অবমাননা করিয়া তিনি আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করেন। পূর্ব্বে গৃহলক্ষ্মী কুলবধূ সর্ব্বাগ্রে জাগরিতা হইয়া সর্ব্বশেষে শয়ন করিতেন, এক্ষণে অনেক কুললক্ষ্মী সূর্য্যোদয় হইলেও শয্যা ত্যাগ করেন না এবং সূর্য্য অস্ত যাইতে না যাইতেই শয়ন করেন; যে কাজ যে সময়ে করা উচিত, তাহা না করিয়া কলহ ও অশান্তি ঘটান। স্ত্রীলোকগণ এতদূর বিলাসপরায়ণা হইয়া উঠিয়াছেন যে, আপন সন্তানকে স্তন্যদান করিতেও বিরক্তি প্রকাশ করেন। যে সন্তানপালন নারীর প্রধান কর্ত্তব্য, আজ তাহা উঁহাদের নিকট কষ্টকর ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হয়। যে স্বমীকে না দেখিতে পাইলে, যাঁহাকে

ভোজন করাইতে না পারিলে এক সময় কুলবধূ অসুখী হইতেন, আজকাল সেই স্বামী চক্ষের অন্তরালে গেলে বা তাঁহার ভোজনে কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মিলে, তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গীর হর্ষপ্রকাশের কারণ হয়। এমন কি, ইহাও শুনা যায়, পতি বহুদিবস পরে বিদেশ হইতে কর্ত্তব্যসাধনে পরিশ্রান্ত ও আত্মীয়গণের অদর্শনে ব্যাকুলিত হইয়া গৃহে আসিলেন; কিন্তু তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গী, হৃষ্টমনে পতি-সমীপবর্ত্তিনী হইয়া স্নিগ্ধ সম্ভাষণাদি দ্বারা তাঁহার শ্রমাপনোদন ও প্রীতি উৎপাদন করা দূরে থাকুক, দ্রুতপদে আসিয়া রোষ-কষায়িত ও ঘূর্ণিত লোচনে অভিমানাচ্ছন্ন বদন হইতে অজস্র তীব্রবাক্য নিঃসারণপূর্ব্বক তাঁহার ব্যাকুল হৃদয়কে অধিকতর ব্যথিত করিলেন! যেন কোন নিদাঘের আতপক্লিষ্ট পথিক, সন্ধ্যাকালীন বিমলজ্যোৎস্নাপুলকিত প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন ও সুনির্ম্মল পরিমলবাহী সুশীতল সমীরণের সেবন আশায়, মধ্যাহ্নের দুঃসহ আতপ সহ্য করিয়াও ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অপরাহ্লে প্রবল ঝটিকা বহিল, মেঘ গগন আচ্ছাদিত করিল, চপলা চমকিল, কড় কড় শব্দে ঘন ঘন অশনিসম্পাত হইতে লাগিল, এবং পথিকবর অধিকতর ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে কুলললনাগণ পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের সহিত হাস্যপরিহাস করা দূরে থাকুক, দর্শনমাত্র লজ্জাবনতমুখী হইয়া থাকিতেন এবং যতক্ষণ না অন্তরালে যাইতেন, ততক্ষণ অশান্তি অনুভব করিতেন; কিন্তু আজকাল অন্য পুরুষ দেখিলে অনেকেই হাবভাবপূর্ণ কটাক্ষপাত করিতে না পাইলে অথবা স্থলবিশেষে দুই চারিটা

রসিকতাপূর্ণ কথা বলিতে না পাইলে, মনে মনে ঘোর অশান্তি অনুভব করেন। এইরূপে নারীগণের পদে পদে কর্ত্তব্যকার্য্যে অবজ্ঞাপ্রকাশপূর্ব্বক নানাবিধ অকর্ত্তব্যানুষ্ঠান হেতু প্রায় প্রতি-গৃহই শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। স্ত্রীগণের হৃদয়ে সদ্গুণের পরিবর্ত্তে হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তি সকল বাস করিতেছে—আজকাল অনেক গৃহেই পিশাচীনৃত্য হইতেছে। সাংসারিক কর্ত্তব্যসাধনসম্বন্ধে যথাকালে প্রকৃত শিক্ষা না পাইয়া তাঁহারা অনেক বিষয়ে স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, অপ্রাপ্তবয়স্ক অশিক্ষিত স্বামীর প্রতি ভয়, ভক্তি ও বিশ্বাস কিছুমাত্র না থাকায়, স্ত্রীগণের স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি প্রকাশ পাইয়াছে এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য মোহান্ধ স্বামীর প্রশ্রয়ে অনেকেই কর্ত্তৃত্বাভিমানিনী ও যথেচ্ছা-চারিণী হইয়া কর্ত্তব্যপথবিচ্যুত হইয়াছেন। একদিকে সেকালের সেই শারদশশাঙ্কজ্যোতিঃ, অন্যদিকে একালের এই রুদ্রদাবানল-মূর্ত্তি ; একদিকে সেই কোকিলকলকূজন, অন্যদিকে এই কাকের কর্ক শ 'কা কা' রব ; একদিকে সেই নয়নাভিরাম মৃদুমন্দ মরাল-গতি, অন্যদিকে এই নেত্রাভিঘাতিনী সগর্ব্বপদবিক্ষিপ্তি ; স্বর্গের সহিত নরকের যত পার্থক্য, আলোকের সহিত অন্ধকারের যত পার্থক্য, হিমাদ্রিনিঃসৃত পবিত্র জাহ্নবীবারির সহিত পূতিগন্ধময় পঙ্কিল কূপোদকের যত পার্থক্য, সে কালের পতিরতা গৃহলক্ষ্মীর সহিত এ কালের কুলকামিনীগণের তত পার্থক্য। হায়! আজ সেকালের সহিত একালের তুলনা করিতে গেলে, গোটাকত 'হা,

হতাশ' ভিন্ন আর কিছুই থাকে না, হৃদয় একেবারে আশাশূন্য হইয়া পড়ে ; মনে হয়, আর বুঝি উদ্ধারের উপায় নাই,—আর বুঝি ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের আশা নাই ! কিন্তু মহাজনের বাক্য মনে পড়ে ; * আবার আশা জাগিয়া উঠে। এখন ধর্ম্মের প্রায় পূর্ণাবনতি ; আবার একটু একটু করিয়া ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠিবে, আবার রাহুগ্রস্ত শশী ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করিবে, আশা করা যায়।

---

* শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন :—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং।

ভগবদ্গীতা। ৪ অধ্যায় ৭ম শ্লোক।

নারীধর্ম্ম।

গৃহবাস সুখার্থায় পত্নীমূলং গৃহে সুখং।
সা পত্নী যা বিনীতা স্যাচ্চিত্তজ্ঞা বশবর্ত্তিনী ॥
অনুকূলা ন বাগ্‌দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী পতিব্রতা।
এভিরেব গুণৈর্যুক্তা শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ ॥

দক্ষসংহিতা। ৪ অধ্যায়।

হিন্দুনারি! তুমি তোমার স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গী ও সহধর্ম্মিণী অর্থাৎ ধর্ম্মকার্য্যের প্রধান সহায় (১)। তুমি তাঁহার ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মূল (২)। ধর্ম্ম অর্থে যে কেবল দেবপূজাদি, তাহা নহে। তোমার কর্ত্তব্যই তোমার ধর্ম্ম, এবং স্বামীর কর্ত্তব্য তোমার কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। যেমন ব্রাহ্মণের শাস্ত্রচর্চ্চাদি, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধবিগ্রহাদি, সেইরূপ প্রত্যেক জাতিরই কতকগুলি প্রধান কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম আছে। পুরুষগণ স্ব স্ব প্রধান ধর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবেন এবং নারীগণ তাঁহাদিগের কার্য্যে সহায়তা ও

---

(১) "যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্"

ব্যাসসংহিতা। ২য় অধ্যায়।

'ভর্ত্তুঃ সমান ব্রতচারিত্বম্'

বিষ্ণুসংহিতা। ২৫ অধ্যায়।

(২) 'তয়া ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রিবর্গফলমশ্নুতে'

দক্ষসংহিতা। ৪র্থ অধ্যায়।

অন্যান্য সাংসারিক কর্ত্তব্য পালন করিবেন, ইহাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা। এইরূপে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে যাবতীয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিলে, সকল দেবতাই তাঁহাদের উপর প্রীত হন এবং লক্ষ্মী সর্ব্বদা তাঁহাদের গৃহে বাস করেন (১)।

কোন এক দেশে একজন ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। একদা তিনি একটী ধর্ম্মের হাট বসাইয়া প্রচার করিয়া দিলেন যে, হাটে যাহার যে বস্তু অবিক্রীত থাকিবে, তিনি তাহা ক্রয় করিয়া লইবেন। ঐ দেশে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। উক্ত রাজার রাজ্যে এরূপ আর কোন দরিদ্র ব্যক্তি বাস করিত কি না সন্দেহ। ঈদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণ উদরান্ন সংস্থানের জন্য কোন প্রকার অসদুপায় অবলম্বন করিতেন না। ব্রাহ্মণী একজন পতিরতা ও সদাচার রমণী ছিলেন। ব্রাহ্মণ সমস্ত দিবস ভিক্ষা করিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিলে, ব্রাহ্মণী অন্ন প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইতেন এবং পতির ভোজনান্তে ভক্তিপূর্ব্বক ভুক্তাবশেষ ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হইতেন। ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থে বহির্গত হইলে, তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী হৃদয়ে পতিরূপ ধ্যানে গৃহকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। একদিন সন্ধ্যার পর উভয়ে বসিয়া জীবিকানির্ব্বাহবিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, এমন

(১) সম্যগ্ধর্ম্মার্থ কামেষু দম্পতিভ্যামহর্নিশম্।
একচিত্ততয়া ভাব্যং সমান ব্রতবৃত্তিতঃ॥
ব্যাসসংহিতা। ২য় অধ্যায়।

সময় ব্রাহ্মণ পত্নীকে বলিলেন, "ব্রাহ্মণি! আর ত চলে না; এখন নিমন্ত্রণও তেমন নাই; এক ভিক্ষাবৃত্তির উপর নির্ভর, তাহাও লোকে প্রতিদিন দিতে চায় না; ভগবান্ কি আমাদের দিকে কখনও চাহিবেন না?" এই বলিয়া এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে, ব্রাহ্মণী বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি আমাদের দেশের রাজা এক হাট বসাইয়াছেন, সেখানে না কি কোন দ্রব্য অবিক্রীত থাকে না; কিন্তু আমাদের কি আছে যে তথায় লইয়া যাইবেন। আমি বলি, কমলা যখন আমাদের প্রতি কৃপা-দৃষ্টিপাত করেন নাই, তখন এক অলক্ষ্মীর মূর্ত্তি গড়িয়া দিই, আপনি সেটী রাজার হাটে লইয়া যাউন।" ব্রাহ্মণ সম্মত হইলে, পরদিন ব্রাহ্মণী গোময় প্রভৃতি উপাদানদ্বারা একটী অলক্ষ্মীমূর্ত্তি গঠন করিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ যথাসময়ে হাটে পৌঁছিয়া উক্ত মূর্ত্তিটী লইয়া একপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। হাট ভাঙ্গিবার পর রাজসরকার হইতে একজন আমলা আসিয়া যাহার যাহা অবিক্রীত ছিল সমস্তই ক্রয় করিয়া লইল। অব-শেষে ব্রাহ্মণকে অলক্ষ্মীর মূর্ত্তিসহ একপার্শ্বে দেখিতে পাইয়া বলিল, "ঠাকুর, এ কি আনিয়াছ? ইহা অলক্ষ্মীর মূর্ত্তি, রাজা ক্রয় করিবেন না।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "সে কি মহাশয়! শুনিয়াছি, রাজার হাটে কোন দ্রব্য অবিক্রীত থাকে না! তিনি একজন ধার্ম্মিক রাজা, তাঁহার নিকট কোন অবিচারের আশঙ্কা করি না; আমার এই দ্রব্য তিনি অবশ্যই লইবেন।" এই কথা শুনিয়া উক্ত রাজকর্ম্মচারী রাজবাটীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রাজার

নিকট গিয়া সকল বিবরণ নিবেদন করিলে, ধার্ম্মিক রাজা আপন প্রতিজ্ঞা স্মরণপূর্ব্বক উক্ত অলক্ষ্মীর মূর্ত্তি প্রার্থিত মূল্যে ক্রয় করিতে আদেশ দিলেন। রাজকর্ম্মচারী ব্রাহ্মণের নিকট ফিরিয়া আসিলে, ব্রাহ্মণ চারিসহস্রমুদ্রা প্রার্থনা করিলেন। তৎক্ষণাৎ উক্তমূল্যে দ্রব্যটী ক্রয় করা হইল। ব্রাহ্মণ পরিধেয়বস্ত্রের এক প্রান্তে স্বর্ণমুদ্রাগুলি বন্ধন করিয়া প্রীতমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ব্রাহ্মণীর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহাদের অবস্থা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া গেল।

এদিকে রাজা অলক্ষ্মীর মূর্ত্তি ক্রয় করিয়া আনিলে, সেই দিবস রাত্রিতে রাজলক্ষ্মী রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। ক্রমে লক্ষ্মীপতি এবং অন্যান্য দেবগণও লক্ষ্মীর অনুগমন করিলেন। কেবল ধর্ম্ম রহিলেন এবং অন্যান্য দেবগণকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে নানাপ্রকার কুলক্ষণ প্রকাশ পাইল। অলক্ষ্মীক্রয়ই যে নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ প্রকাশের হেতু, তাহা রাজা বেশ বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বরং মনে মনে চিন্তা করিলেন, প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া যখন ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছি, তখন সকলই রক্ষিত হইবে। তথাপি পাছে ধর্ম্ম চলিয়া যান, সেই ভয়ে সতত সতর্ক থাকিতেন। একদিন অপরাপর দেববিরহকাতর ধর্ম্মকে প্রস্থানোন্মুখ দেখিয়া রাজা বলিলেন, "দেব! আপনাকে রাখিবার জন্যই আমি অলক্ষ্মী ক্রয় করিয়াছি; আমাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া আপনার উচিত

নহে।” রাজার এই যুক্তিপূর্ণবাক্যশ্রবণে ধর্ম্ম লজ্জিত হইয়া আর গমন করিতে পারিলেন না। অন্যান্য দেবগণ ধর্ম্মব্যতিরেকে আর কয়দিন থাকিতে পারেন? একে একে আবার সকলেই ফিরিলেন, এবং রাজবাটী পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অতএব কর্ত্তব্য সাধন করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা কর, তোমার গৃহে কমলা সর্ব্বদা বিরাজ করিবেন। কদাপি ধনধান্য-অভাবজন্য অশান্তি অনুভব করিতে হইবে না। অন্যান্য দেবগণ তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকিবেন এবং তাঁহাদের প্রসাদে নানা বিষয়ে উন্নতি সাধিত হইবে। এখন হয়ত তুমি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছ না; হয়ত তোমার মনে হয়, হিংসাপ্রভৃতি পাপপ্রবৃত্তি সকলকে তুষ্ট করিতে পারিলেই অধিকতর সুখী হইবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অপবিত্র ও ক্ষণস্থায়ী সুখ পাইবে; তাহার দ্বারা তোমার আকাঙ্ক্ষা মিটিবে না; বরং রোগাতুর ব্যক্তির তৃষ্ণ পিপাসার ন্যায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া তোমাকে আরও অসুখী করিবে। কিন্তু সদাচারসম্পন্না হও; অশন, বসন, ভূষণাদি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াও কর্ত্তব্যসাধনজনিত বিমল আনন্দে লক্ষ্য রাখিয়া আপন কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান কর; ঐহিক ও পারত্রিক সুখের (১) একমাত্র নিদান তোমার পরমদেবতা স্বামীর সেবা কর, দেখিবে পাপচিন্তাসকল তোমার মন হইতে বিদূরিত হইবে এবং তুমি অতুল স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিবে। দুঃখ ও সুখ, পাপ ও

(১) সুখস্য নিত্যং দাতেহপরলোকেচ যোষিতঃ।

মনুসংহিতা॥ ৫ম অধ্যায়।

পুণ্যের ফলমাত্র। যদি তোমার অন্তর সচ্চিন্তায় পূর্ণ থাকে, তবে তুমি পবিত্র বিমল সুখভোগ করিবে; কিন্তু পাপচিন্তাসকলকে প্রশ্রয় দিলে, তোমার পরিণাম অবশ্যই দুঃখময় হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত। আমাদের কি ছিল না? সে সব কোথায় গেল? কেনই বা গেল? আমাদের দেশ আছে, সে শ্রী নাই; আমাদের ভূমি আছে, সে উৎপাদিকা-শক্তি নাই; আমরা আছি, আমাদের শক্তি নাই, সে উদ্যম নাই, সে শান্তি নাই। আমরা গজভুক্তকপিত্থবৎ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। স্বর্ণপ্রসূভারতমাতার সন্তান হইয়া আমরা দীন হীন, কাঙ্গাল; আমরা ক্ষিপ্তপ্রায় অশান্তির বোঝা লইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছি। আমরা আচারব্যবহার ভুলিয়াছি, কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম হারাইয়াছি; তাই কমলা আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন। আমরা এখন ভারতমাতার ঘোর অনাচারী কুসন্তান এবং তাই শ্রীভ্রষ্ট।

হিন্দুললনে! তুমিও কি ইহার জন্য দায়ী নহ? যখন অধিকাংশ সাংসারিক কর্ত্তব্যের ভার তোমার উপর, এবং বর্ত্তমান অবস্থা যখন কর্ত্তব্যনাশের ফল, তখন দোষ কাহার? তাই বলি, এত বড় গুরুভার যখন তোমার উপর,—যখন তোমার উপর তোমার, তোমার স্বামীর, তোমার গৃহের পরিজনবর্গের ও তোমার দেশের মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, তখন কি করিয়া তোমার কর্ত্তব্য ভুলিয়া তুমি নিশ্চিন্ত থাক? তোমায় বুঝাইবার বোধ হয় কেহ নাই। এই অবস্থায়, এই রণরঙ্গমত্তদিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য অবস্থায়, এক

স্বামীই জ্ঞানশিক্ষা দিয়া বিরত করিতে পারেন। কিন্তু বোধ হয়, সে পথও আর নাই ; হয়ত দুর্ব্বলচিত্ত, কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য, মোহান্ধ স্বামীও তোমার এই নির্লজ্জভাবের পক্ষপাতী,—তোমার রণতাণ্ডব তাহার নেত্রসুখকর ; তোমার হুঙ্কারধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে মধুরভাব ঢালিয়া দেয়। রঙ্গালয়ে ও রাজপথে তোমার সগর্ব্ব হাবভাব প্রদর্শন তাহাকে অধিকতর গর্ব্বিত করে। কি জানি কি মন্ত্রে তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছ ! তাই আজ তোমার নিকট উপস্থিত। কি বলিলে তুমি বুঝিবে, কি ভাবে বুঝাইলে তোমায় বুঝাইতে পারিব, কিছুই জানি না। পাগলের ন্যায় কত কি বলিয়াছি ; জানি না, কতদূর বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছি। যাহা হউক, যদি কর্ত্তব্য কি বুঝিয়া থাক এবং যদি কর্ত্তব্যনাশের বিষময় ফলভোগ হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, তাহা হইলে বোধ হয় আমার চেষ্টা অনেকটা ফলবতী হইয়াছে। যদি দেশের বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু প্রভৃতি নানাবিধ অভ্যুৎপাতজনিত হাহাকারের জন্য তুমিও দায়ী, তোমাকেও পাপ স্পর্শ করিবে, ইহা বেশ বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে এবার তুমি অনুতপ্তা হইতেছ ; তোমার অতীত কার্য্যের জন্য তুমি লজ্জিতা ও ভীতা হইতেছ। অতএব এই উন্মত্তভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত মূর্ত্তিখানি ধারণ কর। বড় সাধ, তোমার সেই মূর্ত্তিখানি দেখিতে—প্রফুল্ল সরলতাপূর্ণ মূর্ত্তিখানি—এই শোকতাপময় সংসারমরুমাঝে আনন্দদায়িনী সুশীতলা নির্ঝরিণীসদৃশা সেই স্নিগ্ধ মূর্ত্তিখানি—সাহস্যবদনা ব্রীড়াবিজড়িতা গৃহকার্য্যে তৎপরা সেই গৃহলক্ষ্মীর মূর্ত্তিখানি

দেখিতে। এখনও কোন কোন গৃহে, বিশেষতঃ প্রাচীনাদের মধ্যে, দুই একটী দেখিতে পাওয়া যায়; তাঁহারা যথার্থই গৃহলক্ষ্মী। আহা! তাঁহাদের কি প্রশান্তমূর্ত্তি, কি সলজ্জ ভাব, কি কর্ত্তব্যপরায়ণতা! তাঁহাদিগকে দেখিলে সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী প্রভৃতির কথা মনে পড়ে ;- তখন মনে মনে বলি, সেও একদিন, আর আজও একদিন।

স্বামিসেবা।

অনন্যমনা ও ভক্তিমতী হইয়া স্বামিসেবা করাই হিন্দুনারীর প্রধান ধর্ম্ম। নারীগণের উদ্ধারার্থ পতি-ব্রতাব্রতের ব্যবস্থা করিয়া আরাধ্যদেবতাস্বরূপ পতিরূপী হরি স্বয়ং আবির্ভূত হন; অতএব স্বামী পরম দেবতা (১)। স্বামিসেবা করিলে তোমার আর কোন ব্রতের আবশ্যকতা হইবে না (২) ইহা শাস্ত্রের আদেশ, অতএব অলঙ্ঘনীয়। স্বামীর রূপ যে রূপই

---

(১) যয়া প্রিয়ঃ পূজিতশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ পূজিতস্তয়া।
পতিব্রতা ব্রতার্থঞ্চ পতিরূপী হরিঃ স্বয়ম্॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ। প্রকৃতিখণ্ড ৪৩ অধ্যায়।

পিতৃসত্যপালনার্থ রামচন্দ্রের বনবাসকালে অত্রিঋষিপত্নী সাধ্বী অনুসূয়া, জানকীকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি যে সর্ব্বদাই ধর্ম্মপালন কর, ইহা নিরতিশয় সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। স্বামী নগরে বা বনে যেখানেই থাকুন, শুভ বা অশুভ যাহাই করুন, যাঁহাদের ভর্ত্তাই পরম প্রিয়তম, সেই সকল নারীগণের জন্য উৎকৃষ্ট লোক সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। ফলতঃ স্বামী দুঃশীল অথেচ্ছাচার অথবা ধনহীন যাহাই হউন, আর্য্যস্বভাবা স্ত্রীগণের তিনি পরম দেবতা।' রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড।

(২) নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে।

মনুসংহিতা। ৫ অধ্যায়।

পত্যৌ জীবতি যো যোষিৎ উপবাসব্রতং চরেৎ।
আয়ুঃ সা হরতে ভর্ত্তুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥

বিষ্ণুসংহিতা। ২৫ অধ্যায়।

হউক, স্বামীর বিদ্যা যে বিদ্যাই হউক, স্বামীর কোন গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, স্বামী ধনবান্ হউন বা দরিদ্র হউন, তোমার নিকট তিনি পূজার্হ দেবতা। তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে; কোনরূপ অভক্তি বা অশ্রদ্ধার ভাব মনে আনিও না (১)। বাহ্য আকৃতি প্রকৃতি ও পার্থিব অবস্থার সহিত পতিব্রতাব্রতসাধনের কোন সংস্রব নাই। আত্মা সর্ব্বদাই নির্ম্মল; পরমাত্মার অংশমাত্র। সেবাদ্বারা সেই নির্ম্মল আত্মার তুষ্টি সাধন করিতে পারিলেই পতিব্রতাব্রত সাধন হয়। ভোগলালসা পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার দেহ প্রাণ মন সমস্তই পতিরূপী নারায়ণের পদে অর্পণ করিবে। অন্য যাবতীয় চিন্তা, এমন কি নিজের সুখচিন্তা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া পতির মঙ্গলচিন্তায় সতত রত হইবে। তোমার মঙ্গল যখন পতির মঙ্গলের উপর নির্ভর করে, তখন তোমার মঙ্গলের জন্য ভাবিতে হইবে না; পতির মঙ্গল সর্ব্বদা খুঁজিবে। এইরূপে নিষ্কাম পতিব্রতাব্রত-সাধন করিবে। স্বামীর কোন অনাচার দেখিলে সদুপদেশ-দানে তাঁহাকে সৎপথে আনিবে। যত্নপূর্ব্বক স্বহস্তে স্বামীকে ভোজন প্রদান করিবে। তোমার পতি পরিশ্রান্ত হইয়া

---

(১) বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতি॥
মনুসংহিতা। ৫ম অধ্যায়॥

দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারং যা ন মন্যতে।
সা মৃতা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥
পরাশরসংহিতা। ৪ অধ্যায়॥

স্থানান্তর হইতে প্রত্যাগত হইলে, সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইবে। প্রায়ই দেখা যায়, অনেকের পতিভক্তির পরিমাণ তৎপ্রদত্ত অশনবসনভুষণাদির উপর নির্ভর করে। তাঁহারা নিতান্ত কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্যা ও বিলাসপরায়ণা। বিলাসিতা ব্যতীত পতিচিন্তা একতিলও তাঁহাদের মনে স্থান পায় না। স্বামী কি বস্তু যদি বুঝিয়া থাক, তবে স্বামিসেবা অপেক্ষা বিলাসিত্মকে অধিক মূল্যবান্ জ্ঞান করিবে না। পতিপ্রদত্ত বসনভূষণাদির পরিমাণের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, সামর্থ্যানুসারে তিনি যাহা দিবেন, তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ তাহা যথেষ্ট বলিয়া মনে করিবে। শুনা গিয়াছে, অনেক পতিপরায়ণা সতী, স্বামীর নির্ধনতাসত্ত্বেও অনন্যমনা হইয়া হস্তে রক্তসূত্র বন্ধনপূর্ব্বক পতিভক্তি অচলা রাখিয়াছিলেন। অনেকে আবার স্বামিপ্রদত্ত অগাধ ধনরাশি ও বহুমূল্য অলঙ্কারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক রাঙ্গা সাড়ী, শঙ্খ ও সিঁথির সিঁদূর বহুমূল্য ভূষণজ্ঞানে ধারণ করিয়া পতিসেবা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিতেন, পতিই প্রধান ভূষণ, পতিই প্রধান বিলাসসামগ্রী। তাঁহারা সহস্র কষ্ট হইলেও পতিগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক পতিকে নিত্য দেখিয়া ও তাঁহার সেবা করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতেন। তাঁহারা দেহের কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করিতেন না ; মনের পবিত্রতা ও বিমল শান্তি তাঁহাদের প্রধান ভোগ্যবস্তু ছিল। (১) স্বামী পরলোকগমন

(১) রামচন্দ্র, সীতাকে তাঁহার সহিত বনগমনে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা

করিলে, তাঁহারা স্থূলদেহ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সহাস্য বদনে জ্বলন্ত চিতারোহণপূর্ব্বক পতির অনুগমন করিতে কিছুমাত্র বিচলিত হইতেন না।

হিন্দুর বিবাহ যে কি ভাবে সম্পন্ন হয়, তাহা তুমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছ। সে ব্যাপারে যথার্থই পতিপত্নীসম্বন্ধ দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়। আত্মার সহিত আত্মার বন্ধন এরূপ দৃঢ় হয় যে, তাহা কদাচ ছিন্ন হইতে পারে না। সেই সত্যস্বরূপ ভগবান, পতিপত্নী-সম্বন্ধবিধাতা—উভয়ের আত্মার মিলনকর্ত্তা। তাই জন্মমৃত্যুর ন্যায় বিবাহকেও বিধিলিপি অর্থাৎ অখণ্ডনীয় বলা হয়। বিবাহ বিষয়ে নানারূপ অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায় এবং সেই সমস্ত দেখিয়া বিবাহ যে বিধিনির্ব্বন্ধ, কে না বলিবেন? অনেক সামুদ্রিকগণনাকারী স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে একজনের হস্তরেখা দেখিয়া অন্য জনের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বলিয়া দিতে

করিলে, জানকী দুঃখিতান্তঃকরণে বলিয়াছিলেন, 'আমি আপনার ধর্ম্মপত্নী'; আপনি কেন আমাকে সমভিব্যাহারে লইতে স্বীকার পাইতেছেন না? প্রভো! আমার চরিত্রে কিছুমাত্র দোষ নাই; আমি আপনাকে ভজনাকরতঃ আপনারই সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ বোধ করিয়া পতিব্রতাধর্ম্ম পালন করিতেছি; সুতরাং আমাকে সমভিব্যাহারে লওয়া আপনার অবশ্যকর্ত্তব্য। রঘুনন্দন! আপনি ইহা জানিবেন যে যেরূপ সাবিত্রী দ্যুমৎসেন-নন্দন সত্যবানের বশবর্ত্তিনী ছিলেন, আমিও আপনার সেইরূপ বশবর্ত্তিনী; আমি কুল-নাশিনী কামিনীর ন্যায় মনেও অপর পুরুষকে সন্দর্শন করি না; অতএব আমি আপনা-ব্যতিরেকে এখানে থাকিতে পারিব না; আমি অবশ্যই আপনার সহিত বনে গমন করিব। (রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড)।

নারীধর্ম্ম]

[৭১ পৃষ্ঠা

তুচ্ছবোধে তুমি হিন্দুনারী স্বামিপদে অচলা ভক্তি রাখিবে, এবং স্বামীর কর্ত্তব্য আপন ভাবিয়া তৎসম্পাদনে ধন্য হইবে। তুমি যখন তোমার স্বামীর ধর্ম্মকার্য্যের প্রধান সহায়, তখন তিনি স্বীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিলে তোমাকে অন্যান্য কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে (১)। কদাপি তাঁহার বিপ্রিয়াচরণ করিও না। তিনি যখন যাহা আদেশ করিবেন, হৃষ্টমনে তৎসম্পাদনে যত্নবতী হইবে (২)। অন্য কার্য্যের ভাণ করিয়া স্বামীর আদেশ এড়াইতে কখন চেষ্টা করিও না; বরং কার্য্যান্তরে ব্যস্ত থাকিলেও তাঁহার আদেশপালনার্থ কিছু সময়ের জন্য উক্ত কার্য্য ফেলিয়া রাখিতে ইতস্ততঃ করিও না। যদি এমন কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাক যে, সহসা তাহা ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছ না, তবে তাঁহার নিকট গিয়া বিনীতভাবে বিলম্বের কারণ বলিবে। স্বামীর প্রতি কদাচ কর্কশ-বাক্য প্রয়োগ বা কর্কশ আচরণ প্রদর্শন করিও না। (৩) তোমার স্বামী বিদেশে গমন করিলে,

---

(১) ভর্ত্তুঃ সমান ব্রতচারিত্বং।

বিষ্ণুসংহিতা। ২৫ অধ্যায়।

(২) অনুকূলকলত্রোযস্তস্য স্বর্গ ইহৈব হি।
প্রতিকূলকলত্রস্য নরকো নাত্র সংশয়ঃ॥
যা হৃষ্টমনসা নিত্যং স্থানমান বিচক্ষণা।
ভর্ত্তুঃ প্রীতিকরী নিত্যং সা ভার্য্যা হীতরা জরা॥

দক্ষসংহিতা। ৪র্থ অধ্যায়।

(৩) অনুকূলা ন বাক্‌দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী প্রিয়ংবদা।
আত্মগুপ্তা স্বামিভক্তা দেবতা সা ন মানুষী॥

দক্ষসংহিতা। ৪র্থ অধ্যায়।

বিলাসিতা একবারে ত্যাগ করিবে। হাস্য, পরিহাস, পরগৃহে অবস্থানাদি তোমার পক্ষে তখন অকর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে (১)। নারীজীবনের একমাত্র ভরসা ও উদ্ধারকর্ত্তা সেই প্রিয়তম জনের বিরহ সাধ্বী পতিব্রতার (২) নিতান্ত দুঃসহ হয়। যখন পতি স্থানান্তরে বাস করেন, তখন সর্ব্বদা পতিগতমানসা হইয়া দীনভাবে সাংসারিক কর্ত্তব্য পালন করিবে; কোন প্রকার আমোদপ্রমোদে যোগদান করিবে না।

---

(১) ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনম্।
হাস্যং পরগৃহে বাসং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা॥ ১ম অধ্যায়।
ভর্ত্তরি প্রবসিতেঽপ্রতি কর্ম্মক্রিয়া।
বিষ্ণুসংহিতা। ২৫ অধ্যায়।

(২) আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥
শুদ্ধিতত্ত্ব।

শ্বশ্রূ।

সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপা তোমার শ্বশ্রূ পূজনীয়া ইহা মনে রাখিয়া সতত তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। তোমার গুরুর গুরু পরমগুরু শ্বশ্রূজন যখন যাহা আদেশ করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করা তোমার কর্ত্তব্য। তুমি বঁসিয়া আছ, আর তোমার শ্বশ্রূ গৃহকর্ম্ম করিতেছেন, ইহা ভাল দেখায় না; অতএব এরূপ অবস্থায় স্বহস্তে সে কার্য্যের ভার লইবে। এমন কি, তুমি যদি কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাক, এবং তিনি কোন শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে যাইতেছেন দেখিতে পাও, "ও কাজ আমি করিব বা অমুক করিবে" এইভাবে বলিয়া, তাঁহাকে যত্ন-সহকারে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিবে। কোন কার্য্য তুমি চেষ্টা করিলে করিতে পারিতে, কিন্তু অনিচ্ছার সহিত বা অতি কষ্টে সেই কার্য্য যদি শ্বশ্রূকে করিতে হয়, তাহা হইলে সে স্থলে তোমার কর্ত্তব্যের ত্রুটী করা হইল, এবং কর্ত্তব্যের ত্রুটী-নিবন্ধন স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই পাপভোগ করিতে হইবে। কারণ, তোমার স্বামীর কর্ত্তব্য, তুমি সম্পন্ন করিবার জন্য নিযুক্তা। মাতৃসেবার (১) ত্রুটীর জন্য তোমার স্বামী পাপী;

---

(১) মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র। ৮ম উল্লাস।

কিন্তু স্বামীর আদেশ লঙ্ঘন ও তোমার কর্ত্তব্যের ক্রুটী জন্য তুমি অধিকতর পাপভাগিনী। আবার তোমার এরূপ ব্যবহার দেখিয়া শ্বশ্রূ নিতান্ত মর্ম্মাহত হইবেন; যেহেতু তোমার নিকট তিনি রীতিমত সেবা ও যত্ন পাইতে ইচ্ছা করেন; কারণ, বধূ আসিলে কষ্টের অনেক লাঘব হইবে, প্রত্যেক পুত্রবতী মাতা এই আশা করিয়া থাকেন এবং এরূপ আশাপোষণ নিতান্ত সঙ্গত ও স্বাভাবিক। শ্বশ্রূর প্রতি কখন কর্কশভাব প্রদর্শন করিও না। তোমার শ্বশ্রূ তোমার গৃহকর্ত্রী। যাবতীয় সাংসারিক কার্য্যপর্য্যালোচনা তাঁহার কর্ত্তব্য; কিন্তু কার্য্যসম্পাদনের ভার তোমার উপর। তুমি গৃহের ভাবিকর্ত্রী, ইহা মনে রাখিয়া তাঁহার নিকট কর্ত্তৃত্ব শিক্ষা করিবে; কিন্তু যেন কর্ত্তৃত্বাভিমানিনী হইয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ না কর। গৃহের কর্ত্রী, তোমার শ্বশ্রূ তোমার কার্য্যে কোন ক্রুটী দেখিয়া তিরস্কার করিলে, তাহা নীরবে সহ্য করিবে এবং দোষের জন্য লজ্জিতা হইবে। ইহা মনে রাখিও, তিনি যাহা বলেন বা করেন, তাহা তোমার হিতের জন্য। সংসারে আচারব্যবহার ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে তোমার শিখিবার এত আছে যে, তাহা আজীবন শিখিয়াও শেষ করিতে পারিবে না। বহুদিন হইতে নানাবিধ সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকায়, অনেক বিষয় তোমার শ্বশ্রূ তোমা অপেক্ষা অধিক জানেন, ইহা তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে; সুতরাং তাঁহার উপদেশবাক্যসকল হৃদয়ে ধারণ করিলে, তোমার যে অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আন্তরিক ভক্তি ও

বিশ্বাসব্যতীত কোন কার্য্য শিক্ষা হয় না। যদি তুমি তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন কর, তবে তোমার কোন শিক্ষা হইবে না; কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্পাদনে তুমি পরাঙ্মুখী হইবে এবং ভবিষ্যতে গৃহকর্ত্রী হইলে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিবে। তুমি একজন বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক হইতে পার; তোমার কর্ম্মকুশলতা থাকায় তুমি কোন কোন কার্য্য উপদেশ না লইয়াও করিতে পার, কিন্তু তাহা হইলেও কোন বিষয়ে যে উপদেশ আবশ্যক হইবে না, ইহা মনে স্থান দিও না। চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, অনেক বিষয়ে তাঁহার কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া ও অন্যের প্রতি তাঁহার উপদেশ শুনিয়া তোমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। কোন কোন আত্মাভিমানিনী দুর্ব্বিনীতা নারী, শ্বশ্রূ কোন বিষয়ে তিরস্কার করিলে, তাঁহার প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া শান্তি অনুভব করেন। বালিকাবয়সে অশিক্ষিতা মাতার প্রশ্রয় পাইয়া অনেকে এইরূপ অবিনয়ী হইয়া পড়েন; কিন্তু পরে পতিগৃহে আসিলে, পদে পদে তাঁহারা লাঞ্ছিতা হন এবং কাল সহযোগে উক্ত দূষিত প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে, পরিণামে উহা অশেষ যন্ত্রণার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কেহ কেহ শ্বশ্রূর আচরণে পক্ষপাতিত্ব আরোপ করিয়া 'একচোখী' প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক সম্ভাষণে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত করেন এরূপ শোনা যায়। শ্বশ্রূ বাস্তবিক পক্ষপাত-শূন্যা হইলেও অনেক অভিমানিনী নারী তাঁহার প্রতি উক্তরূপ দোষারোপ করিয়া থাকেন। দোষ দেখাইলে ত কথাই নাই, এমন কি অপরের প্রশংসা করিলেও তাঁহাদের নিন্দা করা হইতেছে এই

মনে করিয়া তাঁহারা শ্বশ্রূর প্রতি কঠিনবাক্য প্রয়োগ করেন। যাঁহারা স্বভাবতঃ কুটিলা, আলস্যপরায়ণা এবং নিজেদের দোষের গুরুত্ব হ্রাস করিবার জন্য অন্যের দোষ খুঁজিয়া বেড়ান, তাঁহারাই প্রায় এরূপভাবের উক্তি করিয়া থাকেন। হিংসা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তির বশে থাকিয়া অনেকে বিকৃত জ্ঞানচক্ষে অন্যের সরল ব্যবহারকেও বিকৃত দেখেন। কেহ যুক্তিসঙ্গত কথা বলিলেও তাহার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব আছে বলিয়া অনুমান করেন। তুমি যদি কর্ত্রীর প্রশংসা ও ভালবাসার পাত্রী হইতে ইচ্ছা কর, তোমাকে নানা গুণের আধার হইতে হইবে। তাঁহার প্রতি যথাবিহিত সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে হইবে। অন্যের নিকট হইতে ভাল ব্যবহার পাইতে হইলে অন্যের প্রতি অগ্রে ভাল ব্যবহার দেখাইতে হয়। সকল শ্বশ্রূই যে পক্ষপাতশূন্যা, ইহা বলিতে চাহি না। যদি কোন শ্বশ্রূর পক্ষপাতিতা থাকে, সে কেবল বধূর দোষেই ; বধূ অগ্রে নিশ্চয়ই তাঁহার সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন। এইরূপে যে সকল স্ত্রীলোক শ্বশ্রূর প্রতি অসদাচরণ করেন, তাঁহারা বন্ধুগণমধ্যে নিন্দনীয়া হন এবং দেহান্তে নরকে গমন করেন। অতএব শ্বশ্রূর প্রতি অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিও না। কাহারও নিকট তাঁহার নিন্দা বা পতির নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিও না। তোমার পতি যদি মাতার সুসন্তান * হন, পিতামাতার

* শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র। ৮ম উল্লাস।

প্রতি কর্ত্তব্যের কিঞ্চিন্মাত্রও ত্রুটী হইলে নরকগামী হইতে হয় এ ধারণা যদি তাঁহার থাকে, তাহা হইলে তিনি তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন। তখন ন্যায় অন্যায় বিচার করা দূরে থাকুক, গুরুজনের নিন্দাবাদ শ্রবণ তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইবে এবং তিনি তোমাকে তাঁহার কর্ত্তব্য-সাধনের প্রধান অন্তরায় অথবা নরকগমনের উন্মুক্ত দ্বার বলিয়া বিবেচনা করিবেন। মোট কথা, ভবিষ্যতে তোমার পুত্রবধূ হইলে, তাঁহার নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার তুমি আশা করিবে, তোমার শ্বশ্রূর প্রতি প্রত্যেক বিষয়ে সেইরূপ ব্যবহার দেখাইবে। শ্বশ্রূ না থাকিলে আর যে কেহ গৃহকর্ত্রী থাকিবেন, তাঁহার সহিত সেইভাবে ব্যবহার করিবে। মান্যে ছোট অথচ বয়সে বড় এরূপ কর্ত্রীকেও যথাবিধি সম্মান করিবে। যে কার্য্যে তোমার নিন্দা হইতে পারে, সেরূপ কার্য্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিবে না, গৃহকর্ত্রীর পরামর্শ লইবে। এমন অনেক কার্য্য আছে, যাহা সম্পাদন করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা আবশ্যক। সামাজিক রীতিনীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে তুমি কর্ত্রী অপেক্ষা অনেকাংশে অনভিজ্ঞা; সুতরাং তোমার দ্বারা উক্তরূপ কোন বিষয়ে সুবিবেচনা হওয়া অসম্ভব।

ননন্দা।

ননন্দাগণের প্রতি কোনরূপ অসদাচরণ করিও না। দোষা-ন্বেষণতৎপরা হইয়া তোমার প্রতি কোন কর্কশভাব প্রকাশ করিলেও তুমি তাঁহাদের সহিত বিনীতভাবে কথাবার্ত্তা কহিবে। সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে, তাঁহারা ননন্দা (১) তুমি বধূ। বধূর প্রতি কর্কশ ব্যবহার তাঁহাদের প্রকৃতিগত দোষ। অবশ্য এরূপ ব্যবহার তাঁহাদের পক্ষে অতীব নিন্দনীয়। কোন কোন ননন্দা বধূর প্রতি নৃশংসাচরণ করিয়া পিশাচীর পরিচয় প্রদান করিলেও, মক্ষিকাদংশনযাতনা সহ্য করিয়া মধুচক্র হইতে মধুসংগ্রহের ন্যায় ননন্দার বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিয়া, বিনয়সহকারে তাঁহার নিকট সাংসারিক নানাবিষয়ে শিক্ষালাভ করা বধূর পক্ষে প্রশংসনীয়। কোনরূপ নিন্দার ভয়ে তোমার প্রতি অসদাচরণ করিতে তাঁহারা বিরতা হইবেন না; যেহেতু তাঁহারা পিত্রালয়ে। কিন্তু তুমি যখন তোমার শ্বশুরালয়ে, তখন তোমার সামান্য দোষও গুরুতর বলিয়া বোধ হইবে। বিনয়, লজ্জা প্রভৃতি নারীগণের প্রধান ভূষণ। তাঁহারা যেখানেই থাকুন না (বিশেষতঃ শ্বশুরালয়ে), কোন একটী গুণ হারাইলে, তাঁহাদিগকে তেমন সুন্দরী দেখায় না। পিত্রালয়ে থাকিলে নারীগণের অন্তরে এই সমস্ত গুণের আবির্ভাব প্রায় হয় না; বরং অধিকাংশ

(১) ননন্দা অর্থাৎ যে আনন্দ দেয় না।

স্থলে গুণের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের হৃদয় নানাবিধ দোষের আকর হইয়া পড়ে। তখন উত্তম উত্তম বসনভূষণে সজ্জিতা হইলেও, স্বাভাবিক গুণসকলের প্রকাশ না হওয়ায়, তাঁহাদিগকে বড়ই বিসদৃশা দেখায়। সদ্গন্ধ না থাকিলেও কেবল সৌন্দর্য্যের জন্য যদি পুষ্পের আদর হইত, তাহা হইলে কিংশুকের এত অনাদর কেন? শ্বশুরালয়ই গুণসমূহের বিকাশস্থল এবং সেই জন্য নারীগণ পিত্রালয়ে যত কম থাকেন, ততই তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গল। পিত্রালয়ে কোন অবিনয় প্রদর্শন করিলেও মাতাপিতা স্নেহবশতঃ কন্যাকে প্রায় কিছু বলেন না এবং এইরূপে প্রশ্রয় পাইয়া, পরে উক্ত কন্যা দুর্ব্বিনীতা ও দুর্দ্দমনীয়া হইয়া পড়েন (১)।

কোন কোন ননন্দা বধূর প্রতি অতি অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু উঁহাদের সংখ্যা অতি কম। জ্যেষ্ঠা ননন্দাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় এবং কনিষ্ঠাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় জ্ঞান করিবে। এইরূপে যে যেমন, তাঁহার প্রতি সেইরূপ মান্য প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার নিকট কিছু না কিছু শিক্ষালাভ করিতে চেষ্টা করিবে। তোমার উপর গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত আছে ইহা যেন সর্ব্বদা তোমার মনে জাগরূক থাকে। অপরের নিকট আদর বা সম্মান লাভ করা তোমার আয়ত্ত। কথায় ও কার্য্যে

(১) প্রাকাম্যে বর্ত্তমানা তু স্নেহান্নতু নিবারিতা।
অবশ্যা সা ভবেৎ পশ্চাৎ যথা ব্যাধিরুপেক্ষিতঃ॥
দক্ষসংহিতা। ৪র্থ অধ্যায়।

সতত বিনয় প্রদর্শন করিলে, তোমার শ্বশ্রূ, ননন্দা প্রভৃতি আহ্লাদের সহিত সকল কার্য্য শিখাইবেন। তাঁহারা তোমার নিকট যথোচিত মান্য ও যত্ন পাইতে আশা করেন, এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে, তোমার উপর তাঁহাদের কোন অসন্তোষের কারণ থাকিবে না।

যাতৃগণ।*

যাতৃগণের সহিত সতত সহোদরার ন্যায় আচরণ করিবে। হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি পরিহারপূর্ব্বক, পরস্পরের মধ্যে পবিত্র প্রীতি ও প্রণয় সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিবে। তোমাকে যখন স্বামিগৃহেই বাস করিতে হইবে, তখন পরিজন-সকলকে আপন মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী ইত্যাদির ন্যায় জ্ঞান করিতে না পারিলে, কখনও সুখী হইতে পারিবে না। যদি তোমার প্রবৃত্তি ভিন্নরূপ হয়, যদি তুমি তোমার সঙ্কীর্ণহৃদয়ে পিতা, মাতা, সহোদর, সহোদরা প্রভৃতির স্থানে পতিগৃহের পরিজনবর্গকে বসাইতে অশান্তি অনুভব কর, তাহা হইলে তোমার পরিণাম অতি দুঃখময় হইবে। প্রথমতঃ একটু অসুবিধা মনে হইতে পারে ; কিন্তু প্রথম হইতেই যদি ঐরূপ ভাবিতে অভ্যাস কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার পক্ষে ঐরূপ ভাবনা সহজ হইয়া পড়িবে। মনের সঙ্কীর্ণতা পরিহারপূর্ব্বক সকলকে আপন ভাবিতে না পারিলে, প্রকৃত সুখ ও শান্তি পাওয়া যায় না। সাংসারিক কার্য্যসমূহের যথারীতি সম্পাদনের নিমিত্ত তুমি দায়ী যদি এরূপ ভাবিতে পার, যদি নিজের সুখ কিসে হইবে; এই চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, অপরকে কিসে সুখী করা যায়, এই চিন্তাকে মনে স্থান দিতে পার, যদি তোমার পবিত্র নির্ম্মল হৃদয় অন্যের সুখ দেখিয়া বিমল আনন্দ অনুভব

* 'যাতৃ'—অর্থাৎ 'যা'

করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সহযোগিনীগণের সহিত তোমার সঙ্ঘর্ষণের কোন আশঙ্কা থাকিবে না। তখন দেখিতে পাইবে, তোমার সরল ও সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা ক্রমশঃ তাঁহাদিগের মন হইতে হিংসা, দ্বেষপ্রভৃতি পাপপ্রবৃত্তিসকলকে দূর করিয়া দিবেন, আপন আপন দুর্ব্যবহারের জন্য লজ্জিতা হইবেন, এবং পরস্পরকে সুখী করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিবেন। তখন সাংসারিক কার্য্যসকল যতই কষ্টসাধ্য হউক না, প্রত্যেকেই বাল্যখেলার ন্যায় সেগুলি সম্পন্ন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। প্রত্যেকেই যেন কোন অমূল্য বস্তু পুরস্কার পাইবার মানসে, যে যত কাজ করিতে পারিবে, সে তত বেশী পাইবে, এই ধারণায় ছুটাছুটি করিয়া কাজ সম্পন্ন করিবেন। সেই স্বর্গীয় পবিত্র বস্তুর লোভে কেহ দেহের কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করিবেন না ও পার্থিব অকিঞ্চিৎকর বসনভূষণ প্রভৃতি বিলাসদ্রব্যের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন না এবং অবশেষে কর্ত্তব্যসাধনজনিত দিব্য শান্তি অনুভব করিয়া, আপনাকে কৃতার্থা বিবেচনা করিবেন। তখন তিনি বুঝিবেন, তুচ্ছ সুখলাভেচ্ছায় হিংসা প্রভৃতি পাপবৃত্তিসকলকে প্রশ্রয় দিয়া তিনি বিষম ভুল করিয়াছেন। যে পথে তিনি যাইতেছিলেন, সেটা ঠিক পথ নহে; কারণ, এখন বহু ঊর্দ্ধে থাকিয়া, সে পথের সমস্ত অংশটুকু দেখিতে পাইতেছেন—সে পথ আরম্ভে প্রশস্ত ও চিত্তাকর্ষক, কিন্তু একটু পরেই অতি সঙ্কীর্ণ ও কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে এবং কত পথিক সে পথে গিয়া বিপন্ন হইয়াছেন। সে পথ কত জনকে সুখের প্রলোভন দেখাইয়া

অবশেষে নরকে লইয়া গিয়াছে। তখন তিনি বুঝিবেন, সুখ সুখ করিয়া খুজিলে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না; বরং সুখেচ্ছা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া, হৃদয়ে অশান্তি প্রদান করে। সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে পারিলেই প্রকৃত সুখ বা শান্তি পাওয়া যায়।

দাসদাসীগণ।

দাসদাসীগণ তোমার সন্তান-সন্ততির তুল্য। সর্ব্বদা তাহাদিগকে মাতার চক্ষে দেখিবে; তাহারা সতত তোমার নিকট মিষ্ট ব্যবহার আশা করে। কোন অবিশ্বাসের কার্য্য করিলেও প্রথমতঃ তাহাদের সম্বন্ধে কোন ব্যবহারের ব্যতিক্রম না ঘটাইয়া নিজেই পদে পদে সাবধান হইয়া চলিবে।

দৈনিক কর্ত্তব্য।

সাধারণতঃ নারীগণের দৈনিক কর্ত্তব্যসকল কি ভাবে সম্পন্ন করা উচিত, তাহা তোমার জানা আবশ্যক (১)।

ক। হিন্দুনারী প্রত্যহ সর্ব্বাগ্রে জাগরিত হইবেন ও সর্ব্বশেষে শয়ন করিবেন এবং শ্বশ্রূর আদেশমত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমস্ত দিবস নিযুক্তা থাকিবেন।

খ। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া দেহশুদ্ধিকরতঃ শয্যাদি উঠাইয়া রাখিবেন। (মধ্যে মধ্যে শয্যাদি রৌদ্রে দিবেন। শিশুর শয্যা প্রতিদিন রৌদ্রে দেওয়া উচিত।)

গ। তৎপরে শয়নগৃহ, ভোজনগৃহ, গৃহপ্রাঙ্গণ ও বহিঃপ্রাঙ্গণাদি ঝাঁট দিয়া, গোময়মিশ্রিত জলসেচন দ্বারা তাহাদের পবিত্রতা সাধন করিবেন।

ঘ। তৎপরে ঘটী, বাটী, থালা প্রভৃতি পিতল, কাঁসা, প্রস্তরনির্ম্মিত ভোজনসপাত্রাদি উত্তমরূপে পরিষ্কৃত ও ধৌত করিয়া, যথাস্থানে রাখিয়া দিবেন। যে দ্রব্যটী যে স্থানে যাহার সহিত রাখা উচিত, সেই স্থানে সেই ভাবে রাখিবেন। অন্যথায় অনেক সময় বড় অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। জলপাত্রসমূহ জলপূর্ণ করিয়া রাখিবেন।

---

(১) সংযতোপস্করা দক্ষা হৃষ্টা ব্যয়পরাঙ্মুখী।
কুর্য্যাচ্ছ্বশুরয়োঃ পাদবন্দনং ভর্ত্তৃতৎপরা॥
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা। ১ম অধ্যায়।

ঙ। পরে স্নান করিয়া দেবতা ও গুরুজনদিগের সেবায় নিযুক্তা হইবেন।

চ। রন্ধনগৃহে গোময়মিশ্রিত মৃত্তিকানুলেপন দ্বারা উনান প্রভৃতি শোধন করিয়া অগ্নিস্থাপন করিবেন। রন্ধন করিয়া অতিথি, গুরুজনদিগকে ও পোষ্যবর্গকে ভোজন করাইয়া, স্বয়ং ভোজন করিবেন (১)।

ছ। অপরাহ্ণে আয়ব্যয়ের চিন্তা, নানাবিধ শিল্প ও সূচী কর্ম্মাদি এবং সময় থাকিলে সদ্‌গ্রন্থপাঠে বা শ্রবণে অতিবাহিত করিবেন। অতি ব্যয়শীলা হইবেন না (২)। অসদালাপ ও অসদ্‌গ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করিবেন না। [অনেক স্ত্রীলোক অপরাহ্ণে কিছু অবসর পাইলেই উত্তম বেশভূষা ধারণ করিয়া, ছাদের উপরে বা জানালার পার্শ্বে দণ্ডায়মান অথবা দ্বারদেশে অবস্থানপূর্ব্বক সময় বৃথা অতিবাহিত করেন ; কেহ বা পরগৃহে গিয়া বিবিধ বাক্‌বিন্যাসচতুরতা প্রদর্শন বা পরচর্চ্চায় কাল কাটান। ইহা সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ] (৩)

জ। সায়ংকালে মাঙ্গলিক সান্ধ্যকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার রন্ধনাদিব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবেন।

---

(১) 'শ্বশ্রূশ্বশুরগুরুদেবতাতিথিপূজনম্।

(২) 'অমুক্তহস্ততা।'

বিষ্ণুসংহিতা। ২৫ অধ্যায়।

(৩) 'দ্বারদেশ গবাক্ষকেষ্বনবস্থানম্'

'পরগৃহে স্বনভিগমনম্'

বিষ্ণুসংহিতা। ২৫ অধ্যায়।

(১) সমস্ত দিবস আচারব্যবহারে ও কথাবার্ত্তায় পবিত্রতা অবলম্বন বিধেয়। সকল কার্য্যে ছায়ার ন্যায় পতির অনুগমন করিবেন এবং দাসীর ন্যায় তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইবেন। আবশ্যক হইলে, সৎপরামর্শদানে স্বামীকে অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত করিবেন। কদাচ তাঁহার প্রতি কর্ক শভাব প্রদর্শন করিবেন না; এমন কি তাঁহার উত্তরে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন না। হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতির বশবর্ত্তিনী হইয়া, কাহারও সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবেন না। সকলের সহিত সরল ব্যবহার করিবেন। হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে যদি কপটাচরণ করেন তাঁহার আচরণ গোপন রাখিতে পারিবেন না, এবং সকলের ঘৃণা ও অবিশ্বাসের পাত্রী হইবেন। কুলবধূর এ সকল দোষ থাকিলে, বড়ই বিসদৃশ দেখায় ও অশান্তির কারণ হয়। সুধাংশুরশ্মির স্নিগ্ধতা, মলয়ের শীতলতা, জাহ্নবীবারির পবিত্রতা, কুসুমের সৌগন্ধ ও

(১) মনোবাক্‌কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী
ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা, সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীবাদিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ॥
নোচ্চৈর্বদেন্ন পরুষং নরহূন্ পত্যুরপ্রিয়ম্।
ন কেনচিৎ বিবদেচ্চ অপ্রলাপবিলাপিনী॥
ন চাতিব্যয়শীলা স্যান্নধর্ম্মার্থবিরোধিনী
প্রমাদোন্মাদরোষেষ্যাবঞ্চনঞ্চাতিমানিতাম্।
পৈশুন্যহিংসাবিদ্বেষ মহাহঙ্কার ধূর্ত্ততা
নাস্তিক্যসাহসস্তেয়দম্ভান্ সাধ্বী বিবর্জ্জয়েৎ।
ব্যাসসংহিতা। ২য় অধ্যায়।

প্রফুল্লতা, শর্করার মধুরতা, বসুন্ধরার সহিষ্ণুতা যেমন স্বাভাবিক ; কোকিলের মধুর কাকলী, মরালের মৃদুমন্দগতি যেমন স্বাভাবিক ; সেইরূপ বিনয়, লজ্জা, প্রফুল্লতা, পবিত্রতা, সরলতা, সহিষ্ণুতা, মধুরতা প্রভৃতি গুণসকল নারীর স্বাভাবিক হওয়া উচিত। আপনাকে স্বামিগৃহের উপযোগী করিয়া লইতে তথায় উক্তগুণগুলি শিক্ষা করিতে হয় ; কারণ, পিত্রালয়ে এই সকল শিক্ষার পক্ষে নানা বাধা জন্মিয়া থাকে। সেই জন্য স্ত্রীলোক পিত্রালয়ে যত কম থাকিবেন ততই তাঁহার পক্ষে মঙ্গল। মাতা সুশিক্ষিতা হইলে বালিকাবয়সেই কেহ কেহ অনেক গুণ শিখিয়া লন, এবং পতিগৃহে গিয়া পদে পদে লাঞ্ছিতা হন না।

কার্য্যান্তরে ব্যস্ত থাকিলেও সকল দিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। গৃহপালিত পশুগণের পানীয় বা খাদ্যাভাবে যেন কোন কষ্ট না হয় ; থালা, ঘটী, বাটী প্রভৃতি ধাতুপাত্র ও অন্যান্য দ্রব্যসকল যেন কোন রূপে অপসারিত না হয় ; অতিথি (১), বৃদ্ধ, রোগী ও শিশুর যেন যত্নের ত্রুটী না হয় ; এই সকল নানাবিষয়ে তীক্ষ্নদৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

ভিক্ষার্থ গৃহে অতিথি আসিলে, তাহার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিবেন না। সাধ্যানুসারে তাঁহার সেবা করিবেন। অতি দরিদ্রের গৃহেও শয্যার জন্য তৃণ, আসনের জন্য ভূমি, পদপ্রক্ষালনের জন্য জল ও মিষ্টবাক্য এই কয় দ্রব্যের অভাব

(১) অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাদেব নিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ কিল্বিষং দত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥

হইবে না (১)। অতিথি মনঃক্ষুণ্ণ হইলে, গৃহস্থের পুণ্য লইয়া ও তাহাকে তাঁহার পাপ দিয়া চলিয়া যান।

বৃদ্ধ ও রোগীর প্রতি মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করিবেন। তাঁহারা স্বভাবতঃই খিট্‌খিটে হইয়া থাকেন। তাঁহাদের কথা শুনিয়া কোন বিরক্তিভাবের প্রকাশ উচিত নহে। ঠিক সময়ে তাঁহাদের আহার দেওয়া এবং মৃদুমধুর বচনের দ্বারা তাঁহাদের মনকে সরস করিয়া রাখা উচিত। রোগীকে নিয়মানুসারে ঔষধ সেবন করান ও পথ্যাদি দেওয়া প্রভৃতির ভার নারীর উপরেই অর্পিত হয়।

এইরূপে হিন্দুনারী যাবতীয় সংসারিক কর্ত্তব্য পালন করিয়া, ইহলোকে যশস্বিনী ও দেহান্তে স্বর্গভোগ করেন (২)।

আজকাল অধিকাংশ স্ত্রীলোক শ্রমকাতরা; একটু পরিশ্রম করিলেই "গেলাম", "মোলাম", খেটে খেটে প্রাণটা গেল," "ম'লেই বাঁচি" প্রভৃতি বিরক্তিসূচক বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কর্ত্তব্যকার্য্য-করণে অনিচ্ছাই উক্ত বিরক্তির কারণ। কাজ করিবার সময় যেন তাঁহাদের দেহ অধিকতর ভারপ্রাপ্ত হয়, সহজে নড়িতে চায় না; রোগ না থাকিলেও যেন রোগ কোথা হ'তে উড়িয়া আসে। কর্ত্তব্যের গুরুত্ববোধ না থাকিলেই

(১) তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্‌চতুর্থী চ সূনৃতা॥
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥ মনুসংহিতা।

(২) পতিপ্রিয়হিতেযুক্তা স্বাচারাসংযতেন্দ্রিয়া।
ইহকীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্যচানুপমং সুখং॥
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা। ১ম অধ্যায়।

এরূপ ঘটিয়া থাকে। কর্ত্তব্যসাধন করিবার জন্যই এই কর্ম্মভূমিতে আসা। কর্ত্তব্যের সংখ্যা এত অধিক যে, সমস্ত জীবন নিয়ত পরিশ্রম করিলেও, একজন সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া উঠিতে পারে না। এই পৃথিবীতে দিনকয়েকের জন্য আসা। যে কয়দিন থাকা যায়, আপন আপন কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার জন্য নিরবধি পরিশ্রম করা উচিত; কারণ, ইহলোকের কর্ম্ম দেখিয়া পরলোকের সুখ বা দুঃখের ব্যবস্থা হয়। এই কয়দিনের কার্য্যে ক্রটী থাকিলে, পরজগতে বহুগুণসময় দুঃখভোগ করিতে হইবে। এরূপ স্থলে বৃথায় কাল কাটান, নরকের দ্বার উন্মুক্ত করা মাত্র; কারণ, তদ্দ্বারা কর্ত্তব্যকার্য্যসম্পাদনে যথেষ্ট ক্রটী করা হয়। বাস্তবিক, পরিশ্রম না করিলে পবিত্র সুখ পাওয়া যায় না। পরিশ্রমলব্ধবস্তু উপভোগে যে আনন্দ হয়, তাহার কি তুলনা আছে? পরিশ্রম করিলে ত পুরস্কারস্বরূপ মনে শান্তি সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়। পরকালের কথা দূরে থাক্, ইহকালেই অলস ব্যক্তির মন অপবিত্র ও নিরানন্দময় এবং দেহ অজীর্ণ বাত প্রভৃতি নানা রোগের আকর হয়; সর্ব্বদা জীবিতাবস্থাতেই নরকযন্ত্রণা ভোগ হয়। পক্ষান্তরে, পরিশ্রম করিলে দেহ ও মন সুস্থ ও সবল থাকে।

পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা নারীগণের একান্ত আবশ্যক। তুমি গৃহলক্ষ্মী—তোমার আচার ব্যবহারের উপর তোমার গৃহে লক্ষ্মীর স্থায়িত্ব নির্ভর করে। সর্ব্বাগ্রে তোমার মনকে নির্ম্মল করিবে। কোনরূপ পাপচিন্তা যেন মনে স্থান না পায়।

যেমন ক্ষুদ্র কূপের নির্ম্মল জলে দূষিত পদার্থ বা আবর্জ্জনা সামান্য পরিমাণে পতিত হইলেও সমস্ত জল দূষিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে, সেইরূপ নারীগণের ক্ষুদ্র মনে কোনরূপ কুভাবের লেশ প্রবেশ করিয়া তাহাদের প্রকৃতিকে যে অনায়াসে দূষিত করিতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি পাপপ্রবৃত্তিসকল তোমার অন্তরে আশ্রয় পাইলে, দেহ পরিষ্কৃত থাকিলেও তোমাকে সর্ব্বদা অসুস্থ করিবে। সুগন্ধি সাবান দ্বারা তোমার দেহ প্রতিদিন শতবার ধৌত করিলেও, মনের ময়লা বিদূরিত না হইলে, দেহ অপরিষ্কৃত বোধ হইবে। প্রতি-দিন মস্তকে বার বার সুগন্ধি তৈলাদি মর্দ্দন করিলেও যতক্ষণ না পাপচিন্তাসকল দূর হয়, ততক্ষণ কিছুতেই মস্তিষ্কের শীতলতা ও মনের প্রফুল্লতা সম্পাদন করিতে পারিবে না। ইহারা যতক্ষণ তোমার অন্তরে বাস করিবে, ততক্ষণ পারিজাতাদি সুরভি কুসুমাঘ্রাত মন্দাকিনীশীকরার্দ্র স্নিগ্ধ সুমন্দমলয়ানিলসেবিত নন্দনকাননে বাস করিয়াও নরকজনিত অশান্তি অনুভব করিবে; বিবিধরত্নখচিত শ্বেতপ্রস্তরমণ্ডিত বাসবভবনসদৃশ সুরম্য হর্ম্ম্যের মধ্যে অবস্থান করিয়াও, নির্ম্মলহৃদয়া দরিদ্রা কুটীরবাসিনীর আনন্দের বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি করিতে পারিবে না; দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যার উপর কণ্টকবেধযাতনা অনুভব করিবে।

রন্ধন ও পরিবেশন তোমার প্রধান কার্য্য। অনেকের তৃপ্তিসাধন করিতে হইলে, বিশেষভাবে পবিত্রতাচরণ করা

তোমার পক্ষে বিধেয়। রন্ধন ও ভোজনাগার পরিষ্কৃত রাখিবে। ময়লা মূত্র ও আবর্জ্জনাদি দূরে নিক্ষেপ করিবে ও রন্ধনপাত্রাদি পরিষ্কৃত রাখিবে। পরিবেশনকালে শুদ্ধভাবে ও শুদ্ধচিত্তে কার্য্য করিবে। গৃহমার্জ্জনীদ্বারা মধ্যে মধ্যে গৃহাদি পরিষ্কার করিবে। বাস, ভোজন, শয়ন প্রভৃতি বিষয়ে পবিত্রতাচরণ করিলে, দেহ ও মন পবিত্র ও স্বাস্থ্যযুক্ত হয় এবং গৃহে লক্ষ্মী সর্ব্বদা বাস করেন (১)।

সংসারে তোমার কর্ত্তব্যের সংখ্যা এত অধিক যে, এক মুহূর্ত্তও বৃথাচিন্তায় ক্ষেপণ করিতে পারিবে না। কর্ত্তব্যচিন্তা কোনরূপে একবার মন হইতে অপসারিত হইলে, কুচিন্তাসকল ক্রমশঃ সেস্থান অধিকার করিয়া মনকে কলুষিত করিবে। মোহান্ধ পাপপ্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণের নিকট পাপ-চিন্তাসকল আপাতমধুর; পরিণামে যে উহারা বিষময় ফল প্রদান করে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারেন না। যদি গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় আচরণ করিতে চাও—যদি তোমার সদাচার দ্বারা তোমার গৃহে লক্ষ্মীকে বাস করাইতে চাও, তবে প্রতিপাল্য নিয়মসকল মানিয়া চলিবে। কোন প্রকার অশাস্ত্রীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিও না। প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিবে ও মনে মনে বলিবে, 'হে পরমেশ্বর! অদ্যকার দিন যেন নির্দ্দোষভাবে কর্ত্তব্যপালন করিয়া কাটাইতে পারি।' পরে

(১) 'মঙ্গলাচারতৎপরতা'

বিষ্ণুসংহিতা। ২৫ অধ্যায়।

গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে। তোমাকেই সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে, অপরে তোমার সাহায্য করিবে মাত্র, ইহা যেন মর্ম্মে রাখিও। সত্বর ও সুশৃঙ্খলায় কার্য্যনির্ব্বাহ করিবার জন্য তোমার ভাসুর ও দেবরপত্নীগণের মধ্যে কার্য্য বিভাগ করিয়া লইতে পার, কিন্তু সমস্ত কার্য্যের জন্য তুমি দায়ী।

পারিবারিক স্বাস্থ্যরক্ষা।

পারিবারিক স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ে যত্নবতী হওয়া তোমার একটী প্রধান কর্ত্তব্য। স্বাস্থ্যই জীবনের সুখ এবং কর্ত্তব্যসাধনের প্রধান অবলম্বন। দৈনিক আহারব্যবহারে যাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সুপ্রতিপালিত হয়, সে বিষয়ে যতদূর সম্ভব যত্নবতী হইবে। গৃহাদির আবর্জ্জনাদূরীকরণ, বাসভবনাদিতে নির্ম্মল বায়ুসঞ্চালনের ব্যবস্থাকরণ, শয্যা ও পরিধেয় বস্ত্রাদির পরিচ্ছন্নতাসম্পাদন, পানীয় ও খাদ্য দ্রব্যের পবিত্রতাসংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। যথাসময়ে স্নানাহার ও সকলবিষয়ে মিতাচারিতা প্রদর্শন স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান সহায়। পুষ্করিণী ও কূপের জল মলমূত্র ও আবর্জ্জনাদি পড়িয়া যাহাতে দূষিত না হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। সম্ভব হইলে, স্নান ও পানীয় জলের জন্য পৃথক্ পুষ্করিণী রাখা কর্ত্তব্য। যে পুষ্করিণীর জল পানের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাতে এমন কি স্নান করা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ।

পারিবারিক স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে গিয়া নিজের স্বাস্থ্যবিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিও না। যথাবিহিত সাংসারিক কর্ত্তব্যপালন তোমার স্বাস্থ্যের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। শরীর অসুস্থ হইলে অথবা দেহের মধ্যে কোন রোগ প্রবেশের আশঙ্কা জন্মিলে পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন বিধেয়।

লজ্জাবশতঃ বা অন্য কোন কারণে রোগ গোপন করিলে তাহার পরিণাম বিষময় হইয়া দাঁড়ায়। অনেক বধূ, শ্বশ্রূ ও ননন্দার ভয়ে রোগের কথা ব্যক্ত করেন না। কারণ, আজ কাল অনেক স্থলে দেখা যায়, বধূ রোগের কথা বলিলে, শ্বশ্রূ ও ননন্দা 'কর্ম্মের ভয়ে বধূ রোগের ভাণ করিতেছে' এরূপ মনে করিয়া তাঁহাকে নানাভাবে লাঞ্ছিত করেন। কোন কোন স্থলে ঐরূপ ধারণার মূলে সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে। অতএব বিশেষ রূপে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

সন্তান প্রতিপালন।

সন্তানপ্রতিপালন তোমার একটী প্রধান কর্ত্তব্য। সন্তানের আহার নিদ্রার কোন অনিয়ম না ঘটে বা দেহের কোন অনিষ্ট না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবে। প্রায়ই দেখা যায়, শিশু ক্ষুধায় বা নিদ্রায় অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতেছে, এবং কর্ত্রী ও অন্যান্য পরিজন বিরক্তিপ্রকাশপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ প্রসূতিকে আহ্বান করিতেছেন কিন্তু প্রসূতি তাঁহার কার্য্য ছাড়িয়া আসিতেছেন না। এরূপ স্থলে কেহ বা নিয়মিত সময়ে কার্য্য শেষ না হইলে, পাছে তিরস্কৃত হইতে হয়, এই ভয়ে, (আজকাল অতি অল্প স্ত্রীলোকেই তিরস্কারের ভয় করিয়া থাকেন), কেহ বা ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া, কিন্তু অনেকেই কর্ম্মের উপর বিরক্তি বা অনিচ্ছা প্রকাশের সুযোগ পাইয়া, সন্তানকে অনর্থক কাঁদান। নারীগণের ঈদৃশ ব্যবহার নিতান্ত নিন্দনীয়। ক্রন্দন শুনিবামাত্র আরব্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্তানকে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন। অনেক স্ত্রীলোক শিশুকে কাঁদিতে শুনিলেই, ক্ষুধায় কাতর মনে করিয়া, দুগ্ধ প্রভৃতি খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত হন। শিশু কাঁদিলেই যে ক্ষুধিত হইয়া কাঁদিতেছে, এরূপ মনে করা ভুল, এবং এই ভ্রম ধারণার বশবর্ত্তিনী হইয়া, অনেকে পুনঃপুনঃ খাওয়াইয়া আপন আপন শিশুসন্তানের অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ আনয়ন করেন। আবার

প্রকৃত ক্ষুধায় ক্রন্দন করিলে না খাওয়ানও দোষ। একবারে অনেকটা না খাওয়াইয়া, একটু একটু করিয়া ২।৩ বার ধরিয়া খাওয়ান ভাল। শিশুর আহারের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। স্নানের পূর্ব্বে উত্তমরূপে তেল মাখাইয়া, শিশুকে গরম জলে সহ্যমত স্নান করান উচিত। হঠাৎ একবারে মাথায় অনেকটা জল ঢালিয়া দেওয়া উচিত নয়। তাহাতে ছেলে হাঁপা-ইয়া উঠে। পা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সমস্ত গাত্র মার্জ্জনা ও ধৌত করিয়া, শেষে অল্প অল্প করিয়া মাথায় জল দিবে। স্নানের পর গামছা দিয়া গা মুছিয়া, পুনরায় শুষ্ক কাপড় দিয়া মুছিয়া দিবে; মাথায় যেন জল না থাকে। ঠাণ্ডার সময় গায়ে জামা দিয়া রাখিবে। শিশু নিদ্রিত হইলে, কদাচ তাহার ঘুম ভাঙ্গাইবে না। শিশুর পীড়া হইলে সমস্ত কার্য্য যদি পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিবে, তথাপি তাহার যত্নের ত্রুটী যেন না হয়। শিশুর পক্ষে গৃহিণীচিকিৎসা অতি উত্তম; দুঃখের বিষয়, তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বের গৃহিণীগণ অতি কঠিন রোগও সামান্য দ্রব্যের সাহায্যে আশ্চর্য্য-রূপে আরোগ্য করিতেন; কিন্তু এক্ষণে সামান্য সর্দ্দি হইলেও প্রসূতি ভাবিয়া আকুল হন, এবং ডাক্তার ডাকিতে আদেশ করেন। অতএব প্রাচীনা গৃহিণীগণের নিকট হইতে নানাবিধ টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ শিখিয়া রাখিবে। স্তন্যপায়ী শিশুর পীড়া হইলে, প্রসূতিকে স্নানাহারবিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। ছেলেকে অধিকক্ষণ কোলে রাখা যুক্তিযুক্ত নয়।

স্বাধীনভাবে যতই খেলিতে পাইবে, ততই তাহার দেহ সুস্থ ও সবল হইবে। সন্তান যে সময়ে খেলিবে, সে সময়ে কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও প্রসূতি এবং অন্যান্য পরিজনগণের বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক; কারণ, শিশুর পদে পদে বিপদ্ ঘটিতে পারে। অনেক শিশু খেলিবার সময় নিকটবর্ত্তী কূপে পতিত হইয়া এবং অনেকে আবার স্বর্ণালঙ্কারলুব্ধ দুরাত্মা ব্যক্তি কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া, জীবন হারাইয়াছে। শিশুর গাত্রে খেলিবার সময় কোন অলঙ্কার রাখা উচিত নয়।

সন্তানের চরিত্রগঠন।

সন্তানের চরিত্রগঠন, সন্তানপালনের অন্তর্গত কর্ত্তব্য। সন্তানের দেহপোষণার্থ যেমন যথাকালে আহারাদি প্রদান কর্ত্তব্য, সংসারে প্রবেশ করিয়া যাহাতে সে দুর্নীতিপরায়ণ না হয়, সেজন্য বাল্যকাল হইতে যথারীতি উপদেশাদিপ্রদানপূর্ব্বক তাহার মানসিক উন্নতিবিধানও তদ্রূপ আবশ্যক। বালক-বালিকাগণ বড়ই অনুকরণপ্রিয়। বাল্যকালে যাহা একবার দেখিবে বা শুনিবে, তাহা তাহাদের মনে দৃঢ় অঙ্কিত হইবে। এইজন্য গৃহকে প্রধান শিক্ষার স্থান ও মাতাপিতাকে প্রধান শিক্ষাদাতা বলা হয়। আবার শৈশবে পিতা অপেক্ষা মাতার সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠতা অধিক। এইজন্য তাহাদের সমক্ষে বাক্যে বা ব্যবহারে কোনরূপ অনভিপ্রেত অভিনয় প্রদর্শন অকর্ত্তব্য। পুত্রকন্যাগণের সমক্ষে অন্যের সহিত কথাবার্ত্তায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন বিধেয়। শৈশবে অনুকরণস্পৃহা কত প্রবল হয়, সে সম্বন্ধে একটি গল্প আছে।

এক বৃদ্ধের তিনপুত্র ছিল। বাল্যাবস্থায় পুত্রগণ মাতৃহীন হইলে, বৃদ্ধ অতিকষ্টে উহাদিগকে মানুষ করিয়া, উহাদিগের বিবাহ দিলেন। ক্রমশঃ পুত্রগুলি বেশ উপার্জ্জনক্ষম হইয়া উঠিল এবং অচিরে বৃদ্ধের অবস্থা ফিরিয়া গেল। কিন্তু অধিক দিন বৃদ্ধকে সুখসম্পত্তি ভোগ করিতে হইল না। বয়োবৃদ্ধির

সঙ্গে সঙ্গে বধূগণ হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি পাপপ্রবৃত্তিপরায়ণ হইয়া উঠিলে, দুর্ব্বলচিত্ত পুত্রগণ অকৃত্রিম সৌভ্রাত্রসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, পাপীয়সীদিগের সন্তোষসাধনার্থ পরস্পর বিবাদবিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অল্পদিনমধ্যেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। গৃহলক্ষ্মী শীঘ্রই অন্তর্হিত হইলেন এবং গৃহ শ্রীহীন হইল। বৃদ্ধের কি দুর্গতি! জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ শ্বশুরকে বরাবর একটু ভক্তি করিতেন; তাই একটু দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে আপন আলয়ে আশ্রয় দিলেন। হতভাগ্য এক্ষণে জ্যেষ্ঠা বধূর ভক্তির পাত্র নহে, কৃপার পাত্র। কালবশে বৃদ্ধ অধিকতর অশক্ত হইয়া পড়িলে, আর পূর্ব্বের ন্যায় গৃহকার্য্য করিতে পারিতেন না, এবং সঙ্গে সঙ্গে পুত্রবধূরও দয়ার পরিমাণ হ্রাস হইল; কারণ, সে দয়া অন্তর্নিহিতস্বার্থপ্রসূত। আজকাল স্বার্থের অনুরোধে অনেকেই এই ভাবের দয়া দেখাইয়া থাকেন। বৃদ্ধের প্রতি আর সেরূপ যত্ন নাই; বরং তৎপরিবর্ত্তে তীব্র বাক্যযন্ত্রণা। পুত্রবধূ স্বামীর হৃদয় আপন সুরে বাঁধিয়া লইলেন। পুত্রের হৃদয়ও পিতৃভক্তিশূন্য হইল। উক্ত পুত্রবধূ প্রতিদিন সকলের ভোজনান্তে রন্ধনশালা ও ভোজনপাত্রাদি পরিষ্কার করিয়া, অপরাহ্নে একটী ভগ্ন প্রস্তরবাটীতে গোটাকতক অন্ন ও কিঞ্চিৎ লবণ কর্কশভাবে বৃদ্ধের সম্মুখে ধরিয়া দিতেন। একটী আবর্জ্জনাময় স্থান বৃদ্ধের থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। বৃদ্ধ অতিকষ্টে লবণ ও ভাণ্ডস্থ জলের সাহায্যে অন্নকয়টা উদরস্থ করিতেন, এবং ভোজনান্তে স্থানমার্জ্জনপূর্ব্বক একটী বালকের সাহায্যে সম্মুখস্থ

ডোবার ধারে গিয়া, (বলাবাহুল্য, সাবেক পুষ্করিণী ভ্রাতৃভেদের পর সামান্য ডোবায় পরিণত হইয়াছিল), হাত মুখ ধুইতেন এবং ভগ্ন প্রস্তরবাটীটি অতি সাবধানে মাজিয়া, পূর্ব্ববৎ স্বস্থানে আগমনপূর্ব্বক উহা যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন। কিছুদিন পরে, অশেষ যন্ত্রণাভোগের পর বৃদ্ধ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

উপরে যে বালকটীর কথা বলা হইয়াছে, উক্ত বালক বৃদ্ধের একজন পৌত্র। সে পিতামহের বড় অনুরক্ত ও স্নেহের পাত্র ছিল; এবং সর্ব্বদা বৃদ্ধের নিকট থাকিয়া, তাঁহার প্রতি তাহার মাতার দুর্ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিত। বৃদ্ধের মৃত্যুর কয়েকদিন পরে, একদিন উক্ত বালকের পিতা (বৃদ্ধের জ্যেষ্ঠপুত্র) দেখিলেন যে, যে ভগ্ন প্রস্তরবাটীতে বৃদ্ধ আহার করিতেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরেই যাহা দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেটী অতি যত্নের সহিত উক্ত বালক কুড়াইয়া আনিয়া গৃহে রাখিয়া দিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে, সে বলিল, "বুড়ো হইলে ভাঙ্গা পাথরে খাইতে হয়; আপনারা যখন বুড়ো হইবেন, তখন আমি আবার কোথা পাইব? কাজেই কুড়াইয়া রাখিতেছি।" পঞ্চমবর্ষীয় বালকের এই উক্তি শুনিয়া, বালকের মাতা ও পিতা উভয়েই স্তম্ভিত ও গত কার্য্যের জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হইলেন।

বালকবালিকাগণের সমক্ষে যাহাতে কোনরূপ মন্দ আচরিত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবে। তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কিছু মন্দ বলিলে বা করিলে, মিষ্টকথায় বেশ করিয়া তাহাদের দোষ বুঝাইয়া দিয়া, যাহাতে ভবিষ্যতে সেরূপ

আচরণ আর না করে, সে বিষয়ে সাবধান হইতে বলিবে। আবশ্যক হইলে তিরস্কার করিতে কুণ্ঠিত হইও না। প্রকৃত দোষ দেখিয়াও স্নেহের বশে যদি পুত্রকন্যাকে শাসন না কর, তবে উক্ত দোষ উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া, তোমার অশেষ যন্ত্রণার কারণ হইবে, এবং বালকবালিকার প্রকৃতিগত হইয়া, তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে দুঃখময় করিবে। প্রায় দেখা যায়, খেলিবার সময় বালকবালিকাগণ পরস্পর বিবাদ ও মারামারি করিল; ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া জননীগণ দ্রুতপদে আসিয়াই আপন আপন সন্তানের পক্ষসমর্থন করিতে লাগিলেন। কে দোষী, কে নির্দ্দোষ, তাহা বিচার করিয়া দেখিলেন না এবং এইরূপে আপন পুত্রকন্যার যে সর্ব্বনাশ করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। যে বালকবালিকা প্রকৃত দোষী, সে মাতার প্রশ্রয় পাইয়া, দোষকে দোষ বলিয়া জানিল না। এইরূপ স্থলে বুদ্ধিমতী মাতা, আপন সন্তানের দোষের পরিমাণ সামান্য হইলেও বা দোষ না থাকিলেও তাহাকে তিরস্কার করিয়া থাকেন এবং সকলকে দোষের গুরুত্ব বুঝাইয়া দিয়া, পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব জন্মাইয়া দেন।

সর্ব্বদা সদুপদেশদানে বালকবালিকাগণকে অসদাচরণ হইতে বিরত করিবে। নিজে সদাচার অনুষ্ঠান করিয়া বা কেহ কোন সৎকার্য্য করিলে তাহা দেখাইয়া, তাহাদের হৃদয়ে সৎকার্য্য-করণ-প্রবৃত্তি জন্মান কর্ত্তব্য। ভিক্ষার্থ ভিক্ষুক আসিলে, তাহাদিগের কর্ত্তৃক ভিক্ষা দেওয়াইবে। ইহার দ্বারা

তাহাদের হৃদয়ে পরদুঃখকাতরতার বীজ রোপিত হইবে। এই-রূপে তাহাদের কোমলহৃদয়ে যাহাতে সদ্‌গুণসমূহ রোপিত হইয়া ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, সে বিষয়ে সতত সচেষ্ট হইবে। অধিকাংশ সামাজিক রীতিনীতি ও ব্যবহার শিখিবার বাল্য-কালই প্রশস্ত সময়। সংসারচিন্তায় কলুষিত হইবার পূর্ব্বে, বিমল বাল্যহৃদয়ে সকল বিষয়ের ছায়া সুস্পষ্টভাবে পতিত হয়। অগ্নিতে দগ্ধ হইবার পূর্ব্বে মৃৎপাত্র সহজেই চিত্রিত হয় এবং সে চিহ্ন মুছিয়া যায় না; কিন্তু পরে সেরূপ হয় না। চারাগাছকে যে ভাবে ইচ্ছা নোয়াইয়া রাখা যায়, কিন্তু গাছ বড় হইলে আর তাহাকে নোয়াইতে পারা যায় না।

প্রতিবেশী বালকবালিকাগণকে আপন ভ্রাতাভগিনীর ন্যায় দেখিতে, তোমার পুত্রকন্যাকে শিক্ষা দিবে। বাটীতে কোন ভদ্রলোক আসিলে, কি ভাবে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে হয় এবং অন্যের বাটীতে গিয়াই বা কিরূপ আচরণ করিতে হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকে শিখান উচিত। মোট কথা, স্তন্যপায়ী শিশুর কোন দৈহিক পীড়া উপস্থিত হইলে, মাতাকে যেমন পথ্যাদির নিয়ম প্রতিপালন এবং কোন কোন স্থলে ঔষধ সেবন পর্য্যন্ত করিতে হয়, সেইরূপ বালকবালিকাগণের প্রকৃতির কোন বৈল-ক্ষণ্য ঘটিবার আশঙ্কা থাকিলে বা ঘটিলে, কথাবার্ত্তায় ও ব্যব-বারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়। বালকবালিকা-গণের চরিত্রগঠনবিষয়ে যেমন যত্নশীল হইবে, বালকগণের বিদ্যা শিক্ষা ও বালিকাগণের সাংসারিক কার্য্যশিক্ষা বিষয়েও সেইরূপ

বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিবে। বালকগণের শিক্ষাসম্বন্ধে তোমার স্বামী অথবা গৃহের অধ্যক্ষ যত্ন লইলেও, অনেক স্থলে তোমার সাহায্য আবশ্যক। বাটীতে প্রতিদিন যথাসময়ে যাহাতে তাহারা পাঠাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয় ও নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে যায়, সে দিকে তোমার লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। শিক্ষার প্রথমাবস্থায় শিক্ষিতা মাতার নিকট হইতে, কোমলমতি বালক অনেক বিষয়ে সাহায্য পাইতে পারে।

বালিকার শিক্ষার সম্পূর্ণভার তোমার উপর। তাহার সম্বন্ধে তুমি আদর্শ। তোমার কার্য্যপ্রণালী সে সমস্ত শিখিবে। তাহার মনে কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি এরূপভাবে জন্মাইয়া দিবে, যেন পতিগৃহে গিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে কাজ খুঁজিয়া লয়। তাহার যেন এরূপ ধারণা জন্মে যে, সাংসারিক কাজ করিতেই নারীর জন্ম, কাজ না করিলে পাপ হয়। পারিবারিক অনেক কাজ বালিকা দ্বারা করাইয়া লইবে, তাহাতে তোমার অনেক সাহায্য হইবে এবং তাহার কার্য্যশিক্ষা ও বাল্যকাল হইতে কার্য্যকরণ প্রবৃত্তি অন্তরে বদ্ধমূল হইবে। কোন কোন মাতা এরূপ মন্দমতি যে, পাছে তাহার বালিকা কন্যার কোন কষ্ট হয়, সেই ভয়ে তাহাকে কোন কাজ করিতে দেয় না। স্বামিগৃহে গিয়া বালিকা পদে পদে লাঞ্ছিতা হয় এবং মাতাকেও যথেষ্ট দোষ পাইতে হয়। অধিকন্তু পিতৃগৃহে আলস্যপরায়ণা বালিকাহৃদয়ে যে সমস্ত পাপচিন্তাবীজ প্রোথিত হয়, কালে পতিগৃহে তাহাদের অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল ফলিয়া বিষম অনর্থ ঘটায়। বালিকা

বয়সে যে সকল ব্রত করিবার নিয়ম আছে, সেগুলি বালিকা-দ্বারা নিয়মানুসারে করাইবে। তাহার দ্বারা তাহার মনে ধর্ম্মভাব প্রকাশ পাইবে, এবং পতিগৃহে গিয়া যথারীতি কর্ত্তব্য-পালনেচ্ছা অন্তরে জাগরূক থাকিবে। বিবাহিতা কন্যাকে অধিকদিন তোমার গৃহে রাখিবার চেষ্টা করিও না। পতিগৃহে বাস করিবার উপযুক্ত হইতে হইলে, নারীগণের বিনয়, লজ্জা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক। বাল্যবয়সে যখন অনুকরণপ্রবৃত্তি বলবতী থাকে এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি জন্মে না, তখন গুণবতী মাতা উপদেশদানে ও আপন আদর্শ দেখাইয়া, উক্ত গুণসমূহের বীজ বালিকার অন্তরে বপন করেন, এবং বিবাহের পর পতিগৃহে বাস করিলে সে উক্ত গুণসমূহ দেখাইবার সুযোগ পায় ও অভ্যাসবশতঃ দেখাইয়া থাকে। পরে ক্রমান্বয়ে প্রদর্শিত হইলে, উহাদের পুষ্টিসাধন হয় এবং বালিকা কালে একজন গুণবতী নারী হইয়া দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে অধিকদিন পিত্রালয়ে থাকিলে, বয়স্থা কন্যার স্বাতন্ত্র্যভাব প্রবল হয়। তথায় উক্ত গুণসমূহ দেখাইবার প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় না এবং আপাতমধুর পাপচিন্তা সকল বালিকার হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করে ও তথায় নির্ব্বিবাদে পরিপুষ্ট হয়।

নিয়মিতভাবে বালিকাকে লিখিতে ও পড়িতে এবং সূচী-কার্য্য প্রভৃতি শিল্প কিছু কিছু শিক্ষা দিবে। কেহ কেহ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিদ্যাশিক্ষা ততদূর আবশ্যক মনে করেন না। কিন্তু এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মিকা। অনেকের মধ্যে বাস

করিতে হইলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই আচার ব্যবহার শিক্ষা করিতে হয়। যথাবিহিত আচার ব্যবহার অনুষ্ঠান দ্বারাই পরস্পরের মধ্যে প্রীতি সংরক্ষণ ও কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্যলাভ সম্ভব হয়। শিক্ষাদ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ও মানসিক উন্নতি সাধন হয় বলিয়া সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে পাশবিক সংঘর্ষণ কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের জন্য বিদ্যার্জ্জনের আবশ্যকতা যত অধিক এরূপ আর কিছুই নহে। বিশেষতঃ পত্নীই পতির কর্ত্তব্য সাধনের প্রধান সহায় এবং সুখে ও দুঃখে—সম্পদে ও বিপদে তাঁহার বন্ধু ও তাঁহার অংশভাগিনী। উভয়কে পরস্পরের সাহায্যে নানাবিধ অসুবিধার মধ্য দিয়া একটি সংসার গড়িয়া তুলিতে হইবে। সুতরাং পরস্পরের পরস্পরকে বুঝিবার শক্তি ও জীবনসংগ্রামে পরস্পরের ক্লেশাপনোদনের প্রবৃত্তি থাকা আবশ্যক। শিক্ষার দ্বারা মনের প্রশস্ততা জন্মে এবং তৎসঙ্গে উক্ত শক্তি ও প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। মহদাদর্শ প্রদর্শন সৎশিক্ষাদানের প্রকৃষ্ট পন্থা হইলেও সদ্‌গ্রন্থপাঠের ব্যবস্থা দ্বারা উক্ত উদ্দেশ্য অনেকাংশে সাধিত হইতে পারে। মোট কথা, বিদ্যা-শিক্ষা দ্বারা মানসিক উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে যে সমস্ত সুবিধা পাওয়া যায়, সেই সকল হইতে স্ত্রীলোকগণকে বঞ্চিত রাখা যুক্তিযুক্ত নহে। পুরাকালে আত্রেয়ী, লীলাবতী, গার্গী প্রভৃতি রমণীগণ যে বিদুষী ছিলেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের অসাধারণ প্রতিভাই তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

সপত্নী ও সপত্নীপুত্র।

শকুন্তলাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার সময় কণ্বমুনি বলিয়াছিলেন, 'মা, শ্বশুরালয়ে গিয়া গুরুজনের সেবা করিবে; রাজা দুষ্মন্তের আরও পত্নী আছেন, তাঁহাদের সহিত প্রিয় সখীর ন্যায় আচরণ করিবে; পতি ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার করিলেও সহ্য করিবে; পরিজনগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে; নিজের সুখ শান্তি বিধান বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিবে না, এইরূপে নারী গৃহিণী-পদবাচ্যা হন। অন্যথায় তিনি নিন্দনীয়া হন।"*

বিধিনির্ব্বন্ধে তোমাকে সপত্নীর সহিত বাস করিতে হইলে তোমার ক্ষোভের কোন কারণ নাই। তোমরা উভয়েই যদি কোন দেবতার উপাসনায় নিযুক্তা হও, তখন পরস্পরের প্রতি অসদাচরণ তোমাদের বাঞ্ছনীয় হয় কি? সেইরূপ এক পতি-দেবতার সেবায় নিযুক্তা থাকিলে, কাহারও মনে কোন অসদ্ভাবের উদয় হইবে না, এরূপ আশা করা যায়। যদি অসদ্ প্রবৃত্তি সমূহকে দূরীভূত করিয়া তুমি তোমার মনকে নির্ম্মল কর এবং ঐ নির্ম্মল চিত্তে জীবনের উদ্দেশ্যটি ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে সপত্নীকে পাইয়া কর্ত্তব্যপথের সঙ্গিনী পাইয়াছ। যদি নারীজীবনের কর্ত্তব্যগুলি বেশ হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, তাহা

---

* শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে,
ভর্ত্তু বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গম,
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা।

হইলে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিবে, পরস্পরের সাহায্য পাইলে উক্ত কর্ত্তব্যগুলি তোমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে।

সপত্নীপুত্রের প্রতি যথোচিত পুত্রবাৎসল্য দেখাইবে। অনেক বিমাতা সপত্নীপুত্রের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ প্রদর্শন করিয়া 'সৎমা' নামের যোগ্যা হইয়াছেন। তোমার হৃদয়ে মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে সকলেই আশা করিবে, ইহা তোমার পক্ষে যেমন গৌরবের বিষয় হইবে, তোমার পুত্রের পক্ষেও সেইরূপ মঙ্গলকর হইবে। যে সংসারে বিমাতৃহৃদয়ে বিশুদ্ধ মাতৃভাবজনিত পুত্রবাৎসল্য ও সপত্নীপুত্রের অন্তরে পবিত্র সন্তানোচিত মাতৃভক্তি বিদ্যমান থাকে, তথায় বিমল শান্তির উৎস নিরবধি প্রবাহিত হয়।

তোমাদের উভয়ের মধ্যে এই পবিত্র প্রীতির ভাব আনয়ন করিতে উভয়েই দায়ী হইলেও কোন কোন স্থলে হয়ত তোমার দায়িত্ব অগ্রে আসিয়া পড়িবে, কারণ কোন কোন নারী বিপত্নীকের পত্নীত্ব গ্রহণ করিয়াই সপত্নীপরিত্যক্ত শিশু সন্তানের লালন পালনে পবিত্র মাতৃত্বপ্রকাশের সুযোগ লাভ করেন। এ অবস্থায় মাতৃত্ব প্রকাশের ত্রুটী লক্ষিত হইলে বিমাতার শিক্ষা দীক্ষা এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার প্রকৃতিই দায়ী হইয়া পড়ে।

মাতৃহারা শিশু সন্তানের লালন পালনের সম্পূর্ণ ভার তোমার উপর আসিয়া পড়িল। শিশুর দৈহিক ও মানসিক পরিপুষ্টির জন্য যে মাতৃত্বের অভাব, তাহা তোমাকেই পূরণ করিতে হইবে। *

* মঙ্গলময় বিধাতা নারীহৃদয় অতি কোমল করিয়া গঠিত করিয়াছেন। নারী

উক্ত শিশুর প্রতিপালনের কোনরূপ ক্রুটী হইলে তোমার কর্ত্তব্যের এবং তৎসহ তোমার স্বামীর কর্ত্তব্যের ক্রুটী হইবে। অতএব এ অবস্থায় হৃদয়ের সুপ্ত মাতৃভাব যাহাতে পূর্ণ জাগরিত হয়, সে বিষয়ে তোমার বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। তোমার সপত্নীপুত্রকে তোমার সুখের কণ্টক স্বরূপ বা অন্তরায় ভাবিও না। এরূপ ভাবিবার কোন কারণ নাই। অতএব অনর্থক এরূপ চিন্তা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সর্ব্বদা অশান্তি ভোগের আবশ্যকতা কি? তোমার সন্তানগণের প্রতি পতির যে সমস্ত কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে, সপত্নীপুত্রের বিদ্যমানে ঐ সমস্ত কর্ত্তব্য পালনে ক্রুটী ঘটিবে, এরূপ ধারণাও ভ্রমাত্মিকা। তোমার পতি তোমার পুত্র কন্যার ও তোমার সপত্নীপুত্রের সুখশান্তি বিধানের কর্ত্তা, নিরপেক্ষ ভাবে সকলদিকে লক্ষ্য রাখা তাঁহার কর্ত্তব্য। যতক্ষণ তোমার হৃদয় সপত্নীপুত্রের প্রতি মাতৃত্ব-প্রসূত বিশুদ্ধ বাৎসল্যে পূর্ণ না হইবে, ততক্ষণ পতির নিরপেক্ষ কার্য্যেও তুমি ক্রুটী লক্ষ্য করিবে। কিন্তু তোমার হৃদয়ে মাতৃত্বের পূণ-বিকাশ হইলে, তোমার ঈদৃশ ভাব তিরোহিত

জাতির অন্তরে দয়া দাক্ষিণ্য মধুরতা প্রভৃতি গুণগুলি অত্যধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। বিশুদ্ধ নারীহৃদয় মাতৃত্বে পূর্ণ থাকায় কোন শিশুর কোনরূপ কষ্ট দেখিলেই, উহা সহজেই দ্রবীভূত হয়। তখন সেই পবিত্র হৃদয়মন্দির আত্মপর ভেদজ্ঞানে কলুষিত হইতে যায় না। সকল নারী হৃদয়ই যে সমান ভাবে এই উচ্চ সম্মানে দাবী করিতে পারেন একথা বলা যায় না। তবে নারীহৃদয়ে যে উচ্চ মাতৃভাব রক্ষিত আছে এবং প্রয়োজন হইলে যে উক্ত ভাবকে জাগরিত করিতে পারা যায়, ইহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে।

হইবে। অন্তরে পবিত্র মাতৃভাব জাগরিত রাখিয়া আপন পুত্রবোধে সপত্নী-পুত্রের প্রতি যথোচিত সদ্ব্যবহার করিলে, তোমার হৃদয়ে যে বিমল শান্তি উপলব্ধি হইবে, তাহা অতুলনীয়। অতএব আপন হৃদয়কে কলুষিত করিয়া—ইচ্ছা করিলে যেখানে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে পার সেখানে নরকের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া—শিশু সন্তানের প্রতি ব্যবহারে ত্রুটী করিও না। কোন কোন নারীকে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক সন্তানের মাতৃত্ব গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হয়। এরূপ স্থলে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের ত্রুটী নিবন্ধন অশান্তি অনুভূত হইলে, তোমার ত্রুটী অধিকতর লক্ষিত হইবে। তোমাকে মাতার কার্য্য করিতে হইবে ও তোমার সপত্নীপুত্র তোমার প্রতি সুসন্তানের কার্য্য করিবে। স্বামীর কর্ত্তব্য সম্পাদনে নিযুক্তা নারীর পক্ষে মাতৃত্বপূর্ণ হৃদয় লইয়া সপত্নীপুত্রের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন যত সহজ, সম্প্রতি যে সন্তান জননীকে হারাইয়াছে, জননীর স্নেহমমতা যে এখনও ভুলিতে পারে নাই, যাহার চিত্তফলকে পবিত্র মাতৃচিত্র এখনও অঙ্কিত আছে, তাহার পক্ষে বিমাতাকে মাতৃস্থানীয় মনে করা কর্ত্তব্য হইলেও ততটা সহজ হয় না; তবে সুশিক্ষার বলে প্রথম হইতে এরূপ ভাব পোষণ করা যাইতে পারে।

জননীর শত তিরস্কারেও সন্তান তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হারায় না এবং সন্তানের গুরুতর অপরাধও জননীর নিকট ক্ষমার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তোমাদের উভয়ের মধ্যে ঈদৃশ ভাব

পোষণ বাঞ্ছনীয় ও সুখের কারণ হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শিক্ষা দীক্ষা দ্বারা অন্তর পবিত্রীকৃত হইলেও হৃদয়ের নিভৃত স্থানে যেন একটু দূষিত দ্বিভাব প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত থাকে এবং সুযোগ পাইলেই উহা উভয়ের বিবেক বুদ্ধিকে মধ্যে মধ্যে কলুষিত করে, ইহা প্রায় দেখা যায়। তুমি বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও তোমার সম্মান অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা তোমার পুত্রের যেমন কর্ত্তব্য, বয়ঃজ্যেষ্ঠ হইলেও তাহার প্রতি পবিত্র পুত্রবাৎসল্য প্রদর্শন তোমারও সেইরূপ কর্ত্তব্য।

মোট কথা, তোমরা প্রত্যেকেই আপন আপন সুখ দুঃখের জন্য অনেকটা দায়ী। সদ্ব্যবহার প্রদর্শনে শত্রুকেও মিত্র করিয়া নির্ম্মলশান্তি উপভোগ করা যায়, পক্ষান্তরে, ব্যবহারের দোষে মিত্রকে শত্রু দেখিয়া অশান্তি অনলে দগ্ধ হইতে হয়। এইরূপে আমরা ব্যবহারের দোষে প্রকৃত শান্তির পথ ছাড়িয়া ও আপাতরম্য অশান্তির পথে পড়িয়া নিজ নিজ জীবন দুঃখময় করিয়া তুলি। *

* এককালে যেখানে কুন্তী ও মাদ্রীসুতগণ অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহে আবদ্ধ থাকিয়া শান্তিরাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন ; যেখানে পাণ্ডু মাহিষীদ্বয় সপত্নীভাব পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরের প্রতি সৌখ্যভাব সংরক্ষণে যত্নবতী হইতেন, এবং সপত্নীপুত্রের প্রতি কদাচ দ্বিভাব দেখাইতেন না ; যেখানে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পিতার দ্বিতীয় দার পরিগ্রহে সহায়তা করিয়া এবং বিমাতৃসন্তানগণের রাজ্য প্রাপ্তিতে বিঘ্ন না ঘটে, তজ্জন্য স্বয়ং দার পরিগ্রহ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, যুগধর্ম্মে আজ সেখানে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দূরের কথা, সহোদর ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিজাতীয় বৈরিভাব ও সপত্নীগণ মধ্যে স্বাভাবিক শত্রুতা প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে পিতা দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিলেই পুত্রের শত্রুস্থানীয় হন এবং সপত্নীপুত্র ও বিমাতা পরস্পর পরস্পরকে নিজ নিজ সুখ শান্তির অন্তরায় ভাবেন।

পুত্রবধূর প্রতি।

পুত্রবধূর প্রতি আপন কন্যার ন্যায় আচরণ করিবে। বধূ তোমার বড় সাধের সামগ্রী। যখন তোমার পুত্র শিশু, তখন হইতেই মনে মনে সাধ করিয়াছিলে, "ছেলে বড় হ'লে এর বিয়ে দিয়ে ঘরে বৌ আন্‌ব।" তোমার সে সাধ এখন মিটিয়াছে। সেই সাধের বস্তু বধূকে এখন গৃহে আনিয়াছ। অতএব এরূপ বধূর প্রতি অন্যায় ব্যবহার কিরূপে সম্ভব হয়? অনেক শ্বশ্রূ এই আদরের বস্তু পুত্রবধূর প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়া নিন্দিতা হন। তাঁহাদের মন অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ; বধূকে কিছুতেই আপন ভাবিতে পারেন না। বধূ আনিবার পূর্ব্বে যে ভাব ছিল, পরে আর তাহা দেখা যায় না। অনেকে প্রথম হইতেই আশানুরূপ সেবা ও যত্ন না পাইয়া, বধূর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। সর্ব্বদা মনে রাখিবে, তোমার বধূ তোমা অপেক্ষা অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞা। বিশেষতঃ শ্বশুরালয়ে আসিয়া প্রথম হইতেই পরিজনগণের প্রতি যথারীতি সম্মান-প্রদর্শন বালিকার পক্ষে অসম্ভব। আপন ভাবিয়া তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার কর, ক্রমশঃ বধূও তোমাকে আপন জ্ঞানে ভক্তি করিতে শিখিবে। আপন কন্যার ন্যায় তাহাকে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিবে। কোন কোন নারী আপন কন্যাকে কোন বিষয়ে বার বার শিক্ষা দিতে বিরক্তি প্রকাশ করেন না; কিন্তু বধূকে একাধিকবার বলিতে হইলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হন।

এরূপ আচরণ হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতার পরিচয় প্রদান করে ; বধূকে মাতার চক্ষে দেখিবে। তাঁহার সম্বন্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে, নিরপেক্ষভাবে সে বিষয়ে বিবেচনা করিবে। কোন কোন শ্বশ্রূ, বধূ কোন অন্যায় করিয়াছে শুনিয়াই, তাহার উপর বিজাতীয় কোপ প্রদর্শন করেন ; ন্যায় অন্যায় বিচার করেন না। সর্ব্বদা যেন বধূর ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ান। শ্বশ্রূর এরূপ ব্যবহার বড়ই ঘৃণিত ও হৃদয়হীনতার পরিচায়ক এবং এই জাতীয় শ্বশ্রূ 'বৌ খেঁট্‌কি' নামে অভিহিতা হন। বধূর কোন কার্য্যে ক্রুটী দেখিলে, যদি ক্রুটী তাঁহার নিবুর্দ্ধিতার জন্য হইয়া থাকে বুঝিতে পার, তবে তাঁহাকে কর্কশভাবে তিরস্কার না করিয়া, মিষ্ট কথায় তাঁহার দোষ বুঝাইয়া দিবে। মনের সঙ্কীর্ণতা নিবন্ধন কোন দোষ করিলে, প্রথমতঃ ক্ষমা করিবে; এবং যাহাতে তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত হয়, সেরূপভাবে তাঁহার সহিত ব্যবহার করিবে। সদুপদেশদানে ও সদ্ব্যবহারপ্রদর্শনে সঙ্কীর্ণহৃদয়কে প্রশস্ত করা যাইতে পারে। দূষিতপ্রকৃতিসম্পন্না অনেক বধূর স্বভাবের পরিবর্ত্তন সহজে হয় না। দিবারাত্রি কলহের দ্বারা গৃহে অশান্তি না ঘটাইয়া, যে উপায়ে তাঁহাদের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে, বিশেষ বিবেচনা দ্বারা স্থির করিয়া, তাহা অবলম্বন করা বিধেয়। তোমার পুত্র তোমার প্রতি বা অন্য কাহারও প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিলে, সকল স্থলে তোমার পুত্রবধূকে তাহার কারণ মনে করিও না। তোমার পুত্রেরও প্রকৃতিগত দোষ থাকিতে পারে। মোট কথা, তোমার বধূ

পিত্রালয়ে পরিজনবর্গকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার বাটীতে আসিয়া, তোমার গৃহের পরিজনবর্গকে আপন ভাবিয়া যখন মনকে আশ্বস্ত করিতেছেন, তখন তাঁহাকে তোমার কন্যাস্বরূপ জ্ঞান করা উচিত। তাঁহার উপর অন্যায় অত্যাচার করিলে, অসহায়া বালিকা কাহাকে আপন ভাবিয়া থাকিবেন?

নারীর প্রধান প্রধান কর্ত্তব্য যথাসাধ্য বর্ণন করিলাম। এবার, বোধ হয়, মনে মনে কর্ত্তব্যপরায়ণা হইতে প্রতিজ্ঞা করিতেছ। কর্ত্তব্য পালন করিয়া তোমাকে, তোমার স্বামীকে, তোমার পরিজনবর্গকে, তোমার দেশবাসীকে নরকের দ্বার হইতে ফিরাইতে ইচ্ছা করিতেছ—ইহলোকে সুখ ও পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ কামনা করিতেছ। অবশ্য তোমার কামনা সফল হইবে। অজ্ঞানাবস্থায় যাহা করিয়াছ, তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর! আমাদের ধর্ম্মহীনতাই যে বর্ত্তমান দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। আমরা কর্ত্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছি বলিয়াই, ধর্ম্ম আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং অসহায় দেখিয়া কখন দুর্ভিক্ষরাক্ষস, করাল মুখব্যাদান করিয়া, কোটি কোটী নরনারীকে গ্রাস করিতেছে; কখন অকালমৃত্যু, সুকুমার প্রফুল্লআনন শিশু-সন্তানকে মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্যুত করিয়া, অভাগিনীকে শোক-সাগরে ভাসাইতেছে। আমাদের বঙ্গমাতার আর সে শ্রী নাই; ভূমির সে উৎপাদিকাশক্তি নাই; ধনধান্য সকল যেন কোন দুর্লক্ষ্য শক্তিবলে অন্তর্হিত হইতেছে। ধর্ম্ম চলিয়া গিয়াছেন; অতএব রক্ষকশূন্যা দেখিয়া যেন কোন মায়াবী, মাতার শোণিত শোষণ করিতেছে, আর তিনি ক্রমশঃ কৃশা ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন, আমরা মায়ের ক্ষুধাতুর সন্তানগণ মাতৃদুগ্ধে বঞ্চিত হইতেছি। আমাদের এখন অন্তঃসারশূন্য বাহিরের ঠাটমাত্র বজায় আছে। রাশি রাশি ধনোপার্জ্জন করিলেও, কি জানি কোথা দিয়া সব চলিয়া যায়, এবং আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ চাহিয়া থাকি। আমাদিগকে ধর্ম্মহীন, হীনবল ও হৃতসর্ব্বস্ব দেখিয়া, পাপআকাঙ্ক্ষারূপ পিশাচীগণ, হৃদয় কলুষিত করিতে সঙ্কুচিতা হয় না। মধ্যে মধ্যে হিংসাপরবশ ক্ষুধিত সন্তানগণ, পরস্পর

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়া, নানাবিধ পাপানুষ্ঠান করিলে, মা আর সহ্য করিতে না পারিয়া অস্থির হইয়া উঠেন; অমনি শত শত সন্তান ক্রোড়চ্যুত হইয়া প্রাণ হারায়। হে প্রভো! এখন বুঝিয়াছি, কর্ত্তব্যহীন অনাচারী আমরাই আমাদের সর্ব্বনাশের হেতু। হে সর্ব্বনিয়ন্তা! এখন এই প্রার্থনা, আমাদের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে যেন মতি হয়, এবং ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া আমরা যেন এই অশান্তির লীলাভূমিকে শান্তিময় করিতে পারি।

শান্তি! শান্তি! শান্তি!

পরিশিষ্ট।

পতিব্রতা উপাখ্যান।

কৌশিকনামে একজন ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বেদাদি নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। একদিন উক্ত ব্রাহ্মণ এক বৃক্ষতলে বেদপাঠ করিতেছেন, এমন সময় এক বলাকা, বৃক্ষশাখা হইতে তাঁহার গাত্রে বিষ্ঠাত্যাগ করিল। তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণ ক্রোধান্বিত হইয়া বলাকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র, সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। পক্ষী নিহত হইয়াছে দেখিয়া, ব্রাহ্মণ নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং আমি ক্রোধপরবশ হইয়া নিতান্ত অন্যায় করিয়াছি, এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

পরে তপোধনাগ্রগণ্য কৌশিক, অনুতপ্তহৃদয়ে ভিক্ষার্থ গ্রামে প্রবেশপূর্ব্বক দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি এক গৃহস্থের গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষাপ্রার্থনা করিলে, ঐ গৃহস্থপত্নী বলিলেন, "ঠাকুর! একটু অপেক্ষা করুন, আমি ভিক্ষা আনিতেছি। এই বলিয়া গৃহিণী গৃহমধ্যে গিয়া ভিক্ষা আনিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় তাঁহার পতি ক্ষুধাতুর হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। পতিব্রতা রমণী, স্বামীকে আগত দেখিয়া, ব্রাহ্মণকে ভিক্ষাপ্রদান না করিয়াই পাদ্য, আচমনীয়,

আসন ও বিবিধ সুমধুর ভক্ষ্যদ্বারা অতিবিনীতভাবে স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন। ঐ রমণী প্রতিদিন স্বামীর উচ্ছিষ্ট ভোজন ও অনন্যমনা হইয়া সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা ও তুষ্টিসাধন করিতেন। তিনি একজন কর্ত্তব্যপরায়ণা, গৃহকার্য্যে দক্ষা ও কুটুম্বহিতৈষিণী ছিলেন। সর্ব্বদা একমনে দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবা করিয়া কালযাপন করিতেন।

পতিব্রতা, স্বামীর সেবা করিতে করিতে যেমন ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন, অমনি তাঁহার পূর্ব্বের কথা মনে হইল এবং অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া, ভিক্ষা দিবার জন্য ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ রোষকষায়িতলোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "রমণি! তুমি কি জন্য আমায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া চলিয়া গেলে?—বিদায় করিলে না কেন?" পতিব্রতা, ব্রাহ্মণকে ক্রোধোদ্দীপ্ত দেখিয়া, বিনয়-সহকারে বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি স্বামীকে পরমদেবতা বলিয়া জানি। তিনি ক্ষুধাতুর ও পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন, তাই আমি এতক্ষণ তাঁহার সেবা করিতেছিলাম।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণকে গুরু বলিয়া জান না, কিন্তু কেবল স্বামীকে গুরুতর বলিয়া জ্ঞান কর। গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়া ব্রাহ্মণের এরূপ অবমাননা করা অনুচিত। হে গর্ব্বিতে! মানুষের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রও ব্রাহ্মণকে মান্য

করেন। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমি বৃদ্ধগণের নিকট উপদেশ পাও নাই। ব্রাহ্মণেরা অগ্নিতুল্য, উঁহারা মনে করিলে, সমস্ত জগৎ ধ্বংস করিতে পারেন।”

পতিব্রতা বলিলেন, “তপোধন! ক্রোধ পরিত্যাগ করুন; আমি বলাকা নহি, আপনি ক্রোধদৃষ্টিদ্বারা আমার কি করিবেন? আমি কখন দেবতুল্য ব্রাহ্মণের অবমাননা করি না। যাহা হউক, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি ব্রাহ্মণের তেজ ও মাহাত্ম্যের বিষয় অবগত আছি।” এই বলিয়া কয়েকটী দৃষ্টান্তদ্বারা ব্রাহ্মণের প্রভাব বর্ণনা করিয়া পুনরায় বলিলেন “আমি ব্রাহ্মণগণের বহুবিধ প্রভাবের বিষয় শুনিয়াছি। তাঁহারা যেমন ক্রুদ্ধ হন, সেইরূপ প্রসন্ন হন। দেব! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন! আমার মতে পতিসেবাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ম্ম এবং স্বামী সমুদায় দেবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। আমি অবিচলিতভক্তিসহকারে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়া থাকি। তাহার ফল প্রত্যক্ষ দেখুন। আপনি যে ক্রোধানলে বলাকা দগ্ধ করিয়াছেন, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি।”

তৎপরে পতিব্রতা, ব্রাহ্মণের নিত্যধর্ম্মবিষয়ে কিছু বলিয়া কৌশিককে বলিলেন, “আপনি বিদ্বান্, সদাচারপরায়ণ ও ধর্ম্মজ্ঞ হইলেও যথার্থ ধর্ম্ম জানেন না। যদি প্রকৃতধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত না থাকেন, তবে মিথিলায় গিয়া ধর্ম্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করিবেন। ঐ ব্যাধ সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও সতত পিতামাতার সেবা করিয়া থাকে। হে ব্রাহ্মণ! অবলাগণ ধার্ম্মিকদিগের

অবধ্য; অতএব স্ত্রীস্বভাবসুলভ আমার এই বাচালতাদোষ মার্জ্জনা করুন।”

ব্রাহ্মণ বলিলেন, “পতিব্রতে! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, আমার ক্রোধেরও শান্তি হইয়াছে। তোমার তিরস্কারে আমার অনেক মঙ্গল হইল; তোমার মঙ্গল হউক।” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন।

সতীর ক্ষমতা।

কোন এক দেশে এক কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী একজন সাধ্বী পতিব্রতা রমণী ছিলেন। স্বামী ও স্ত্রীভিন্ন তাঁহাদের সংসারে আর তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। রোগাতুর, চলচ্ছক্তিহীন স্বামীর সেবাশুশ্রূষা, সাংসারিক সমস্ত কার্য্য ও উভয়ের জীবিকানির্ব্বাহ কুষ্ঠীরমণীকেই করিতে হইত। সাধ্বী অতি প্রত্যূষে উঠিতেন এবং গৃহকার্য্য সমাপনান্তর স্বামীর বিষ্ঠামূত্রাদি পরিষ্কার করিয়া ভিক্ষার্থ বহির্গত হইতেন। সমস্ত দিবস ভ্রমণের পর, সন্ধ্যার সময় বাটী ফিরিয়া আসিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্ন পাক করিতেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক স্বামীকে ভোজন করাইয়া, অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং ভোজন করিতেন। ভিক্ষার্থ গমনকালে রমণী, স্বামীকে রাস্তার একপার্শ্বে বসাইয়া রাখিয়া যাইতেন। কুষ্ঠীও পথিকগণকে আপন অবস্থা জানাইয়া, তাহাদের নিকট

হইতে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেন। একদিন কুষ্ঠী পথপার্শ্বে বসিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্কে পার্শ্বে পতিত গোটাকয়েক বাঁশের সরু খোঁচা লইয়া রাস্তার উপর পুতিলেন। সন্ধ্যার পর সেই পথ দিয়া একজন ঋষি গমন করিতেছিলেন এবং তাঁহার পায়ে খোঁচা যেমন বাজিল, অমনি ব্রাহ্মণ ক্রোধে দীপ্ত হইয়া, "যে এই কার্য্য করিয়াছে, তাহার যেন কল্যই মৃত্যু হয়" এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন। কুষ্ঠী-রমণী কিয়দ্দূর হইতে এই শাপ শুনিতে পাইলেন এবং উক্ত কার্য্য তাঁহার স্বামী কর্ত্তৃক হইয়াছিল এই অনুমানে দ্রুতপদে গিয়া সেই ব্রাহ্মণের পদে পতিত হইলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার ক্রোধের শান্তি হইল না। তখন পতিপ্রাণা রমণী, ঈশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন, "হে পরমেশ্বর! আমি যদি যথার্থ সতী হই,—পতিপদে যদি আমার মতি থাকে, তাহা হইলে এই রজনী যেন প্রভাত না হয়।" বাস্তবিক, সে রজনীর অবসান হইল না। সতীর বাক্য কিছুতেই মিথ্যা হইবার নয় বুঝিয়া, সূর্য্যদেব উদয়াচলে গমন করিলেন না। নিশাবসান না হওয়ায়, মর্ত্ত্যলোকে সকল কার্য্য বন্ধ হইল। সূর্য্যের অনুদয়ে সৃষ্টিনাশ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ সতীর দ্বারস্থ হইলেন, এবং বলিলেন, "মা! তোমার নিকট একটী প্রার্থনা আছে। তুমি একজন যথার্থ সতী রমণী। সতীর বাক্য অলঙ্ঘনীয়, সেই জন্য তোমার প্রার্থনানুসারে এই রজনী প্রভাতা হইতেছে না। কিন্তু প্রায়

সৃষ্টিনাশ হয়; অতএব আমাদের ইচ্ছা, তুমি তোমার প্রার্থনা প্রত্যাহার কর।” সতী বলিলেন, “দেবগণ! আমার পতি ব্রাহ্মণের নিকট কোন জ্ঞানকৃত অপরাধ করেন নাই; কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার প্রতি অন্যায় অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন। নারীজাতির পতিই একমাত্র সম্বল; পতিসেবাই তাহাদের একমাত্র উদ্ধারের ভরসা। এরূপ স্থলে পতির জীবনরক্ষার্থ আমি যে এরূপ প্রার্থনা করিয়াছি, তাহা বোধ হয়, আপনাদের নিকট অসঙ্গত বোধ হয় না। আপনাদের আদেশ অবশ্য প্রতিপাল্য বুঝিয়াও তৎপালনে অক্ষম হইতেছি; কারণ, পতির জীবনরক্ষা তদপেক্ষাও গুরুতর বলিয়া মনে করি। তবে যদি সেই ঋষি তাঁহার শাপ প্রত্যাহার করেন, তাহা হইলে আমিও আমার প্রার্থনা প্রত্যাহার করিব।” সতীর বাক্যের প্রত্যুত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া, দেবগণ সেই ঋষির অন্বেষণে বহির্গত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তৎসমভিব্যাহারে তথায় প্রত্যাগমন করিলেন। শাপ প্রত্যাহারের কথা বলা হইলে, ব্রাহ্মণ বলিলেন, “শাপ ফিরিবে না, তবে সতী যদি উঁহার অর্দ্ধেক জীবন পতিকে প্রদান করেন, তাহা হইলে আমারও শাপ বজায় থাকে, এবং সতীরও উদ্দেশ্য সফল হয়। অবশেষে তাহাই স্থির হইল; সতী সহাস্যবদনে আপন জীবনের অর্দ্ধেক পতিকে প্রদান করিলেন। দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া সতীকে বর দিলেন যে, তাঁহার পতি অচিরে দিব্যবপু প্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহাদিগকে আর দারিদ্র্য ভোগ করিতে হইবে না। দেবগণ স্ব স্ব

স্থানে চলিয়া গেলেন ; সূর্য্যদেব উদয়াচলে গিয়া উদিত হইলেন ; জীবলোক আনন্দপূর্ণ হইল, এবং দেবতার বরে কুষ্ঠী অচিরে রোগমুক্ত হইয়া দিব্যদেহ প্রাপ্ত হইলেন ও তাঁহাদের অবস্থা ক্রমশঃ ফিরিয়া গেল।

পণ্ডিতরমণী।

কোন এক সময়ে নবদ্বীপে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাস করিতেন। ঐ সময়ে উক্ত অঞ্চলে তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আর ছিল না। রাজসভায় তাঁহার বেশ প্রতিপত্তি ছিল। মনে করিলে তিনি যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার অর্থলালসা কিছুমাত্র ছিল না। যাহা কিছু প্রাপ্ত হইতেন, সংসারযাত্রানির্ব্বাহ ও ছাত্রদিগের আহার্য্যাদি যোগাইতে তৎসমস্তই ব্যয়িত হইত। তাঁহার পত্নী, ধর্ম্মপরায়ণা সাধ্বী রমণী ছিলেন। পতিপদে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। পণ্ডিত সমস্ত দিবস ছাত্রদিগের সহিত শাস্ত্রচর্চ্চায় রত থাকিতেন এবং তাঁহার গুণবতী পত্নী যাবতীয় সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাকে প্রায় প্রতিদিন ৭০।৮০ জন ছাত্রের অন্ন যোগাইতে হইত। টোলের ছাত্রগণ তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবীর ন্যায় ভক্তি করিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, এতবড় পণ্ডিতের পত্নী, হস্তে রাঙ্গা সূতা ভিন্ন দেহে আর কোন অলঙ্কার ধারণ করিতেন না।

প্রতিদিবস প্রাতঃকালে পণ্ডিতের পত্নী গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। একদিন তিনি যে ঘাটে স্নান করিতেছিলেন, রাজমহিষীও দাসীগণ-পরিবৃতা এবং নানালঙ্কারভূষিতা হইয়া, স্নান করিবার জন্য তথায় আসিলেন। রাণী জলে নামিয়া, গলদেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া গাত্রমার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত-রমণী স্নানের কার্য্য শেষ করিয়া, তীরে দাঁড়াইয়া এক-কলসী গঙ্গাজল তুলিতেছিলেন, এমন সময় মহিষী হঠাৎ অস্থির ভাব দেখাইলেন; বোধ হইল, যেন নাসিকা ও মুখবিবরে হঠাৎ জল প্রবেশ করায় হাঁফাইয়া উঠিলেন। অধিকক্ষণ আর জলে না থাকিয়া দ্রুতবেগে প্রায় ২০।২৫টী সিঁড়ি পার হইয়া, চাতালের উপরে আসিয়াই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। একটা ভয়ানক কোলাহল উত্থিত হইল। চতুর্দ্দিক লোকে লোকারণ্য। দাসীগণ রাণীকে বেষ্টন করিয়া বসিল। কেহ বাতাস দিতে লাগিল, কেহ গায়ে পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল এবং কেহ বা মৃদুবচনে, তাঁহাকে সম্বোধন করিতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে রাণীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। ব্রাহ্মণী এতক্ষণ জলের কলসী কক্ষে লইয়া, সবিস্ময়ে সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিতেছিলেন। রাণীকে প্রকৃতিস্থা দেখিয়া, কয়েকজন দাসী ব্রাহ্মণীকে ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল। 'ওই মাগী না অমন ক'রে ঢেউ দিয়ে জল তুল্‌বে, আর রাণী মা'র না এমন হ'বে! আস্পর্দ্ধা দেখ! তবু হাতে একগাছি রাঙ্গা সূতো; এক আধখানা গয়না থাক্‌লে না জানি কি ক'র্‌ত!' এই

বিদ্রূপাত্মক বাক্য শুনিয়া, পণ্ডিতরমণী সদর্পে বলিলেন, "দেখ্, তোদের রাণীর গায় যে লক্ষ টাকার হীরা জহরত আছে, উহা যদি সমস্ত খসে, তাতে নবদ্বীপের কোন ক্ষতি হবে না; কিন্তু আমার হাতের এই রাঙ্গা সূতো নবদ্বীপ আলো করে আছে; এই সূতো যেদিন খ'স্‌বে, সেদিন নবদ্বীপ অন্ধকার হবে। তোদের রাণী যা হ'ক্ একজন মেয়ে বটে! ওর রকম দেখে অবাক্ হ'য়ে র'য়েচি। হয় একটু ঢেউই লেগেছিল; তাতেই একেবারে মূর্চ্ছা! আবার মূর্চ্ছা ধ'র্‌বার কায়দা কেমন! পাছে জীবনের হানি হয়, তাই জলে ধর্‌তে পার্‌লে না! শোবার কষ্ট হবে ব'লে, সিঁড়ির উপর ধ'র্‌তে পার্‌লে না! ধ'র্‌লে এসে চওড়া চাতালের উপর; সেখানে শোবার কষ্ট হবে না! যাকে তাকে ত ধরা নয়! এ যে রাজরাণী, ধ'র্‌বার একটু ব্যবস্থা চাই বই কি! যা হ'ক্ এ বয়সে অনেক মেয়ে দেখ্‌লাম; এমনটি কোথাও দেখি নাই! রাজার ঘরে সবই সাজে।"

ব্রাহ্মণীর এই উচিত উত্তর শুনিয়া, রাণী ক্রোধে ও অভিমানে অধীর হইয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। অতি দ্রুতপদে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন। সংবাদ পাইয়া রাজা শীঘ্র সভাভঙ্গপূর্ব্বক অন্দরে আসিলেন। ক্রোধাগারের সম্মুখে আসিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলে, রাণী দ্বার খুলিলেন। একজন দাসী, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই রাজার নিকট নিবেদন করিল। রাজা বলিলেন, "পণ্ডিতরমণী। য ব'লেচেন, তা অসঙ্গত নয়। বাস্তবিক একজন রাজা গেলে,

আবার রাজা হবে ; সিংহাসন শূন্য থাকবে না। কিন্তু এমন একজন পণ্ডিত গেলে আর হবে না ; আমাদের পণ্ডিতমহাশয় একজন অদ্বিতীয় লোক।" এই বলিয়া রাজা নানাপ্রকারে রাণীকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাণী কিছুতেই কর্ণপাত না করিয়া, কোনরূপে উহার প্রতিশোধ লইবার জন্য রাজাকে পুনঃ পুনঃ জেদ্ করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, "পণ্ডিত অর্থলালসাশূন্য ; কোন রকমে যদি অর্থের প্রতি তাঁর লোভ জন্মাইতে পারা যায়, তাহা হইলে একদিন এর প্রতিশোধ লওয়া যাইতে পারে।"

একদিন প্রাতে বেড়াইতে বেড়াইতে রাজা, পণ্ডিতের টোলে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। একটী তালপত্রাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র কুটীর মধ্যে পণ্ডিত কতিপয় ছাত্রকে পাঠ বলিয়া দিতেছেন, এমন সময় রাজা গিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিত যথাবিধি সম্ভাষণাদি দ্বারা রাজাকে তুষ্ট করিয়া, সম্মুখস্থ কুশাসনোপরি বসিতে অনুরোধ করিলেন। আসনে উপবেশন করিবার কিছুক্ষণ পরে রাজা বলিলেন, "ছাত্রদের প্রতি আপনার যথেষ্ট যত্ন ও আপনার প্রতি উহাদিগের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কথা শুনিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। আপনার যদি কোনরূপ অসঙ্গতি থাকে বলুন, অবিলম্বে তাহা পূরণ করিয়া দিব।" এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত উত্তর করিলেন "এক্ষণে আমার কোন অসঙ্গতি নাই ; ন্যায়ের টীকার মধ্যে যাহা একটু ছিল, গতরাত্রে তাহা পূরণ করিয়াছি।" প্রত্যুত্তরে রাজা বলিলেন, "আমি

নারীধর্ম্ম]　　　　　　　　　　　　　　　　[৯২ পৃষ্ঠা

সাংসারিক অভাবসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি। পণ্ডিত বলিলেন, "সংসারের খবর বড় আমি রাখি না; এ সব ব্রাহ্মণীর নিকটেই পাইবেন।" ইহা শুনিয়া রাজা একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন এবং পণ্ডিত তাহা বুঝিতে পারিয়া পুনরায় বলিলেন, "আপনি রাজা, পিতৃতুল্য; ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।" ইহা শুনিয়া রাজা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! আপনাদের কিছু অসঙ্গতি আছে কি? ব্রাহ্মণী ইহা শুনিয়া আহ্লাদসহকারে বলিয়া উঠিলেন, "না বাবা! এখন কোন অভাব নাই, একটী ঘটী ও একখানি ঠেঁটির অভাব ছিল, ঈশ্বরেচ্ছায় গত কল্য সে অভাব দূর হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া রাজা আর কিছু বলিতে পারিলেন না এবং মনে মনে তাঁহাদের প্রশংসা করিতে করিতে বাটী ফিরিয়া গেলেন।

একদিন রাণী শুনিলেন, পণ্ডিতরমণী অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন। তখন মনে মনে ভাবিলেন, "ইহা এক মন্দ সুযোগ নহে। সাধ খাওয়াইতে পণ্ডিতপত্নীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিব এবং বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার পরাইয়া ও উত্তম উত্তম ভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন করাইয়া, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব। তাহাহইলে সেই বস্ত্রালঙ্কার ব্রাহ্মণী না লইয়া থাকিতে পারিবেন না।" রাজার নিকট এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, তিনি ইহাতে সম্মত হইলেন ও একটী দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বে, পণ্ডিতরমণীর নিকট নিমন্ত্রণ পাঠান হইল। যথাকালে রাণী ব্রাহ্মণীকে

আনিতে একজন দাসী পাঠাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণী পরিচারিকাসহ অন্দরে প্রবেশ করিবামাত্র রাণী সমাদরের সহিত তাঁহাকে একটী সুসজ্জিত মখমলমণ্ডিত গৃহের মধ্যে লইয়া গিয়া, রত্নাসনের উপর উপবেশন করাইলেন। রাজবাড়ীতে সাধের ধূম পড়িয়া গেল। ভারে ভারে নানাবিধ দ্রব্য আসিতে লাগিল। রাণী স্বহস্তে পণ্ডিত-পত্নীর পা-দুখানি অলক্তকরাগে রঞ্জিত করিয়া, বিবিধরত্নখচিত বহু-মূল্য একখানি বসন পরিধান করিতে দিলেন; এবং তৎপরে স্বয়ং নানাবিধ উৎকৃষ্ট অলঙ্কারের দ্বারা তাঁহাকে সাজাইলেন। একেই সতীর স্বাভাবিক দিব্যকান্তি; তাহার উপর উত্তম উত্তম অলঙ্কার ধারণ করায়, তাঁহাকে দেবীমূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। সক-লেই একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। রাণী ব্যস্ত হইয়া অন্য একটী ঘরে গিয়া উৎকৃষ্ট ভোজ্যসকল স্বর্ণপাত্রে সাজাইতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময় রাজা অন্দরে প্রবেশ করিলেন, এবং রাণীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "কই মহিষি! আমার মাকে কেমন সাজালে একবার দেখি!" এই বলিয়া রাজা, পণ্ডিতরমণী যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া তাঁহার দিকে যেমন নেত্রপাত করিলেন, অমনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "মরি, মরি! মা আমার কেমন সেজেছেন! আজ রাজপুরী কৈলাসপুরী বলে বোধ হচ্চে। আজ আমি ধন্য হ'লাম! এ সব অলঙ্কার এ দেহেতেই শোভা পায়।" এই বলিয়া রাজা কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে রাণী ভোজনব্যাপারের বিধিমত বন্দোবস্ত করিয়া পণ্ডিতরমণীর নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহার হস্তে ধরিয়া ভোজনগৃহে লইয়া

গেলেন। ব্রাহ্মণী উঠিয়া যাইবার সময় বাম-হস্তে তাঁহার ঠেঁটিটি লইয়া যাইতে ভুলেন নাই। লজ্জাজন্য পাছে তাঁহার ভোজনের ব্যাঘাত হয়, এই নিমিত্ত সকলে তথা হইতে সরিয়া গেল। ব্রাহ্মণী ভোজন সমাপন করিয়া, আপনার ঠেঁটিটি পরিধান করিলেন এবং রাণীপ্রদত্ত বসনভূষণ সমস্তই পরিত্যাগপূর্ব্বক হস্তে লইয়া এক ধারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ পরে রাণী তথায় আসিলে ব্রাহ্মণী বলিলেন, "মা! এখন আমি বাড়ী যাই, অনেক কাজ পড়ে আছে; আপনার কাপড়গহনা নিন্।" রাণী বলিলেন, "সে কি মা! এ সব আপনাকে দিয়েছি, এখন এ সব আপনার; আমি কি নিতে পারি।" তদুত্তরে পণ্ডিতরমণী বলিলেন, "না, মা এ সব ল'য়ে গিয়ে কাজ নাই, রাজার ঘরেই এ সব সাজে। রেতের বেলা ঘুম হবে না; হয় ত কোন দিন এর জন্য প্রাণ হারাতে হবে।" এই বলিয়া পণ্ডিতরমণী বস্ত্রালঙ্কার আসনোপরি রাখিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। আমূল সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া, সকলে পণ্ডিত-পত্নীর ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সুখ সুখ করিয়া খুঁজিলে সুখ পাওয়া যায় না; সুখভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিলেই আপনা হইতেই বিমল সুখ আসিয়া উপস্থিত হয়। অর্থ অর্থ করিয়া যে সর্ব্বদা পাগল, অর্থ তাহার নিকট আসে না; কিন্তু যাহার অর্থের প্রতি লোভ নাই, অর্থ কোথা হইতে আসিয়া তাহাকেই জড়াইয়া ধরে। যাহার যে বস্তুতে আসক্তি নাই, তাহার নিকট সেই বস্তু আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহা সংসারের এক বিচিত্র নিয়ম।

সতীরত্ন।

প্রায় একশত বৎসরের কথা। তখনও ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট আইন করিয়া এ দেশ হইতে সতীদাহপ্রথা তুলেন নাই। এক দিন অপরাহ্নে ত্রিবেণীর সন্নিকটস্থ গঙ্গার কোন ঘাটে একটা জনতা দেখা গেল। অনেকেই সেই জনতাভিমুখে ধাবিত হইতেছেন দেখিয়া আমাদিগের কোন আত্মীয়ের একজন বন্ধু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহাদিগের সহযাত্রী হইলেন। পথে একজন সাহেব সস্ত্রীক আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিশিলেন। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া তাঁহারা দেখিলেন, জনতার এক পার্শ্বে গঙ্গার দিকে একটি মৃতদেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত রহিয়াছে এবং এক-জন প্রৌঢ়া রমণী শবের চরণপ্রান্তে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে চরণধূলি লইয়া মস্তকে অনুলেপন করিতেছেন। অদূরে ধূলিধূসরিত একটি বালক দণ্ডায়মান হইয়া অজস্র অশ্রু মোচন করিতেছে এবং রমণীর পৃষ্ঠ ধরিয়া আর একটি রোরুদ্যমান বালক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহাদিগের কোমলকণ্ঠ নিঃসারিত আবেগপূর্ণ ক্রন্দনধ্বনি এবং কাতরতাব্যঞ্জক স্থির দৃষ্টি অতীব মর্ম্মস্পর্শী। চতুর্দ্দিকস্থ ব্যক্তিগণ যেন কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অনতিবিলম্বে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী দুইজন কনষ্টেবল সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। পুলিশ আসিয়া মৃত ব্যক্তির নাম ধাম ইত্যাদি, তাঁহার স্ত্রীর নাম ও বয়স এবং তাঁহাদিগের সন্তান কয়টি লিখিয়া লইয়া

কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তদুত্তরে স্ত্রীলোকটি বলিলেন, “আমি স্বেচ্ছায় স্বামীর সঙ্গে যাইতেছি, কেহ আমাকে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত করে নাই। আমাদের অবর্ত্তমানে ছেলে দুইটির কষ্ট হইবে সত্য, কিন্তু আমি উহাদের মায়ায় পড়িয়া পরকালে স্বামি-সহবাসে বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা করি না। ঈশ্বর উহাদের ভরসা রহিলেন। তিনি জীবন দিয়াছেন; তিনিই আহার যোগাইবেন। পুলিশ কর্ম্মচারী এই সকল লিখিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

পূর্ব্বোক্ত সাহেব ও তাঁহার মেম এতক্ষণ তথায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। সাহেব বেশ বাঙ্গালা বুঝিতেন। এই সমস্ত শুনিয়া তিনি বুঝিলেন, স্ত্রীলোকটী মৃতব্যক্তির সহধর্ম্মিণী; সহমৃতা হইতে আসিয়াছেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, স্ত্রীলোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার আত্মীয়গণ স্বার্থসাধনের জন্য তাহাকে সহমৃতা হইতে বাধ্য করিত। কিন্তু উক্ত স্ত্রীলোকটির মুখে ২।১টি কথা শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন এবং সন্দেহ নিরাকরণের জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মা, আপনি কেন এমন কার্য্য করিতেছেন? আত্মহত্যা মহাপাপ, আপনাদের শাস্ত্রে কি ইহা লিখা নাই? স্বার্থপর নিষ্ঠুর ব্যক্তিগণ আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরূপ ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। মরিলে স্বামীর সহিত দেখা হইবে, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত কথা। বরং আত্মহত্যা-জনিত পাপের জন্য ঈশ্বরের নিকট দণ্ডগ্রহণ করিতে হইবে। অতএব আপনি ক্ষান্ত হউন। আপনার অবস্থা ভাবিয়া আমাদের বড় কষ্ট হইতেছে।

এই বলিয়া সাহেব নিরস্ত হইলেন। রমণীর মুখমণ্ডল ক্রমে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; চক্ষু দিয়া অভূতপূর্ব্ব তেজ বাহির হইতে লাগিল। স্থিরভাবে কিছুক্ষণ সাহেবের দিকে চাহিয়া সতী উত্তর করিলেন, 'বাবা, তোমরা ইংরেজ, তোমাদের ভাব স্বতন্ত্র। তোমরা আমাদের শাস্ত্রের মর্ম্ম কিছুই বুঝ না; তোমাদের বুঝিবার শক্তিও নাই। সেকালের মুনিঋষিরা আমাদের শাস্ত্র করিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা ধ্যানে বসিয়া ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বলিয়া দিতেন। তাঁহাদের হিংসা, দ্বেষ, রাগ কিছুই ছিল না। তাঁহাদের গুণে বাঘ ভালুক পর্য্যন্ত বাধ্য হইত। স্বামী ও স্ত্রীর মিলন আত্মার মিলন। হিন্দু নারী সেই পবিত্র মিলনের ভাব বেশ বুঝিয়া নশ্বর দেহ তুচ্ছজ্ঞানে মরিতে ভীতা হয় না ও পরজগতে স্বামীর সহিত মিলিবার আশায় সংসারের মায়া কাটাইতে অনায়াসে সমর্থ হন। স্বামী যতদিন জীবিত থাকেন, হিন্দু নারী স্বামীসেবা ভিন্ন আর কিছুই জানেন না এবং তদ্গতমানসা হইয়া সেই পতিরূপী হরির আরাধনায় সতত ব্যস্ত থাকেন।'

ইতিমধ্যে চিতা সজ্জিত হইলে আত্মীয়গণ শব লইয়া তদুপরি যথাবিধি শায়িত করিলেন এবং সতী চিতাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এমন সময়ে রমণীর পুত্র দুইটি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। তাহাদিগের তৎকালীন ভাব দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী অশ্রুবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। জননীর কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল। রমণী বেগে দৌড়িয়া গিয়া তাহাদের গলা

জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই সতী রোদনবেগ সংবরণ করিয়া সাহেবকে বলিলেন, 'বাবা, পতি, পুত্র লইয়া সংসারধর্ম্ম করা আমার কপালে নাই। আমাদের অবর্ত্তমানে পুত্রদুইটির কষ্ট হইবে সত্য, কিন্তু সে কষ্ট অধিক দিন স্থায়ী হইবে না। আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান উহাদিগকে সুখী করিবেন। কিন্তু যদি উহাদের মায়ায় পড়িয়া আজ আমি স্বামিসহগমনে বিরত হই, তাহা হইলে কর্ত্তব্যের ত্রুটিনিবন্ধন ইহকালে ও পরকালে আমাকে দুঃখভাগিনী হইতে হইবে। শত পুত্র অপেক্ষাও পতি সতী নারীর আদরের বস্তু। স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিলে সতী স্বর্গলোকে অরুন্ধতীর ন্যায় পূজ্যা হন এবং মাতৃকুল, পিতৃকুল ও শ্বশুর এই তিন কুল উদ্ধার করেন। আর বিলম্ব করা উচিত নয়। আমি গেলে তবে নাথ স্বর্গে প্রবেশ করিতে পাইবেন।' এই বলিয়া সতী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন, "বাবা, এ সময় শোক সংবরণ কর। শাস্ত্র মতে তোমাকেই আগুন দিতে হইবে। অতঃপর পতিব্রতা সহাস্যবদনে পতিচরণধূলি মস্তকে লইলেন এবং যথাবিধি সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া মুদ্রিতনেত্রে পতির বাম পার্শ্বে শয়ন করিলেন। এই সময় দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে সধবা স্ত্রীলোকগণ আসিয়া সেই নববস্ত্রপরিহিতা, অলক্তরঞ্জিতচরণা, সিন্দুরবিন্দু-পরিশোভিতা সীমন্তিনীর পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শঙ্খ মৃদঙ্গ করতাল বাজিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক হইতে ঘন ঘন হরিধ্বনি হইতে লাগিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র যথাশাস্ত্র

চিতায় অগ্নি প্রদান করিল। চিতা ধূধূশব্দে জ্বলিয়া উঠিল, পবিত্র গন্ধদ্রব্য সকল চিতায় প্রক্ষিপ্ত হইল। অচিরে অগ্নিদেব সহস্র লোলজিহ্বা বিস্তৃত করিয়া সেই পবিত্র আহুতি গ্রহণ করিলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পতিব্রতার পবিত্র নশ্বরদেহ পতিদেহের সহিত ভস্মীভূত হইল। আত্মীয়গণ ছেলে দুইটিকে সঙ্গে লইয়া বাটী ফিরিয়া গেলেন। সাহেব এতক্ষণ হিন্দু সতী-দিগের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় বিস্ময়াকুলচিত্তে চিন্তা করিতে-ছিলেন এবং 'অকৃত্রিম সতীত্ব যদি জগতে কোথাও থাকে, হিন্দুনারীগণের মধ্যেই আছে' দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই কথা বলিয়া নিকটবর্ত্তী বজরায় ফিরিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যেই উক্ত স্থান জনশূন্য হইল। কেবল আমাদের পরিচিত ভদ্রলোকটি তথায় শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন। পবনদেব মধ্যে মধ্যে আসিয়া সতীদেহাবশেষ ভস্ম মাখিয়া পূত হইতে লাগিলেন এবং কুলুকুলুনাদিনী জাহ্নবীর অনুরোধে কিছু কিছু সেই পতিতপাবনীর পবিত্রবক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন।

সাবিত্রী।

মদ্ররাজ অশ্বপতি পরম ধার্ম্মিক, সত্যনিষ্ঠ, দানশীল ও জিতেন্দ্রিয় নরপতি ছিলেন। অসীম ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, নানাবিধ সৎগুণের আকর, প্রজাবৎসল মদ্রাধিপতির কোন প্রকার মানসিক অশান্তির কারণ থাকা সম্ভব না হইলেও তিনি এক বিষয়ে বড়ই অসুখী ছিলেন। জীবনের অধিকাংশ কাটিয়া গেল, সন্তান সন্ততি কিছুই হইল না; রাজা ও রাজমহিষীর দুঃখের সীমা নাই। সন্তান কামনায় প্রতিদিন তাঁহারা গৃহদেবতা সাবিত্রী দেবীর সম্মুখে হোম করিতেন এবং লক্ষাহুতি প্রদান করিয়া অপরাহ্ণে যৎসামান্য আহার করিতেন। এইরূপে আঠার বৎসর কাটিয়া গেল। তাঁহাদের কঠোর সাধনায় প্রীত হইয়া সাবিত্রী দেবী, ব্রহ্মার অনুগ্রহে তাঁহারা এক তেজস্বিনী কন্যা লাভ করিবেন, এই বর প্রদান করিলেন। কিছুদিন পরে মহিষী গর্ভবতী হইলেন। রাজার আনন্দের সীমা নাই। রাজ পরিবারে আনন্দের তরঙ্গ বহিতে লাগিল; প্রজাগণ রাজার ভাবী মঙ্গল কামনায় নানাবিধ উৎসব সম্পন্ন করিতে লাগিল। যথাসময়ে শুভ মুহূর্ত্তে মহিষী এক অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না কন্যা প্রসব করিলেন। সাবিত্রী দেবীর অনুগ্রহে কন্যাটি পাইয়া তাঁহারা উহার নাম সাবিত্রী রাখিলেন।

রাজপুত্রী সাবিত্রী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন। যৌবনের

উন্মেষে তাঁহার লাবণ্যচ্ছটা দেখিয়া তাঁহাকে দেবকন্যা বলিয়া অনেকের ভ্রম হইত। কিন্তু তিনি অত্যন্ত তেজস্বিনী ছিলেন বলিয়া কেহই তাঁহার পাণিগ্রহণে সাহসী হইতে পারেন নাই। রাজকন্যা বালিকা বয়সেই নানাবিধ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। একাধারে রূপ, গুণ ও জ্ঞানের অসাধারণ সমাবেশ দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিল।

পবিত্রহৃদয়া সাবিত্রী প্রতিদিন দেবারাধনার পর মাতাপিতার পাদবন্দনা করিতেন। এক দিবস দেবার্চ্চনার পর সাবিত্রী যখন পিতৃচরণে প্রণাম করিতে আসিলেন, মদ্ররাজ দেবকন্যাসদৃশা স্বীয় দুহিতার কেহই পাণিগ্রহণ প্রার্থী হইতেছেন না ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে একদা মহাতপা মহর্ষি মাণ্ডব্য রাজসভায় সুলক্ষণাক্রান্তা সাবিত্রীকে দেখিয়া 'তিনি চির সধবা হইবেন' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, এবং রাজতনয়া স্বয়ং স্বীয় ভর্ত্তা মনোনীত করিয়া লইবেন, ইহাও বলিয়াছিলেন। মদ্ররাজ মহর্ষি মাণ্ডব্যের উক্ত বাক্য স্মরণ করিয়া সাবিত্রীকে বলিলেন, 'মা, তোমার সম্প্রদানকাল উপস্থিত ; কিন্তু কাহাকেও তোমার প্রার্থী দেখিতেছি না। অতএব তোমাকেই তোমার অনুরূপ ভর্ত্তা অন্বেষণ করিয়া লইতে হইবে। ভর্ত্তা মনোনীত করিয়া আমার নিকট তাঁহার নাম প্রকাশ করিলে আমি তাঁহার পরিচয় বিশেষরূপে জানিয়া তোমাকে তাঁহার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিব ; অন্যথায় আমি নিন্দনীয় হইব।'

পিতৃ-আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মদ্ররাজতনয়া কতিপয়

অমাত্য ও সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে সুবর্ণরথারোহণে পতির অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সলজ্জা সাবিত্রী পিতার আশীর্ব্বাদ লইতে ভুলিলেন না। নৃপনন্দিনী প্রথমতঃ তপোবনে গমন করিয়া মহর্ষি ও রাজর্ষিগণের চরণবন্দনা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি মাণ্ডব্যের আশ্রমে অবস্থান-কালে একদিবস ঋষিকন্যাগণের সহিত পম্পাতীরে পাদচারণা করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাজর্ষি দ্যুমৎসেন-নন্দন পরম ধার্ম্মিক গুণবান সত্যবানের সৌম্য মূর্ত্তি তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল। সাবিত্রী সত্যবানের দিকে চাহিলেন এবং সত্যবান সাবিত্রীর দিকে চাহিলেন ; উভয়ে উভয়ের হৃদয় অধিকার করিলেন।

একদিন মহারাজ অশ্বপতি সভামধ্যে উপবিষ্ট হইয়া দেবর্ষি নারদের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে সাবিত্রী মন্ত্রিগণসহ সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া উভয়ের পাদবন্দনা করিলেন। অশ্বপতি নারদকে বলিলেন, মহর্ষে, আমার কন্যাটির সম্প্রদান কাল উপস্থিত ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ ইহার পাণিগ্রহণ-প্রার্থী হইতেছেন না দেখিয়া উহাকেই সৎপাত্রের অন্বেষণে পাঠাইয়াছিলাম। পরে সাবিত্রীকে বলিলেন, মা, কাহাকে পতিত্বে বরণ করিলে প্রকাশ করিয়া বল। পিতার আদেশ পাইয়া সাবিত্রী অবনতমস্তকে করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, "পিতঃ! শাল্যদেশের অধিপতি পরম ধার্ম্মিক দ্যুমৎসেন দৈব-দুর্ব্বিপাকে অন্ধ হইয়াছেন এবং এক্ষণে শত্রু কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া একমাত্র পুত্র ও ভার্য্যা সমভিব্যাহারে অরণ্যে বাস করিয়া

তপস্যা করিতেছেন। সেই দ্যুমৎসেনসুত সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।"

মদ্ররাজ, কন্যার বচনে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া নারদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেবর্ষি অশ্বপতিকে বলিলেন, "রাজন্, সত্যবান্ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও তোমার কন্যার উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু অশেষ গুণের আধার সত্যবান্ অল্পায়ুঃ; অদ্যাবধি একবৎসর পূর্ণ হইলেই তাহার আয়ুঃ শেষ হইবে। অতএব তোমার কন্যা সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন।"

নারদের বাক্য শুনিয়া অশ্বপতি বিচলিত হইলেন এবং কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা, দেবর্ষি বলিতেছেন, অদ্যাবধি এক বৎসর পরে সত্যবানের মৃত্যু নিশ্চিত। সুতরাং তুমি সত্যবানকে ভর্ত্তৃরূপে পাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ কর।" পিতার বাক্য শুনিয়া তেজস্বিনী স্থিরপ্রতিজ্ঞা সাবিত্রী বলিলেন, "পিতঃ, আপনার সকল আদেশ শিরোধার্য্য; কিন্তু অদ্য এরূপ আদেশ করিবেন না। সত্যবান্ দীর্ঘায়ুঃই হউন বা অল্পায়ুঃই হউন, তিনি গুণবান্ হউন বা নির্গুণ হউন, যখন আমি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন তিনিই আমার একমাত্র নিয়ন্তা; তিনিই আমার প্রভু। যখন তিনি আমার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়াছেন, তখন সেখানে অন্য জনের অধিষ্ঠান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?" স্বধর্ম্মপরায়ণা স্থির-প্রতিজ্ঞা সাবিত্রীর বাক্যে প্রীত হইয়া নারদ অশ্বপতিকে বলিলেন, "রাজন্, তোমার কন্যা স্থিরবুদ্ধি; সত্য-পথ হইতে

কিছুতেই বিচলিতা হইবে না। সত্যবানের ন্যায় গুণবান পুরুষ যথার্থই বিরল। অতএব অনুমাত্র সংশয় না করিয়া সত্যবানকে কন্যা সম্প্রদান কর। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার কন্যা সধর্ম্ম প্রভাবে চিরসধবা হইবে।" নারদের বাক্য অলঙ্ঘনীয় ভাবিয়া অশ্বপতি আর কোন আপত্তি করিলেন না। দেবর্ষিও শীঘ্র পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করিতে উপদেশ দিয়া ও পুনরায় আশীর্ব্বাদ করিয়া ঊর্দ্ধমার্গে গমন করিলেন।

অনন্তর মদ্ররাজ কন্যা সম্প্রদান বিষয়ে অনন্যমনা হইয়া কতিপয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও কন্যা সমভিব্যাহারে পাদচারে অরণ্যমধ্যে দ্যুমৎসেনের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অন্ধ রাজা এক বিশাল শালবৃক্ষমূলে কুশাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে মদ্ররাজ রাজর্ষির যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে পরিচয় প্রদান করিলেন। দ্যুমৎসেন অশ্বপতির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, কি নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছেন?" তদুত্তরে মদ্ররাজ বিনীতভাবে বলিলেন, "রাজর্ষিবর, আমার এই কন্যা যেমন রূপবতী, সেইরূপ গুণবতী। ইহার নাম সাবিত্রী। আমার এই সাবিত্রীনাম্নী কন্যাটিকে আপনি ধর্ম্মানুসারে পুত্রবধূ করুন, আমার একান্ত ইচ্ছা।" দ্যুমৎসেন কহিলেন, "রাজন্, আমরা রাজ্যচ্যুত বনবাসী; স্নেহের কোমল ক্রোড়ে পালিতা আপনার কন্যা কিরূপে বনবাস ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন।" অশ্বপতি কহিলেন, রাজর্ষে, মনুষ্যজীবন সুখদুঃখ বিজড়িত। নিরবচ্ছিন্ন

সুখ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। মরণশীল মানব দুঃখের কঠোর নিষ্পেষণ এড়াইতে পারে না। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া 'চিরদিন আমার একরূপে যাইবে' এইরূপ চিন্তা বাতুলতা মাত্র। মানব-জগতের নিয়ম সকল মানবের পক্ষেই সমান। আমার কন্যা ধৰ্ম্ম-পরায়ণা, কৰ্ত্তব্য পালনে কদাচ কুণ্ঠিতা হন না। কৰ্ত্তব্যের পথ যে নিষ্কণ্টক নহে, ইহা ইঁহার বেশ জানা আছে। আমাদের এই বৈবাহিক সম্বন্ধ অতীব বাঞ্ছনীয়। অতএব রাজন্, আমার মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ করুন।" তখন রাজর্ষি দ্যুমৎসেন কহিলেন, "আপনার সহিত সম্বন্ধ চির প্রার্থনীয়। এক্ষণে রাজ্যচ্যুত বলিয়াই সঙ্কুচিত হইতেছিলাম। যাহা হউক, বহুদিন হইতে আমি হৃদয়ে যে আশা পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, আজ তাহা বিধাতার ইচ্ছায় পূর্ণ হইল।"

অনন্তর আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে সাবিত্রী ও সত্যবানের উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। মদ্ররাজ অশ্বপতি সালঙ্কারা গুণবতী সাবিত্রীকে অনুরূপ পাত্র সুশীল সত্যবানের হস্তে সমর্পণ করিয়া পরম সুখে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। সাবিত্রী ও সত্যবান্ পরস্পর পরস্পরকে লাভ করিয়া প্রীত হইলেন।

পতিপরায়ণা সাবিত্রী পিতার গমনের অব্যবহিত পরেই গাত্র হইতে সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া বল্কল ও গৈরিক বসন পরিধান করিলেন। তিনি বিনয়, লজ্জা প্রভৃতি বহুবিধ গুণে ভূষিতা হইয়া প্রীতিজনক বাক্যে ও ব্যবহারে আশ্রমবাসিগণের

তুষ্টিসাধন ও যথোচিত সেবা দ্বারা শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও ভর্ত্তার প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। রাজর্ষি দ্যুমৎসেন, মহিষী শৈব্যা, সৎগুণের আধার সত্যবান্ এবং আশ্রমবাসিগণ সকলেই সাবিত্রীর ব্যবহারে আনন্দিত রহিলেন। কিন্তু পতিপ্রাণা সাবিত্রীর কোমল হৃদয়ে দেবর্ষি নারদের বাক্যবাণ বিদ্ধ থাকায় তিনি দিন দিন শুষ্ক হইতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ কাল পূর্ণ হইয়া আসিল। যখন সাবিত্রী দেখিলেন, আর চারিদিন মাত্র আছে, তখন তিনি ত্রিরাত্রব্রত অবলম্বন করিলেন। ইহা অতি কঠোর ব্রত; তিন দিন অনাহারে থাকিতে হইবে। শ্বশুর তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু সাধ্বী পুত্র-বধূ আন্তরিক দৃঢ়তার সহিত ব্রত সাধন করিতে লাগিলেন।

সাবিত্রী অবশ্যম্ভাবী বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় দেহের কষ্টকে তুচ্ছ করিয়া শ্বশুরের নিষেধ সত্ত্বেও সাধনা হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। যে দিবস তাঁহার প্রাণবল্লভ জন্মের মত পলায়ন করিবেন, তাহার পূর্ব্ব রজনী যে কি ভাবে অতিবাহিত হইল, তাহা ভাষায় বর্ণনীয় নহে।

প্রত্যূষে স্নানান্তে দেবারাধনা শেষ করিয়া গুরুজনের আশীর্ব্বাদ পাইবার আশায় সাধ্বী তাঁহাদের পাদবন্দনা করিলেন। আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণগণ, শ্বশুর, শ্বশ্রূ সকলেই একবাক্যে 'চির সধবা হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পতিপ্রাণা সাবিত্রী অন্য সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ব্যাকুলহৃদয়ে সেই অশুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্বশুর ও শাশুড়ীর বিশেষ

অনুরোধ সত্ত্বেও আহার করিলেন না এবং 'সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আহার করিবেন না' এই কথা তাঁহাদিগকে বলিলেন।

এদিকে অপরাহ্নে সত্যবান একটি কুঠার স্কন্ধে স্থাপন করিয়া ফল মূল ও হোমের কাষ্ঠ সংগ্রহার্থ বনগমনে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে সাবিত্রী বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আমি অনশনব্রত অবলম্বন করিয়াছি। অদ্য ব্রত উদ্‌যাপনের দিন। আপনাকে একাকী কোথাও গমন করিতে নাই। আমি আপনার সহিত বনে গমন করিব।" সত্যবান্ সাবিত্রীর বাক্যে বিস্মিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "প্রিয়ে, হিংস্র জন্তুপূর্ণ অরণ্যপ্রদেশে তোমার গমন কোন মতেই অভিপ্রেত নহে। বিশেষতঃ এই গ্রীষ্মকাল। মার্ত্তণ্ডকিরণে উত্তপ্ত বালুকা ভূমির উপর ভ্রমণ অনশনক্লিষ্টা তোমার পক্ষে একান্ত দুঃসাধ্য হইবে।" সাবিত্রী কহিলেন, নাথ, একমাত্রগতি পতির সুখে ও দুঃখে ছায়ার ন্যায় অনুগমন করাই নারীর প্রধান ধর্ম্ম। বনভ্রমণে আপনি যখন ক্লান্ত হইবেন, তখন সেবা দ্বারা আপনার ক্লান্তির অপনোদন করিতে পারিলে আমার সকল কষ্ট দূরে যাইবে। সত্যবান্ সাবিত্রীর বাক্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের অনুপস্থিতিতে মাতা পিতার সেবার ত্রুটী ঘটিবে সুতরাং তাঁহাদের অনুমতি ব্যতীত তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য নহে, ইহাও প্রকাশ করিলেন। ইহা শুনিয়া সাবিত্রী সহর্ষে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের অনুমতি লইতে তাঁহাদিগের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিয়া

কহিলেন, "আর্য্যপুত্র ফল মূল ও কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য বনে গমন করিতেছেন; আপনাদিগের অনুমতি পাইলে আমিও তাঁহার সহিত গমন করি।" সাবিত্রী রাজকন্যা; বনভ্রমণে তাঁহার অত্যন্ত ক্লেশ হইবে ভাবিয়া রাজর্ষি প্রথমতঃ তাঁহার গমনে বাধা দিলেন। কিন্তু আকার ইঙ্গিতে তাঁহাকে অধিকতর বিষণ্ণ দেখিয়া ব্যথিত হইলেন ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্বীয় মহিষীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সত্যবানের জননী রাজর্ষির মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, দেব, আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে বধূমাতাকে সত্যবানের সহিত গমন করিতে অনুমতি করুন। পতিব্রতা নারী পতিসহবাসে কোন কষ্টই অনুভব করেন না। রাজর্ষি পত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে পুত্রবধূকে পুত্রের সহিত গমন করিতে অনুমতি দিলেন।

সত্যবান কুঠার স্কন্ধে অগ্রে অগ্রে এবং পতিপ্রাণা সাবিত্রী পরমানন্দে পতির পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। উভয়েই ফলমূলাহরণে ব্যস্ত। একদিকে স্বামীর সহগমনে ও অন্যদিকে দেবর্ষি নারদের বাক্যস্মরণে সাধ্বী সাবিত্রীর মনে যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদের ভাব আসিতে লাগিল। কিন্তু পাছে তাঁহার বিষণ্ণ বদন দেখিয়া স্বামী দুঃখিত হন, এই আশঙ্কায় তিনি কোন রূপে তাঁহার উদ্বেগের ভাব গোপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ে বনভূমির শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে বহুদূর অগ্রসর হইলেন; কিন্তু নারদের বাক্য পুনঃ পুনঃ স্মৃতিপথে উদয় হওয়ায় পতিপ্রাণা আর মনের ভাব গোপন রাখিতে পারিলেন না।

সত্যবান সাবিত্রীর মলিন বদন দেখিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে, বনভ্রমণে ক্লান্তি অনুভব করিতেছ; এই তরুচ্ছায়ায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ কর।" সাবিত্রী বলিলেন, "নাথ, আপনার সহিত গমনে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হয় না; তবে আপনি রাজপুত্র হইয়া বিধির নির্ব্বন্ধে আজ কুঠার স্কন্ধে করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, ইহা ভাবিয়াই আমি ব্যথিত হইতেছি।" সাবিত্রীর বাক্যশ্রবণে সত্যবান কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "মনুষ্য জীবন সুখ দুঃখ বিজড়িত; নিরবচ্ছিন্ন সুখ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। অতএব যখন যে অবস্থা ঘটিবে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, "সন্ধ্যা আগত প্রায়, আমরা যথেষ্ট ফলমূল সংগ্রহ করিয়াছি; এক্ষণে কিছু কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করা উচিত।" এই বলিয়া সত্যবান সাবিত্রীকে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিতে বলিলেন এবং স্বয়ং কাষ্ঠ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন।

এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সত্যবান্ উক্ত বৃক্ষের একটি শুষ্ক শাখা কুঠার দ্বারা ছেদন করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া কুঠার ভূমিতে পতিত হইল। তিনি মস্তকের মধ্যে এক তীব্র বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন ও দেহের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক সাবিত্রীর নিকটে গমন করিলেন। পতিপ্রাণা সাবিত্রী পতির

ঈদৃশী অবস্থা দর্শনে ভয়বিহ্বলচিত্তে তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সত্যবান বলিলেন, 'প্রিয়ে, আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। অসহ্য বেদনায় আমার মস্তক যেন বিদীর্ণ হইতেছে।" ইহা শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিতা হইয়া সাবিত্রী তাঁহাকে তরুমূলে বসাইলেন এবং তাঁহার মস্তক আপন ক্রোড়ে রাখিয়া অঞ্চল দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন; কিন্তু সত্যবান কিঞ্চিৎমাত্রও সুস্থ বোধ করিলেন না। ক্রমশঃ তাঁহার মুখমণ্ডল মলিন হইয়া আসিতে লাগিল। স্বামীর মুমূর্ষু অবস্থা দর্শনে বুদ্ধিমতী সাবিত্রী কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া, কিরূপে তাঁহার প্রাণ-বল্লভের জীবন রক্ষা করিতে পারিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি নারদের আশীর্ব্বাদ মনে পড়িল। তিনি ভাবিলেন, "স্বামীর ঔরষে আমার গর্ভে শত পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, দেবর্ষি এই আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। ইহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। এদিকে সত্যবানের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। সাবিত্রী আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

শোকসন্তপ্তা সাবিত্রী স্বামীকে ক্রোড়ে রাখিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্না আছেন, এমন সময়ে অদূরে এক শ্যামবর্ণ তেজস্বী পুরুষ কয়েকজন অনুচর সহ তাঁহার দিকে আসিতেছেন, দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা নিকটবর্ত্তী হইলে সাবিত্রী সাহায্য প্রাপ্তির আশায় করযোড়ে তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই শ্যামবর্ণ পুরুষটি বলিলেন, "শুভে, আমি কালান্তক

যম, এবং ইহারা আমার দূত ; সত্যবানের আয়ুঃশেষ হওয়ায়, আমি উহার প্রাণবায়ু গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। অতএব তুমি তোমার স্বামীর দেহ ভূমিতে স্থাপন কর ; আমরা উহার জীবাত্মাকে লইয়া যাই।”

যমরাজের এই হৃদয়বিদারক বাক্য শ্রবণে সাবিত্রী মূর্চ্ছিতা হইলেন। অনতিবিলম্বে সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি তাঁহার পাদ-বন্দনা করিলেন এবং সাশ্রুনেত্রে বিনীতভাবে বলিলেন, ভগবন্, আপনার অনুচরেরাই এই কার্য্য করিয়া থাকে, আপনি স্বয়ং আসিয়াছেন দেখিয়া আমি বিস্মিত হইতেছি। ধর্ম্মরাজ বলিলেন, ‘পতিব্রতে, পরম ধার্ম্মিক সত্যবানের পবিত্রাত্মা আমার অনুচরগণ কর্ত্তৃক বাহিত হওয়া উচিত নহে।’ যমরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকবিহ্বলা সাবিত্রী নয়নজলে গণ্ডস্থল প্লাবিত করিলেন।

পিতৃপতি পতিপ্রাণা সাবিত্রীর ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন এবং সত্যবানের দেহ ভূমিতে স্থাপন করিতে পুনরায় আদেশ করিলেন। অতঃপর ধর্ম্মরাজ দেহ হইতে প্রণবায়ু লইয়া অনুচরগণ সহ দক্ষিণদিকে প্রাবিত হইলেন। দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হওয়ায় সত্যবানের দেহ বিবর্ণ হইয়া গেল। ব্রত-সিদ্ধা সাবিত্রী, দেবর্ষি নারদ ও বনবাসী তপস্বিগণের আশীর্ব্বাদ স্মরণ করিয়া হৃদয়ে বল সংগ্রহ করিলেন এবং রোদন করিতে করিতে ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিতে লাগিলেন। বোরুদ্যমানা সাবিত্রীকে পশ্চাতে আগমন করিতে দেখিয়া পিতৃপতি মধুর বাক্যে বলিলেন, ‘সরলে, বৃথা শোকে

উন্মত্তা হইয়া আমার অনুগমন করিতেছ কেন? বিধাতার নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। এক্ষণে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্বামীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন কর।' ধর্ম্মরাজের বচন শুনিয়া সাবিত্রী বলিলেন, 'দেব, আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। পতিসেবাই নারীর প্রধান ধর্ম্ম এবং আমি পতির জীবন লাভের জন্য আপনার অনুগমন করিতেছি। পুত্রহীন ব্যক্তির মুক্তির সম্ভাবনা নাই। এই হতভাগিনীকে বৃথা সান্ত্বনা দিয়া গমন করিবেন না। যমরাজ পতিব্রতার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সত্যবানের জীবন ভিন্ন একটি বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সাবিত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন; 'ভগবন্, আমার শ্বশুর দৈববিড়ম্বনায় অন্ধ হইয়াছেন। দয়া করিয়া তাঁহার অন্ধত্ব মোচন করুন।' ধর্ম্মরাজ সন্তুষ্ট চিত্তে উক্ত বর প্রদান করিয়া তাঁহাকে তাঁহার অনুগমনে বিরত হইতে বলিলেন; কিন্তু সাধ্বী পুনরায় তাঁহার গমনে বাধা দিয়া বলিলেন, দেব, শাস্ত্রে আছে, কাহারও সহিত সপ্তপদ ভ্রমণ করিলেই পরস্পর বন্ধুত্ব হয়। বিশেষতঃ আপনার ন্যায় সাধু পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। পতিসেবাই নারীজাতির উদ্ধারের একমাত্র উপায়। এক্ষণে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে আমার নরক ভোগ নিশ্চিত। ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীর এবম্বিধ শাস্ত্রানুমোদিত বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সত্যবানের জীবন ভিন্ন দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সাবিত্রী তাঁহার সদয় ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, প্রভো, দয়া করিয়া এই বর প্রদান করুন, যেন আমার শ্বশুর তাঁহার হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিতে পারেন।

ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীর গুরুভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে উক্ত বর প্রদান করিলেন। দুইটি বর পাইয়াও সাধ্বী তাঁহার অনুগমনে বিরত হইলেন না। তিনি ধর্ম্মরাজকে বলিতে লাগিলেন, রাজর্ষি বৃদ্ধাবস্থায় অন্ধ ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বৃদ্ধা মহিষী ও প্রাণাধিক একমাত্র পুত্রকে লইয়া বনবাসী হইয়াছেন। আপনি তাঁহার অন্ধত্বমোচন ও রাজ্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু একমাত্র পুত্রকে হরণ করিয়া লইলেন। পুত্রহীন ব্যক্তি রাজ্য ভোগে কখন সুখী হয় না; অতএব দয়া করিয়া তাঁহার পুত্রের জীবন দান করুন, আমার এই প্রার্থনা। জীবগণের জীবনহর্ত্তা যমেরও হৃদয় সাবিত্রীর বাক্যে বিগলিত হইল। তিনি মৃদুবচনে বলিলেন, তোমার বাক্য শ্রবণে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর একটি বর প্রার্থনা কর। সাবিত্রী প্রফুল্লবদনে বলিলেন, আমার পুত্রহীন জনক যেন শত পুত্রের পিতা হন, দয়া করিয়া আমাকে এই বর প্রদান করুন। যমরাজ তৎক্ষণাৎ সন্তুষ্টচিত্তে উক্ত বর প্রদান করিয়া সাবিত্রীকে গৃহে গমন করিতে বলিলেন। সাবিত্রী বলিলেন, 'দেব; এ হতভাগিনীর আর গৃহ কোথায়? আপনি আমার একমাত্র গতি পতির জীবন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। পতিসেবা ভিন্ন নারীর আর দ্বিতীয় ধর্ম্ম নাই। আমি পতির জীবন লাভের জন্য আপনার সঙ্গে গমন করিতেছি। ইহাতে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ নাই। হায়! আমার পিতা শত পুত্রের পিতা হইয়াও তাঁহার একমাত্র কন্যার শোচনীয়া অবস্থা দেখিয়া কখনও সুখী

হইবেন না। দেব, আপনি ধর্ম্মরাজ। পতি-ভক্তির প্রভাবে আজ আমি আপনার দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি ; অতএব যতক্ষণ আমার দেহে জীবন থাকিবে, পতির জীবন ভিক্ষার জন্য আপনার অনুগমন করিব। যমরাজ তাঁহার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর একটি বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সাবিত্রী বিনীতভাবে বলিলেন, প্রভো, আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখাইতেছেন। আর্য্যপুত্রের ঔরসে আমার গর্ভে যেন একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করে, এক্ষণে দয়া করিয়া এই বর প্রদান করুন। যমরাজ নিজেকে বিপন্ন ভাবিয়া সতীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উক্ত প্রার্থনা মাত্রেই 'তথাস্তু' বলিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন। সাবিত্রী কহিলেন, 'দেব, স্বামীর ঔরষে আবার গর্ভে শতপুত্র জন্মিবে আপনি এই বর দিলেন ; অথচ আমার স্বামীর জীবন লইয়া যাইতেছেন ; আপনি ন্যায়দণ্ডবিভূষিত ধর্ম্মরাজ ; আপনার দ্বারা কোন প্রকার অন্যায় ঘটিতে পারে না। আপনার অনুগ্রহে আমার যাবতীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। এক্ষণে দয়া করিয়া আমার জীবন-সর্ব্বস্ব পতির প্রাণদান করুন।' ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীর এই যুক্তি-পূর্ণ বাক্য শ্রবণে কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন এবং আর গত্যন্তর নাই ভাবিয়া বলিলেন, 'শুভে, তোমার ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। তুমি আদর্শ সাধ্বী রমণী। তোমার গুণে মুগ্ধ হইয়া সত্যবানের প্রাণ অর্পণ করিলাম, সত্যবান সুস্থদেহে চারিশত বৎসর জীবিত থাকিবেন। তোমার

পুত্রগণ ও তোমার মাতার গর্ভজাত পুত্রগণ দীর্ঘায়ু হইয়া পরম সুখে প্রজাপালন করিবে। এক্ষণে সত্বর স্বামীর সমীপে গমন কর।' এই বলিয়া যমরাজ প্রেতপুরী প্রবেশ করিলেন। সাধ্বী সাবিত্রী পতিভক্তির বলে অসাধ্য সাধন করিয়া হৃষ্টমনে স্বামীর সমীপে প্রত্যাগমন করিলেন।

সত্যবান বৃক্ষমূলে নিদ্রিত। সাবিত্রী সানন্দে স্বামীর অবিকৃত মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আশ্বস্তা হইলেন এবং তাঁহাকে আপন ক্রোড়ে লইলেন। সাবিত্রীর অঙ্গস্পর্শে সত্যবানের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তিনি বলিলেন, 'প্রিয়ে, আমি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম, কি কারণে আমার নিদ্রাভঙ্গ কর নাই? আজ আশ্রমে ফিরিতে অনেক বিলম্ব ঘটিল।' সাবিত্রী কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না। তিনি পুনরায় বলিলেন, 'যখন শিরঃপীড়ায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলাম, তখন একজন শ্যামবর্ণ পুরুষ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তোমার সহিত কি কথোপকথন করিতেছিলেন। সেই পুরুষ কে এবং কোথায় গেলেন?' সাবিত্রী কহিলেন, 'নাথ, তিনি সংহারকর্ত্তা যম; স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। এক্ষণে বোধ হয় আপনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন, চলুন, আমরা আশ্রমে গমন করি। এই বলিয়া উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া আশ্রম অভিমুখে চলিলেন।

ঘোর অন্ধকার। সাবিত্রী সত্যবানের হস্তধারণ করিয়া তিমিরাচ্ছন্ন রজনীতে নিবিড় বনমধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। পথে সত্যবান সেই মহাপুরুষের আগমন কারণ জানিবার ইচ্ছা

প্রকাশ করিলে, সাবিত্রী বলিলেন, আমাদের প্রত্যাগমনে বিলম্ব ঘটিতেছে দেখিয়া গুরুজনগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইতেছেন। আসুন, সত্বর গমন করিয়া তাঁহাদের চিন্তা দূর করি। কল্য সেই মহাপুরুষের বৃত্তান্ত সমস্তই বলিব। ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ধর্ম্ম সতত রক্ষা করেন; স্বধর্ম্মপরায়ণা সাবিত্রী সত্যবানের সহিত সেই শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যানীর মধ্য দিয়া নির্ভয়ে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনীর অবসান হইয়া আসিল এবং তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে আশ্রমের সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিলেন।

এদিকে রাজর্ষি দ্যুমৎসেন সহসা দৃষ্টিশক্তিলাভ করিয়া আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে মহিষী শৈব্যাসহ পুত্র ও পুত্রবধূর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে যতই রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, ততই তাঁহাদের মনে নানাপ্রকার সন্দেহের আবির্ভাব হইতে লাগিল। তাঁহারা অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকিলে, ঋষি ও ঋষিপত্নীগণ তাঁহাদিগকে নানারূপে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। এইরূপে রজনী অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রভাতে তপস্বিগণের বেদধ্বনিতে বনভূমি মুখরিত হইয়াছে, এমন সময়ে রাজর্ষি দ্যুমৎসেন ও মহিষী শৈব্যার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিয়া পতিপ্রাণা সাবিত্রী ও ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ সত্যবান তাঁহাদিগের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের আগমনে আশ্রমবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইলেন। সমস্ত অরণ্যপ্রদেশ প্রফুল্লভাব ধারণ করিল। ঈদৃশ বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে, সাবিত্রী আমূল সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া

তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিলেন। পরদিবস শাল্বরাজ্য হইতে দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে প্রধান অমাত্য বুদ্ধিকৌশলে হৃত-রাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন; রাজ্যের প্রজাবৃন্দ বহুসংখ্যক সৈন্যসামন্ত লইয়া তপোবনের প্রান্তদেশে অপেক্ষা করিতেছে; মহারাজ দ্যুমৎসেন পুনরায় তাহাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করেন, ইহা তাহাদের একান্ত ইচ্ছা। রাজ্যের পুনরুদ্ধারের সংবাদ পাইয়া তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অবশেষে দূতের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ও বনবাসিব্রাহ্মণগণের পরামর্শে রাজর্ষি সপরিবারে রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে সত্যবানের একশত পুত্র হইল। রাজর্ষি দ্যুমৎসেন জরাগ্রস্ত হইলে সত্য-বানের উপর রাজ্যের ভার দিয়া মহিষী সহ পুনরায় বনে গমন করিলেন। সত্যবান চারিশত বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনিও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রোক্ত নারীধর্ম্ম কথা।

গৃহিণীই গৃহ হয় গৃহ গৃহ নয়।
সুগৃহিণী যার তার সর্ব্ব কর্ম্মে জয়।

স্মৃতি।

পতিব্রতা লক্ষণ।

বিপদে বিপন্ন ভাবে সম্পদেতে সুখী,
বিদেশস্থ হ'লে পতি সদাই অসুখী।
স্বামীর মরণে যার নাহি মৃত্যুভয়,
পতিব্রতা নারীজন বুঝিবে নিশ্চয়।

স্মৃতি।

নারদের প্রতি যমের উক্তি।

তপ জপ উপবাস নাহি জানে সতী,
দান দম নাহি জানে শুন মহামতি।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতং সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

স্মৃতি।

আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা,
মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥

স্মৃতি।

নারদং প্রতি যমবাক্যং।

ন তস্যা নিয়মো বিপ্র তপো নৈবচ সুব্রত।
উপবাসো ন দানঞ্চ ন দমো বা মহামতে॥

পতিব্রতা কোন্ নারী শুন দ্বিজবর,
শুনিতে বাসনা যদি অবধান কর ।
নিদ্রাকালে নিদ্রা যায়, জাগে জাগরণে,
ভোজন না করে, বিনা পতির ভোজনে ;
মৌনী দেখি পতিরে যে মৌনভাবে রয়,
মৃত্যু জিনে সেই নারী, বুঝিবে নিশ্চয় ।
এক মনে করে পতি আদেশ পালন,
তারে ভয় করে সবে শুন তপোধন ।
পরম শোভনা সাধ্বী, তারে দেবগণ,
পূজিতে সতত মনে করেন চিন্তন ।
তিরস্কৃতা হয় যদি না ছাড়ে বিনয়,
প্রত্যুত্তরে পতিরে যে নত শিরে কয় ।

যাদৃশী তু ভবেৎ বিপ্র শৃণু তত্ত্বং সমাসতঃ ।
প্রসুপ্তে যা প্রস্বপিতি বিবুদ্ধে জাগ্রতি স্বয়ং ॥
ভুঙ্‌ক্তে তু ভোজিতে বিপ্র সা মৃত্যুং জয়তি ধ্রুবং ।
মৌনে মৌনা ভবেদ্ যা তু স্থিতে তিষ্ঠতি যা স্বয়ং ॥
সা মৃত্যুং জয়তে বিপ্র নান্যৎ পশ্যামি কিঞ্চন ।
একদৃষ্টি রেকমনা ভর্ত্তুর্বচনকারিণী ॥
তস্যা বিভীমহে সর্ব্বে যে তথান্যে তপোধন ।
দেবানামপি সা সাধ্বী পূজ্যা পরম শোভনা ॥
ভত্রাবভিহিতা বাপি প্রণত্যা খ্যায়িনী ভবেৎ ।
বর্ত্তমানাপি বিপ্রেন্দ্র প্রত্যাখ্যানাপি সা যথা ॥
তদৈব তং সংশ্রয়তি পতিং নান্যং কদাচন ।
ভর্ত্তুর্মৃত্যুমুখং ব্রহ্মণ যা পশ্যতি বরাঙ্গনা ॥

মৃত হেরি পতিরে যে না ছাড়ে চরণ,
অন্য পতি ভজিবারে নাহি করে মন।
পতির মঙ্গলে নিত্য রয় নিয়োজিতা,
সর্ব্ব কার্য্যে থাকে সদা পতি অনুগতা।
মাতা পিতা বন্ধু ভাবি পতি পরদেবে
মৃত্যুঞ্জয় করি সাধ্বী এক মনে সেবে।
কৃতাঞ্জলি পূজি নিত্য রাখি পদে মতি,
পতি সেবা সদা বাঞ্ছে সতী গুণবতী।
প্রসাধনে, দেবার্চ্চনে, ব্রাহ্মণ ভোজনে,
স্নানে সদা পতি চিন্তে পতিব্রতা মনে।
গীতবাদ্য নাহি চায় নৃত্য নাহি হেরে,
পতিপদ স্মরি হৃদে সতত বিহরে।

এবং যাতি ভবেন্নিত্যং ভর্ত্তুঃপ্রিয় হিতেরতা।
অনুবিষ্টেন ভাবেন ভর্ত্তারমনুগচ্ছতি॥
সা তু মৃত্যু মুখদ্বারং ন গচ্ছেদ ব্রহ্মসম্ভব।
এষ মাতা পিতা বন্ধু রেষ মে দৈবতং পরম্॥
এবং শুশ্রূষতে যা তু স মাং বিজয়তে সদা।
পতিব্রতা তু যা সাধ্বী তস্যাশ্চাহং কৃতাঞ্জলিং॥
ভর্ত্তারমনুধ্যায়ন্তী মৃত্যুদ্বারং ন পশ্যতি।
গীত বাদিত্র নৃত্যানি প্রেক্ষণীয়ান্যনেকশঃ॥
ন শৃণোতি ন পশ্যেত মৃত্যুদ্বারং ন পশ্যতি।
স্নায়ন্তী তিষ্ঠতী বাপি কুর্ব্বতী বা প্রসাধনং॥
নত্বঞ্চ মনসা ধ্যায়েৎ কদাচিদপি সুব্রতা।
দেবতামর্চ্চয়ন্তী বা ভোজয়ন্ত্যথবা দ্বিজান্॥

উষাকালে ত্যজি শয্যা গৃহ কর্ম্মে রতা,
পূত দৃষ্টি দেহ মনে সতত সংযতা
পতিমুখ হেরি পতিহিতে রতা রয়,
ভূতলে থাকিয়া তার স্বর্গবাস হয়।
ইহলোকে যশ লভে ত্রিদিবে পূজিত,
মৃত্যু জিনে নারীজন বুঝিবে নিশ্চিত।

বরাহ সংহিতা

পতিব্রতা ধর্ম্ম।

পতিব্রতা ধর্ম্মকথা শুন ব্রজেশ্বর,
পতিপাদোদক পানে হইবে তৎপর ;

পতিং ন ত্যজতে চিত্তাৎ মৃত্যুদ্বারং ন পশ্যতি।
ভানৌ চানুদিতে যাতু উথায় চ তপোধন॥
গৃহং মার্জ্জয়তে নিত্যং মৃত্যুদ্বারং ন পশ্যতি,
চক্ষুর্দ্দেহঃ স্বভাবশ্চ যস্যা নিত্যং সুসংবৃতং॥
শৌচাচার সমাযুক্তা সা পি মৃত্যুং ন পশ্যতি।
ভর্ত্তুর্মুখং প্রপশ্যন্তী ভর্ত্তুশ্চিত্তানুসারিণী॥
বর্ত্ততে চ হিতে ভর্ত্তুর্মৃত্যুদ্বারং ন পশ্যতি।
এবং কীর্ত্তি মতাং লোকে দৃশ্যন্তে দিবি দেবতাঃ॥
মানুষাণাঞ্চ ভার্য্যা বৈ তত্র দেশে তু দৃশ্যতে॥

ইতি বরাহ সংহিতায়াম্॥

পতিব্রতানাং যদ্ধর্ম্মং তন্নিবোধ ব্রজেশ্বর।
নিত্যং ভর্ত্তুর্যুৎসুকয়া তৎপাদোদক মীপ্সিতং॥

পতি আজ্ঞা লভি ভক্ষ্য করিবে ভোজন,
ভক্তিভাবে পতিপদে সঁপি প্রাণ মন !
তপ, জপ, ব্রত, পূজা সতী পরিহরি,
পতিপদ সেবিবে জানিয়া তাঁরে হরি ;
পতির নিষেধ বাক্য শুনিবে সতত
নৃত্য ক্রীড়া গীত বাদ্যে না হইবে রত।
পরগৃহে কদাচ না করিবে বসতি
সুন্দর পুরুষ অন্যে না হেরিবে সতী।
পতির বাঞ্ছিত ভক্ষ্য বাঞ্ছিবে সুব্রতা,
পতিসঙ্গ সদা বাঞ্ছে নহে বিচলিতা।
উত্তরে উত্তরদান কভু নাহি করে,
তিরস্কৃতা হইলেও কহে সমাদরে।

ভক্তিভাবেন সততং ভোক্তব্যং তদনুজ্ঞয়া।
ব্রতং তপস্যাং দেবার্চ্চাং পরিত্যজ্য প্রযত্নতঃ ॥
কুর্য্যাচ্চরণসেবাঞ্চ স্তবনং পতিতোষণং।
তদাজ্ঞা রহিতং কর্ম্ম ন কুর্য্যাদ্দৈবতং সতী ॥
নারায়ণাৎ পরং কান্তং ধ্যায়তে সততং সতী।
পরপুংসাং পুরশ্চৈব সুবেশং পুরুষং পরং ॥
যাত্রা মহোৎসবং নিত্যং নর্ত্তকং গায়নং ব্রজং।
পরক্রীড়াঞ্চ সততং নহি পশ্যতি সুব্রতা ॥
যদ্ভক্ষ্যং স্বামিনং নিত্যং তদেবমপি যোষিতাং।
নহি ত্যজেত্তু তৎসঙ্গং ক্ষণমেব চ সুব্রতা ॥
উত্তরে নোত্তরং দদ্যাৎ স্বামিনশ্চ পতিব্রতা ॥
ন কোপং কুরুতে শুদ্ধা তাড়নাচ্চাপি কোপতঃ ॥

ক্ষুধায় যোগায় অন্ন, বারি পিপাসায়,
নিদ্রিত পতিরে সতী কভু না জাগায়।
পুত্র হ'তে শতগুণ করিবে যতন,
একমাত্র পতিপদ সতীর চিন্তন।
ভক্তিভাবে স্মিতমুখে সতত নিরখি,
সুধাতুল্য কান্তমুখ পতিব্রতা সুখী।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

ক্ষুধিতং ভোজয়েৎ কান্তং দদ্যাৎ পানঞ্চতোষণে॥
নবোধয়েত্তং নিদ্রালুং প্রেরয়েত্তৈব কর্ম্মসু॥
পুত্রাণাঞ্চ শতগুণং স্নেহং কুর্য্যাৎ পতিং সতী।
পতির্ব্বন্ধু র্গতির্ভর্ত্তা দৈবতং কুলযোষিতঃ॥
শুভং দৃষ্ট্বা সুধাতুল্যং কান্তং পশ্যতি সুন্দরী।
সস্মিতং বদনং কৃত্বা ভক্তিভাবেন যত্নতঃ॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

দ্বাদশ নীতি

১। তোমার বিবাহ হইয়াছে; তোমার উপর তোমার স্বামীরই এক্ষণে সম্পূর্ণ অধিকার। নম্রভাবে স্বামীর আদেশমত কার্য্য করাই নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

২। তোমার শ্বশ্রূ বা তত্তুল্যা নারীগণের প্রতি সতত সম্মান প্রদর্শন করিবে। গৃহের পরিজন ও প্রতিবেশীগণের সহিত মধুর ব্যবহার করিবে। কখন ঈর্ষাপরবশ হইও না; ঈর্ষান্বিতা নারী পতিপ্রেমে বঞ্চিতা হয়।

৩। যদি তোমার পতি অন্যায়ও করেন, তাঁহার উপর ক্রুদ্ধা হইও না; সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবে। স্বামীর ক্রোধের শান্তি হইলে বিনয়নম্রবচনে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবে।

৪। অনাবশ্যক কথা কহিও না। প্রতিবেশিনীদের নিন্দা করিও না। মিথ্যা কথা বলিও না। অধিক হাস্য করিও না।

৫। প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিবে। দিবানিদ্রা অভ্যাস করিবে না। কোন কু-অভ্যাসের বশবর্ত্তিনী হইবে না। অঙ্গে অন্য আভরণ না থাকিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না, কিন্তু আয়তি চিহ্ন শঙ্খ ও সিন্দূরের ন্যায় লজ্জাকে সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিবে।

৬। স্বামীর সুখে সুখ ও স্বামীর দুঃখে দুঃখ অনুভব করিবে। সুগৃহিণী হইবে। পরিমিত ব্যয়ী হইয়া সংসার

চালাইবে। যুবকের দলে মিশিবে না। সাংসারিক কর্ত্তব্য করিয়া যশস্বিনী হইবে।

৭। অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে, এরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিবে; কিন্তু তোমার পরিচ্ছদ যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়।

৮। অসদালাপ করিবে না, অসৎকথা শুনিবে না। অসৎ লোকের ছায়ায় আসিবে না। যে স্থানে অসৎ আলাপ হয় বা অসৎ লোক থাকে, সে স্থান ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে যাইবে।

৯। স্বামিগৃহে আত্মীয় স্বজনের নিকট পিতৃগৃহের অহঙ্কার করিও না।

১০। তোমার নিজের বা নিজের অবস্থার অহঙ্কার করিও না।

১১। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে। মনকে পবিত্র রাখিবে। বাসস্থান পরিষ্কার রাখিবে, পানীয় ও ভোজ্যদ্রব্যের পবিত্রতা রক্ষা করিতে যত্নবতী হইবে।

১২। গুরুজনকে ভক্তি করিবে, ঈশ্বরে মতি রাখিবে। স্বামি-দেবতাকে সর্ব্বদা মনে মনে পূজা করিবে।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত

আদর্শ-গৃহী (২য় সংস্করণ)	।৹	আদুরে মেয়ে	৵৹
নারীধর্ম্ম (৪র্থ সংস্করণ)	১।৹	কর্ত্তব্যচিন্তা	।৵৹

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের মন্তব্য।

অদ্বিতীয় পণ্ডিত, পরমারাধ্য, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় লিখিয়াছেন—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় প্রণীত নারীদিগের প্রতি সদুপদেশপূর্ণ নারীধর্ম্ম নামক পুস্তক খানি প্রাপ্ত হইয়া প্রীত হইলাম। পাঠয়িত্রীরা এই সদুপদেশপালন-পরায়ণা হইলে, দেশের একান্ত উপকারের সম্ভাবনা। * * * * * উপদেশগুলি প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। ইতি ১৩২৯। ২রা পৌষ।

পূর্ব্বস্থলী নিবাসী শ্রীকৃষ্ণনাথ শর্ম্মা।

পূজ্যপাদ দুর্গাচরণ কাব্য-সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, ভবানীপুর—
"শাস্ত্র ও যুক্তির একত্র সমাবেশ থাকায় পুস্তকের গৌরব সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।"

মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন—"বালিকাদিগের পক্ষে অতি সুপাঠ্য"।

তমলুকের সুযোগ্য ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট বাবু যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—

I have gone through the two books নারীধর্ম্ম and

আদুরে মেয়ে, I cannot speak too highly of them. The publications are just the thing wanted and every Hindu household should get copies of them for the benefit of the girls and matrons alike.

হিতবাদী—"সংগ্রহ বেশ সুন্দর হইয়াছে। এ পুস্তক নারীদিগের পাঠ্য হওয়া উচিত।"

বঙ্গবাসী—"বহি পড়িয়া যে সব স্ত্রীলোক নারীধর্ম্ম শিখিতে পারেন তাঁহারা "নারীধর্ম্ম" শিখিবার অনেক জিনিষই পাইবেন।"

স্বনামখ্যাত অধ্যাপক রায় যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর এম, এ, বিদ্যানিধি, এফ, আর, এ, এস, এফ, আর, এম, এস ইত্যাদি মহাশয়ের চিঠি।

সবিনয় নিবেদন,

আমার এক ওড়িয়া ছাত্র শ্রীমান্ বৈদ্যনাথ মহাপাত্র আপনার রচিত নারীধর্ম্ম পুস্তক পড়িয়া ইহার ওড়িয়া ভাষান্তর দেখিতে অভিলাষী হইয়াছে। ওড়িয়া ভাষায় এরূপ পুস্তকের অভাব আছে। একারণ আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতে আমাকে অনুরোধ করিতেছে। আশাকরি আপনি ওড়িয়া ভাষান্তর করিতে অনুমতি দিয়া দেশের সাহিত্য প্রচারে সাহায্য করিবেন। ওড়িয়া পাঠক এত নাই যে ওড়িয়া নারীধর্ম্ম পুস্তকবিক্রয় দ্বারা অনুবাদক লাভবান হইবে। যদি ইচ্ছা করেন আপনি ওড়িয়া অনুবাদ করাইয়া ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে পারেন। আমার মনে হয় এরূপ স্থলে ভাষান্তর করিতে অনুমতি বিনামূল্যে দিয়া দেশের হিতসাধন কর্ত্তব্য বোধ করিবেন। ইতি

নিঃ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়